শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

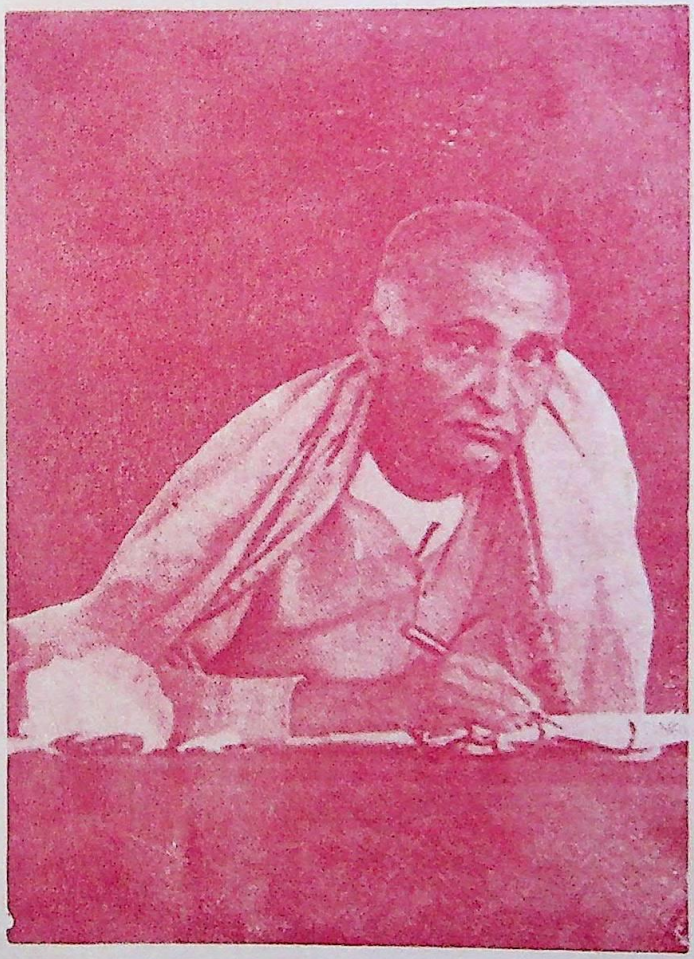

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

6

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-

প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় সংস্করণ :-

প্রকাশক

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব দাসানুদাস।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু :-

শ্রীভক্তি জীবন হরিজন :-

শ্রীশ্রী গুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিবেদন

আমদীয় পরম গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী দ্বিতীয় সংস্করণ তদানিন্তন গৌড়ীয় সম্পাদক স্বধামগত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক গৌরাব্দ ৪৪৬, খৃঃ ১৯৪৫, ঢাকা মহানগরী হতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি বর্তমান গৌড়ীয় মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের-শ্রীচরণ কমলে কৃপা প্রার্থনা পূর্ব্বক তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
সিদ্ধান্ত-ভিক্ষু
শ্রীভক্তি জীবন হালদার
শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ, প্রয়াগ
তাং রথযাত্রা ১৯৯১ খৃঃ

অর্থদাতা:—

ডাঃ কুমারী উমা ঘোষ,
এম. এ. এম. এড. পী. এইচ. ডী.
অবকাশ প্রাপ্ত প্রবক্তা,
রাষ্ট্রীয় বালিকা ইন্টার কলেজ,
গোণ্ডা :— উত্তর প্রদেশ.

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তলিখিত পত্রের কিয়দংশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

[illegible] 18/D3 Mall Road
Cawnpore.
18.11.27

স্নেহবিগ্রহেষু,

আপনার ১৩।১১।২৭ ও ১৬।১১।২৭ তারিখের
দুইখানি পাইয়াছি। গতরাত্রে রাসবিহারীর কার্ড
পাইয়াছি। আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি
কৃষ্ণবাবুকে দেখাইলে গতকল্য তাঁহার লিখিত
কোনপত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonist
পুস্তক দেখিয়া পাইয়াছি। নিমানন্দ প্রভুর article
মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন তাহা
অসম্পূর্ণ। তারপর deduction বা অবরোহ যুক্তি
unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। absolute
truth আপাততঃ unknown বলিয়া ধরিয়া
লইলেও উহাই Best known. অবরোহ বা অবতার
বিচারে unknown অবতীর্ণ হয় না। Inaccessible
by sense descends down but not unknown
becomes ~~down~~ upon the material eyesight.
যদি কিছু ঐশ্বর্য্য change করিতে পারেন
হয়। রেজিষ্ট্রি-কুঞ্জপ্রাপ্তে আপনার অভিলাষমত লিখিত
ধাম বৃত্তান্তের প্রথম পূর্ণ প্রতিলিপি পাইয়াছি, বাকী লিখিয়া
আমি ক্রমশঃ সুস্থির হইয়া পড়িতেছি সেজন্য শীঘ্র
আসিতে পারিব না বলিয়া আপনারা বাসুদেবের
শ্রীমূর্ত্তির agility ও activity দেখিয়া না যাবেন

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। অনর্থ-নিবৃত্তির উপায়	১
২। চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধ-বিচার	৩
৩। নামভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ	৪
৪। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য	৬
৫। পবিত্রতা ও নির্গুণতা	৮
৬। নিরপরাধে শ্রীনাম-গ্রহণ	১০
৭। উর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার	১১
৮। গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই স গ্র কর্ত্তব্য	১২
৯। থিয়সফি, মায়াবাদ ও প্রাকৃত-সাহজিক মত	১৩
১০। গ্রহণ-কালে বৈধভক্তের কৃত্য	১৫
১১। বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ	১৬
১২। প্রেমারুরুক্ষুর সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়	১৭
১৩। সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য	১৮
১৪। প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	২১
১৫। উজ্জ্বলরস ও গৌরনাগরী মত	২৮
১৬। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ	৩৩
১৭। শোক-শাতন	৩৫
১৮। প্রাকৃত-নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি	৩৭
১৯। সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্য মঠ	৩৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
২০।	সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়	৪২
২১।	কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয় ভক্তের কৃত্য	৪৬
২২।	গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবা-বৈশিষ্ট্য	৪৯
২৩।	অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস	৫১
২৪।	অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন	৬১
২৫।	নৃমাত্রাধিকার	৬৩
২৬।	অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য	৬৭
২৭।	সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?	৬৯
২৮।	সাত্বত-স্মৃতিবিধি অবশ্য পাল্য	৭০
২৯।	দুঃসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য	৭২
৩০।	জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল	৭৪

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

অনর্থনিবৃত্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন
২৪শে ভাদ্র ১৩২২

জীব কখন অন্যাভিলাষী হয়?—উচ্চ-সংকীর্ত্তন—শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ—মঙ্গলকাঙ্ক্ষীর বহির্ম্মুখ পারিপার্শ্বিক জনমণ্ডলীর সহিত ব্যবহার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য

প্রভৃতি পলায়ন করে ; এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় 'জৈবধর্ম্ম' আলোচনা করিতে পারেন। * * * *

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। 'কল্যাণকল্পতরু', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

চিত্তবিক্ষেপ ও সেবাপরাধাদি-বিচার

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, শ্রীগৌরাব্দ
১৫ পদ্মনাভ, ৪২৯

চিত্তবিক্ষেপ দূর করিবার উপায়—প্রাকৃত পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য ভাগবদ্‌গ্রাহ্য নহে—শ্রীনামী কোন্ সময় স্বরূপ প্রকাশ করেন ?

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ পদ্মনাভ তারিখের পত্র পাইয়াছি। সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য বিস্তৃত পত্র লিখিবার আশঙ্কায় বিলম্ব হইল দেখিয়া সংক্ষেপে লিখিতেছি। নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণে সকল মঙ্গল হয়. আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনাম গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফল স্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে ?

বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র, দেশী খাঁটি চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয় দ্রব্যই জড়বস্তু। হৃদয়ে ভাবের সহ দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

আশা করি, আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

নামভজনকারী ও অর্চ্চকের প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া,

৪ দামোদর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

কৃত্রিম-লীলা-স্মরণ—নামে সর্ব্বসিদ্ধি—শ্রীনামই নামগ্রহণকারীর অপ্রাকৃত স্বরূপের রূপগুণ-ক্রিয়ার উদয় করাইয়া শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপগুণাদি প্রকাশ করেন—পবিত্রাপবিত্র-বিবেক প্রাকৃত—অপ্রাকৃত-বিবেক বা সেবাময় নির্গুণ-বিচারই ভক্তের গ্রাহ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম।

শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ

করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ লীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড়সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমদ্‌ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কর্ম্মজ্ঞানাদির পরস্পর পার্থক্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

শ্রীরূপ, শ্রীরূপানুগ ও শ্রীনামপ্রভুর নিকট কৃপা শক্তি ও যোগ্যতা-প্রার্থনা—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর পরস্পর পার্থক্য—যুক্তবৈরাগ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা ভাল আছি। তবে প্রাক্তন কর্ম্মফলের অনুরূপ হরিসেবায় নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপা শক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ এই যে, অন্যাভিলাষী কুকর্ম্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর

পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী—কুজ্ঞানরত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধিতে নিজ ভোগাসক্তিরহিত হইয়া বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-ভাবে কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পবিত্রতা ও নির্গুণতা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর বামনপুকুর পোঃ, নদীয়া
বাং ১১ই পৌষ ১৩২২

কর্ম্মী ও ভক্তের পবিত্রাপবিত্র-বিচারে ভেদ—অমেধ্য ভগবানের নৈবেদ্য নহে—লক্ষ-হরিনামগ্রহণবিমুখ ব্যক্তির প্রদত্ত নৈবেদ্যে ভগবৎপ্রীতি নাই—ভগবৎপ্রসাদ বদ্ধ-জীবভোগ্য বস্তু নহে—হরিবাসরে মহাপ্রসাদ গ্রহণীয় নহে।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭ দামোদর এবং ২৭ কেশব তারিখের দুইখানি পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। * * * * পত্রের যথা কালে উত্তর দিতে পারি নাই। * * *

"পবিত্র" ও "অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে "পবিত্র" বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু

পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। **যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না।** বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিকবস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎ-প্রসাদি বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

শ্রীএকাদশী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

নিরপরাধে শ্রীনাম-গ্রহণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজপত্তন
ইং ২২।৪।১৮

ভক্ত-গোষ্ঠীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা ও শ্রীরসামৃতসিন্ধু-কীর্ত্তনে আগ্রহ—শিষ্যের নিরপরাধে নামগ্রহণ দর্শনেই সদ্‌গুরুর আনন্দ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৪ঠা বৈশাখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আজও কৃষ্ণনগরে যাই নাই। এই মাসের শেষভাগে আমি দৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমে যাইব এবং তথায় ভক্তগোষ্ঠীতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' পাঠ করিব স্থির হইয়াছে। * *

* * প্রভু ভাল আছেন এবং হরিভজনে ব্যস্ত আছেন। আপনি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করিতেছেন জানিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া, আমাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে আপনাদের দর্শন লাভ করিব। 'সজ্জন-তোষণী' অষ্টম-নবম সংখ্যা পাঠাইতে বলিব। আপনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি আমার অনেক সময়ে মনে হয়। আপনার কুশল-সংবাদ মধ্যে মধ্যে জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

———

ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড্
ইং ১।১০।১৯

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম-প্রচারোদ্দেশে অভিযানার্থ সঙ্কল্প—ঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম—নিয়মাগ্রহ ফলে শ্রীনাম-ভজন ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতিরোধ অভক্তিমার্গ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তি-বিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আমি একপক্ষ কাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া দশমী দিবসে আমার পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনাম-প্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বূল, বরবটী, সিম, পর্য্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির সে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবানকে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীয় ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার নিকটে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর আশ্রয়
ডি, টি, এম-অফিস্ ধানবাদ,
ইং ৩০।৯।২১

ঢাকায় নিয়ম-সেবাব্রত—সাধুসঙ্গই সেবা মূল।

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ১০ই আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। কলিকাতা শ্রীআসনের জন্মোৎসবে আপনি আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি ঢাকা সহরে একমাস কাল নিয়মসেবা ব্রত পালিত হইবে। সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গ-প্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব-জীবনে উহাই একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। পূজার সময় যদি কলিকাতার আসনে আসেন, তাহা হইলে তথা হইতে ঢাকায় শ্রীনিয়মসেবা করিতে যাইতে পারেন; তবে মাসাধিক কাল সাধুসঙ্গে ফললাভ ঘটে। সঙ্গবঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাইতেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে, সেজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ-স্থাপন-কালে একমাস হরিসেবায় যোগদান করেন। পত্রোত্তরে আপনি কোন্ তারিখে ঢাকা যাইবার জন্য আসনে আসিতেছেন, জানাইবেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বিচার করিয়া 'লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু-সর্ব্বতঃ স্যাৎ" শ্লোকটী বিশেষ ভাবে বিচার করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

'থিওসফি', মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ৬।১।২২

মায়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভগবদবতারের কল্পনা অপরাধময় মায়াবাদ—বিভিন্ন প্রাকৃত-সাহজিক মত-বৈচিত্র-খণ্ডন।

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহ্নু-মোদদ্রুমাদি-দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা এক প্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত.....বাবু থিওসফিষ্ট্ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দান হেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্য

সংবরণ করিতে পারিতেছি না এরূপ অর্ব্বাচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অন্যায় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাধর্ম্ম মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটী নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর নিকট 'সাটী' কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন……বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গ্রহণ-কালে বৈধভক্তের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ২৭।৯।২২

বৈধভক্ত ও কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমতের পার্থক্য—শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক শ্রীহরিনাম প্রচারের পূর্ব্বেই কর্ম্মাগ্রহিতা ও গ্রহণ-স্নানাদিতে লোকের আগ্রহ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই আশ্বিন তারিখের পত্র পাইয়াছি। শ্রীকে* * * "গৌড়ীয়" পত্র পাঠান হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত "গৌড়ীয়ের" সংখ্যাগুলি এখন আর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি সম্ভাবনা থাকে, পরে আপনাকে জানাইব।

গ্রহণের সময় স্মার্ত্তের মতে অশুদ্ধ কাল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্য্য তাঁহাদের করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবাপর বৈধ ভক্তগণের ঐ সকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা না করিয়া সম্ভবপর হইলে যথাকালে (ভগবৎ) সেবা করাই কর্ত্তব্য। যখন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেই কালেই ভক্তগণ গ্রহণের সময় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের পর সকল সময়ই হরি-সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। পুণ্যসংগ্রহার্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণকালে বৈধভক্ত গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। অদ্য পাঞ্জাব-মেলে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের জন্য মথুরামণ্ডলে যাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণবের ক্রোধ ও শ্রাদ্ধ-কৃত্যের স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১১ই মে ১৯২৩

ভগবদ্ভক্তের ক্রোধই ভজন-তৎপরতা—কর্ম্মজড়স্মার্ত্তশ্রাদ্ধ ও সাত্বতশ্রাদ্ধ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রোধ। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে বাধা দিতে গেলে বাধাদাতাকে 'ভক্তদ্বেষী' বলা যায়। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকার ভেদ মাত্র। তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নারকী। ভোগপর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার বাধাদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন-তৎপর।

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন্ বা ত্যক্তগৃহই হউন্, তাঁহার কোনও অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়া যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। শ্রীমান্ * * * প্রভুকেও আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন। * * ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রেমারুরুক্ষুর সহিষ্ণুতাই প্রয়োজনীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

ইং ২২।১১।২৪

তরুসম সহিষ্ণুতা—অসহিষ্ণুতার সীমার মধ্যেও সহিষ্ণুতা শিক্ষা আবশ্যক।

* * প্রভো,

আপনার পত্র পাইয়াছি। বৈষ্ণবের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি শ্লোক' বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সহিষ্ণুতা' তরুসম করিতে হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সহ্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হইলে কতকটা সহ্য করিবেন। তাহাতে অসহ্য হইলেও কতকটা সহ্য করিবার শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পরে কলিকাতার দিকে আসিবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্লেশ-সহন-ধর্ম্মশিক্ষার অবসর জানিবেন। অন্যান্য কথা পরে জানাইব।

নিত্যস্নেহার্থী

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

ইং ৫।৮।২৬

সিদ্ধান্তে আলস্য অপনোদনের উপায়—ভজনবৃদ্ধির পথ—কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তনের একতাৎপর্য্যপরতা—পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিবার সহজ উপায়—জড়-প্রতিষ্ঠাশা হইতে পরিমুক্তির পথ—স্বীকার্য্য ও বরণীয় কি? অনর্থনিবৃত্তির উপায়—মহাজনানুগত্য—দুঃখে-কষ্টে, সম্পদে-বিপদে ভক্তের চিত্তবৃত্তি।

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজনগ্রন্থ, ও 'গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, 'সর্ব্বোত্তম

আপনাকে হীন করি মানে'। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

তাহার প্রমাণ এই—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবা-বিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

'চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।'—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ', এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয়

অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই— তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

'অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং' শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন-কার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণাবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

———

প্রভুপাদের ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মথুরা—২৪শে কার্ত্তিক ১৩৩৩

শ্রীমধুসূদন গোস্বামীর সহিত কথা—ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বিচার—ইন্দ্রপ্রস্থ—কুরুক্ষেত্র—থানেশ্বরী জগন্নাথ— শ্রীনগর— জম্মু— 'কাশ্মীর-আম্নায়'— রাওয়েলপিণ্ডি— কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণের আচার-বিপর্য্যয়—তক্ষশীলা—লাহোর— অমৃতসর— শিখগুরুপরম্পরা—নানক—নানকের মতবাদ—দয়ালসিংহ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম—খাল্‌সা কলেজ—স্বর্ণমন্দির—মুরাদাবাদ—কল্কির ভাবীআবির্ভাব-স্থান শম্ভল— মিশ্রিক— হৃষীকেশ— কন্খল—নৈমিষারণ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আসিয়া অবধি আপনার কোন পত্র পাই নাই ও আপনাকে কোন পত্র লিখিবার অবকাশ পাই নাই। আসিয়া অবধি 'গৌড়ীয়' পাই নাই। গতকল্য শ্রীবৃন্দাবনে তীর্থমহারাজের নিকট ১০ম, ১১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিলাম এবং ডাকযোগে ১১শ ও ১২শ সংখ্যা পাইলাম। * * 'মণিমঞ্জরী' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গতকল্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মধ্য হইতে * * * নামক * * 'ত্রিদণ্ড' সম্বন্ধে কিছু বিদ্রূপাদি করিতেছিল। শ্রীমধুসূদন গোস্বামী তাহাকে নিবৃত্ত করাইলেন এবং আমরাও কিছু শাস্ত্র বিচার বলিলাম। সন্ত সন্ত পলাইল, নতুবা তাহাকে আরও শাস্ত্র বিচার শোনান যাইত।

বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকুন। আমাদের ভ্রমণ-সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ আমার লিখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও অবকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। * * * সুতরাং যদি পারি প্রবন্ধ লিখিতেছি। লেখা হইলে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

তীর্থ মহারাজ অদ্য বৃন্দাবনে আছেন। * * * দিল্লীতে 'যন্ত্রমন্ত্র' দর্শন করিলাম, ইহা ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষীর নভোমণ্ডল

দর্শনের ও তাঁহাদের স্থানগত পরিমিতির ও কাল-যন্ত্রের মানযন্ত্র। কাশীতে একটী ক্ষুদ্র মান-মন্দির আছে বটে, কিন্তু এইটী বৃহৎ। ইন্দ্রপ্রস্থে যোগমায়ার (কুন্তিদেবীর) মন্দির ও অনঙ্গপালের এবং পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। কুতবমিনারের পরমোচ্চ সোপান ২৪৫ ফিট্। * * * হিন্দু-সাম্রাজ্যের হস্তিনাপুর বা পাণ্ডব-নিবাস এবং ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন দিল্লীর গৌরব আজও জানাইতেছে, তবে ঐগুলিতে বিজাতীয় লোক থাকায় সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত-প্রায়।

কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক, দ্বৈপায়নহ্রদ, ব্রহ্মসরঃ, লক্ষ্মী-কুণ্ড ও থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর গাদী দেখিতে পাইয়াছি। এই স্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু দিনের ইচ্ছা ছিল। * * * স্থানীয় একটী লোক বলিল, এই মহাপ্রভুর গাদি বল্লভসম্প্রদায়ের; কিন্তু (হিন্দী) ভক্তমালের লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ থানেশ্বরী জগন্নাথকে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রলম্ভময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্থান এই কুরুক্ষেত্র। ইহা শ্রীবল্লভীয় সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'আহুশ্চ তে' * শ্লোকের কথিত বাক্য লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপ-গোস্বামী 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি'‡

---

*আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

‡প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

শ্লোক লিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আমরা জম্মু রাজধানীতে অল্প সময়ের জন্য ছিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্মুতে আসিতে আমাদের মোটরে তিন দিবস লাগিয়াছিল। পথে অবন্তীপুর এবং ব্রিজব্রয়ো অর্থাৎ কাশ্মীর-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ব্রিজব্রয়োতে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীনগর-যাদুঘরে (Museum) পরিরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনগরে শ্রীমধুসূদন কৌল M. A. Shastry, Research Scholar এর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে দুগ্ধ পান না করাইয়া ছাড়িলেন না। 'কাশ্মীর-আম্নায়ে'র কোন অনুসন্ধান বলিতে পারিলেন না। ইনি আমার সহাধ্যায়ী J. C. Chatterjeeর স্থানে Research Supdt. Officer হইয়া বসিয়াছেন। * * * কাশ্মীর অঞ্চলে আমাদের একটী মঠ ক্রমশঃ হইতে পারিবে। কাশ্মীর-প্রদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন হিন্দু জাতি নাই। কৌল সংস্কৃত ভাল বলিতে পারেন।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আমরা দুই দিবস মটোর-যোগে শ্রীনগর পৌঁছিয়াছিলাম। কিন্তু জম্মুর পথে ফিরিতে যাইয়া তিন দিন লাগিয়াছিল। শ্রীনগরে মঠ হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীর * * * এস্থানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, ঐসকল স্থান একপ্রকার হিন্দুবর্জ্জিত ও আচার-প্রচারহীন। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে কুশল বটে; কাশ্মীরের শীতাধিক্যে তাঁহাদের আচার-প্রচার অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের হইতে কিছু ভিন্ন হইয়াছে। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ। কলিকাতার বর্ষীয়ান্ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান কাশ্মীর-রাজের Private Secretary তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের দরবারে একমাত্র সহায়। * * *

তক্ষশীলা উদ্ঘাটন-কার্য্য জেনারেল কানিংহামের সময় হইতে চলিতেছে। কতিপয় প্রাচীন স্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং এখনও

হইতেছে Graco-Buddhistic Sculpture প্রদর্শনের জন্য তক্ষশীলাতে একটা ক্ষুদ্র museum (যাদুঘর) আছে। আমরা একখানি Guide খরিদ করিয়াছি, উহা আপনাদের পাঠের জন্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। মহাভারতবর্ণিত প্রাচীন ঐতিহ্যের এই সকল স্থান। Rawalpindi জায়গাটী নূতন সহর। তাহার পূর্ব্বে আমরা Lahoreএ ছিলাম। লাহোরে রণজিৎ সিংহের সমাধি ও তাঁহার হুজুরীবাগ এবং মোগলরাজের হস্তান্তরিত দুর্গ ও আলমগীরের মস্‌জিদ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সাহাদারা অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সমাধি একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তি। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নুরজাহানের সমাধি। লাহোরের পূর্ব্বে আমরা অমৃতসরে ছিলাম। তথায় শিখদিগের কীর্ত্তি 'Golden Temple' (স্বর্ণমন্দির) আছে। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস এই মন্দির ও অমৃত-সরোবর নির্ম্মাণ করেন। তিনি তৃতীয় গুরু অমর দাসের জামাতা। ৫ম গুরু অর্জ্জুন রামদাসের পুত্র। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ৫ম গুরুর পুত্র। শিখদিগের ৭ম গুরু হরিরায় হরগোবিন্দের পৌত্র। ৮ম গুরু হরিকিষণ ৭ম গুরুর পুত্র। ৯ম গুরু তেজবাহাদুর ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ১০ম গুরু গোবিন্দ ৯ম গুরুর পুত্র। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'নানক' জনৈক পাটোয়ারী কায়েস্থের পুত্র। তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। আদি গুরুর পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। শ্রীচাঁদ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীচাঁদ গৃহব্রতধর্ম্মী ছিলেন।

নানকের কিছু বৈরাগ্য থাকিলেও তিনি ভগবদুপাসনার পরিবর্ত্তে মনঃকল্পিত নির্ব্বিশেষবাদের উপাসক ছিলেন। বৈরাগ্যবিশিষ্ট হইলেও তিনি গৃহী ছিলেন। ক্ষত্রিয়-বংশের "লেনা" নামক জনৈক শিষ্যকে স্বীয় Pontifical seat (ধর্ম্মযাজকের আসন) প্রদান করেন। লেনা গুরু অঙ্গদ নামে শিখদিগের ২য় গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য অমরদাস তৃতীয় গুরু। অঙ্গদ বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা না করিলেও

নানকের উক্তিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং 'গুরুমুখী' নাম্নী ভাষা প্রচলিত করেন। অমর দাসের দৌহিত্রবংশ শিখগণের পরবর্ত্তি গুরুগণ। আদি গুরুত্রয় তাঁহাদের পারমার্থিক চেষ্টায় নিযুক্তা ছিলেন। ৪র্থ গুরু হইতে ১০ম পর্য্যন্ত গুরুগণ বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া ক্ষাত্রনীতি-অবলম্বনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নানকের ভক্তি নিরাকারের উদ্দেশে। দয়াল সিংহ নামে জনৈক শিখ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত অনেকটা মিশামিশি করিয়া নানকীয় প্রচারপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মদিগের মিল করিয়াছেন। অমৃতসরে পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতিসংরক্ষণে একটী সুবৃহৎ Khalsa College আছে। ইহা Benares Hindu University হইতেও বহুগুণে বৃহৎ। সম্প্রতি হিন্দুগণ Golden Templeএর মত আর একটী Hindu Temple গঠন করিতেছেন। এই প্রদেশে গোলাপের বাগিচা অত্যন্ত অধিক।

মুরাদাবাদ হইতে শম্ভল রেলপথ আছে। শম্ভল গ্রাম * কল্কির আবির্ভাব-ভূমি। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিসমূহ এখনও শম্ভালে বিধর্ম্মীর উপদ্রবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তবে মন্দিরের আধিক্যে সকলগুলিই মসজিদে পরিণত হইয়াছে। সাজাহানের পুত্র মুরাদ হইতেই 'মুরাদাবাদ' নামের উৎপত্তি। ইহাই শম্ভলের District Head quarter এখানে Muradabad metal অর্থাৎ silver-like metalic ঘটী-বাটী-থালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

মুরাদাবাদের পূর্ব্বে আমরা নৈমিষারণ্যে ‡ (Nimser) ছিলাম। মিশ্রিকে সীতার পাতাল প্রবেশের স্থান। মিশ্রিকের চিড়া অতি উৎকৃষ্ট।

---

* শম্ভলগ্রাম-মুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি। (ভাঃ ১২।২।১৮)

‡ নৈমিশেঽনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাসত ॥ (ভাঃ ১।১।৪)

১৲ এক টাকা সের, অতিশয় শুভ্র ও সূক্ষ্ম। শম্ভল হইতে ফিরিয়া মুরাদাবাদ হইয়া আমরা হরিদ্বারে যাই, * * * গঙ্গার ধারে এখানে শঙ্করের একটী মঠ আছে। * * * এখান হইতে হৃষীকেশ যাইবার রাস্তা। আমরা মোটরে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়া পদব্রজে উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া লছমনঝোলা গিয়াছিলাম। তথা হইতে 'মণিকোটী' পর্ব্বতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সাধুদের ভজনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম।

সুরযমল ঝুন্ ঝুন্ওয়ালা ও তৎপুত্র শিবপ্রসাদ এই সকল তপস্বিগণের ১৫০।২০০ কুটীর দূরে দূরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় কালীকম্লেওয়ালার 'আত্মপ্রকাশ' নামক জনৈক শিষ্য সাধুদিগকে প্রত্যহ ভোজন প্রদান করেন। হৃষীকেশে ভরতের মন্দিরই প্রাচীন। কঙ্খল সতীদেহের অবসান-স্থান। উহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান।

এই পত্রখানি বাসুদেব প্রভুকে এবং অন্যান্য মঠবাসিগণ যাহাদের কৌতূহল হয়, তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি যে ইংরেজী certificate লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। এইরূপভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। ঢাকার উৎসব সমাপ্ত হইলে ভারতী মহারাজ বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন এবং পর্ব্বত, পুরী ও অরণ্য মহারাজত্রয় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আরও কিছুদিন প্রচার করিতে পারেন। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিলেই সমষ্টীভাবে বৃহৎ কার্য্যের আবাহন হইতে পারিবে।

এতৎপ্রদেশের মধ্যে বারাণসীতে মঠ হইয়াছে, নৈমিষারণ্যে মঠ হইতেছে, কুরুক্ষেত্রে মঠ হইবে। মথুরা প্রদেশেও একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে বোম্বাই প্রদেশে এবং মাদ্রাজের

কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। Devotion and Love এর Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার-কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক। * * * আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

উজ্জ্বল রস ও গৌরনাগরী মত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র
(ত্রিচি) মাদ্রাজ
৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৬,

শ্রীউড়ুপী-ক্ষেত্রদর্শনেচ্ছা—ভক্তবিরহ—শ্রীমধুসূদন গোস্বামী প্রমুখ বৃন্দাবন-বাসীর প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ—বৈধী ও বিশ্রম্ভ-সেবার তারতম্য বিশ্লেষণ—শ্রীরাধাকৃপা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-রসে প্রবেশ-হীনতা—নদীয়া-নাগরী-মতবাদ—অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত—সার্ব্বভৌম গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রভুপাদের বক্তৃতার প্রশংসা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

মথুরা হইতে ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তিকালের ভ্রমণবৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই কয়েকদিন শ্রীমান্ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু উড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া মাদৃশ গৌরবিমুখজনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায়রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এক্ষণে স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতির

কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্ব্বদিবস 'শ্রীরাধারমণ ঘেরা'র অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে শ্রীল বনমহারাজের এবং শ্রীল তীর্থমহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে তীর্থমহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূধন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম।

আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদাপথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত-মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য-অনুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্যবিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ

পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব-সহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব-বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভব-প্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন।

শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রস-সমুদ্রের অমৃতবিন্দু-পানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকার নাই।

এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী-দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য-রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কল্পিত জড়রস হইতে অতিক্রান্তজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়।

অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত; সুতরাং উহা দাস-রসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত

রসকে 'মধুর রস' বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত প্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্র-যোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিমরসকে 'বিশুদ্ধ দাস রস' বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ-স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বা 'উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ' পাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রস জাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণু-প্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাস-রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃত-'সন্ধু' ও উজ্জ্বলনীলমণি' আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরীভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়।

আমার সে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল কিন্তু বৈধবিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতায় বিষয়টী দুর্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদমুখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন!

ঐ সকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপর-দিবস শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরাধারমণ ঘেরায় বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরিদাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া টঙ্গায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ

[শ্রীধাম-বৃন্দাবনের পরলোকগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা

১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৭

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তি-প্রচার—হরি-সেবা অবৈধ বণিগ্‌বৃত্তি নহে—শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীমধুসূদন গোস্বামি মহাশয়কে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে অনুরোধ।

বিপুল-আচার্য্যসম্মান-পুরঃসর-নিবেদনম্—

আমি গত কল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছি। শ্রীধাম হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি পাইয়াছেন।

* * *

মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম কি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃপ্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্তই জাতি ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐসকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিতসাধন হউক্, ইহা কি বর্ত্তমান বৃন্দাবনবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে?

শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টকরুদ্ধ হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। একথা মূর্খলোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদের কথা একটু হিন্দিতে—ব্রজবুলিতে ইস্তাহারের মত প্রচার করিয়া দিলে বোধ করি অনেকের দয়া হইতে পারে।

ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন; তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্ত্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন বেণিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান, ঠাকুরসেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, ভজনের উপদেশ লইয়া থাকে ও কত কি করে! ঐ সকল কার্য্যে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই।

ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ নিরস্তকুহকসত্য জগতে প্রচার করিয়া Pseudo-Vaisnavismএর (বিদ্ধ বৈষ্ণবতার) হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন।

আপনি শেষ জীবনে শুদ্ধ-ভক্তিসাম্রাজ্যের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হউন—ইহা আমার প্রার্থনা। 'Vaisnavism Real and Apparent' গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে তথাকথিত বৈষ্ণব-জগতের বাস্তব মঙ্গল বিধান করা আবশ্যক। আপনি যোগ্য পুরুষ, আপনার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের কপটতা অনেকটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সকল দেশেরই যে যে স্থানে ধর্ম্মের ভাণ হইতেছে, তাহা নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শোক-শাতন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা,

ইং ২৯শে মে, ১৯২৭

জাগতিকপিতা-পুত্র-সম্বন্ধ স্থূলদেহগত—বস্তুতঃ তাহাদের উভয়ের আত্মা নিত্য-কৃষ্ণদাস—তাঁহাদের নিত্যকৃত্য ভগবৎসেবা—স্বরূপতঃ বৈষ্ণব কখনও কাহারও পুত্ররূপে নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করিয়া—কর্ম্মনির্দ্দিষ্ট কাল-পরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন—জীব স্বরূপতঃ নিত্যানন্দ-প্রভু হইতে আবির্ভূত আত্মা—বিষ্ণুকে নিত্যপুত্রত্বে স্থাপনে জাগতিক নশ্বর পুত্রের অভাব-বোধ হইতে পরিমুক্তি—শ্রীবাসের আদর্শ।

স্নেহবিগ্রহেষু

আমি আজ প্রাতে পুরী হইতে শ্রীমান্ পরমানন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়াছি। ষ্টেসনে আসিয়াই শুনিলাম, ভগবানের ইচ্ছায় 'তোতা' আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। 'তোতাকে' আপনার পুত্র জ্ঞান ছিল; সে একজন কৃষ্ণদাস। বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিল বৈষ্ণবের পিতামাতাসূত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে। 'তোতা' শরীরটী আপনাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মছলে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করে, পরে তাঁহার যোগ্যতা অনুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং 'তোতা' তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে। সে যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ

প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবে না। 'তোতা'র অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। 'তোতা'র জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাহার ভোগ্য-পিতার সঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সে ভগবদ্ ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্য-রূপে বৈষ্ণবসূত্রেই তাঁহার কার্য্য। আমার ন্যায় আপনি মায়াবন্ধনে আবদ্ধ নহেন জানিয়াই ভগবান তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাভিভূত করিবেন না, ইহাই আমার ধারণা। শ্রীবাসের পুত্রের কথা স্মরণ করিবেন। 'শোক-শাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই কালে বৃদ্ধ জননীকে, পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়া-ছিলেন যে, আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে। আপনিও 'তোতা'র অভাবে ভগবৎসেবায় অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য। আমি মায়াবদ্ধজীব, অধিক আর কি বুঝাইব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রাকৃত নীতি ও কৃষ্ণপ্রীতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮/৪৩ মল রোড,
কাণপুর
ইং ১।১২।২৭

অমানী মানদ জগদ্‌গুরুর নিজ ভক্তের নিকট শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট-পূরণকল্পে-প্রার্থনাছলে শিষ্যকে কর্ত্তব্য-শিক্ষাদান—নিত্যসিদ্ধ-পরমমুক্তের বিপ্রলম্ভ—'অপরাধী জ্ঞানীই জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে'—রামচন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক মহামুক্ত-শিরোমণি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের চিত্তবৃত্তিবিরোধ জগৎ হইতে বিদূরিত করিবার জন্য ও মুক্তি-গন্ধযুক্ত বিদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়কে কৃষ্ণ-সেবাময় বিপ্রলম্ভ-মহিমা জানাইবার জন্য মহামুক্ত প্রভুপাদের উক্তি—কর্ম্মজড়া প্রাকৃতনীতি ও কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী অপ্রাকৃত-ভক্তিনীতি।

স্নেহবিগ্রহেষু—

অনেক দিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই। আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনার সকল কুশল।

* * * *

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্টপূরণ এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতোদ্দিষ্ট কীর্ত্তনকার্য্যেই যেন চিরদিন ব্রতী থাকি, এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন। কুরুক্ষেত্রে—বিপ্রলম্ভরসাধিষ্ঠান ক্ষেত্রে শ্রীগৌরসুন্দর বসিয়াছেন, নৈমিষারণ্যে—ভাগবত-ব্যাখ্যান-ক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবা আরম্ভ হইল। বারাণসী শিবক্ষেত্রেও শ্রীগৌরহরির সেবাধিষ্ঠান স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরসুন্দর আগামী বৎসর বসিতে পারেন। পুষ্কর, দ্বারকা, গোপী-সরোবর, প্রভাস, সুদামাপুরী ও অবন্তীপুরী দর্শন করায় সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরীই দর্শন হইল মনে করিয়াও আপনাদের সেবা না করায় আমার মুক্তি হইতেছে না। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবার ইচ্ছা যে আদৌ নাই, তাহা নহে।

গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে" শ্লোক, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোক, "যৎ করোষি যদশ্নাসি" শ্লোক, "যা প্রীতির-বিবেকীনাং" শ্লোক 'জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ও আপনার কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে বলিয়া আপনাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এই পত্রটী লিখিলাম। Ethical Principles or moral rules (জাগতিক নীতিসমূহ) জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম এ বিষয়ে আমার মতান্তর নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় moral rules (নৈতিক নিয়মসমূহ) কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর বধানন্তর মাল্য-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে less ethical (কম নৈতিক) মনে করিতে পারেন. কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় moral standard (নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ) পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। আপনি এই বিষয়টী স্বয়ং আলোচনা করিয়া একটী প্রবন্ধ রচনা করিলে আমি সুখী হই। যেহেতু কীর্ত্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্যা হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা disbelieving temper (অবিশ্বাসপ্রবণতা) অপসারিত হয় না। শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাম্প্রদায়িক তথ্য ও শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৯ কেশব, গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে শ্রীমধুসূদন গোস্বামীর প্রার্থনামতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক শ্রীমধ্বমুনি ও শ্রীউড়ুপী-কৃষ্ণের চিত্রপ্রেরণ—উড়ুপীর অষ্টমঠাধিপতিগণের গোপীভাবে ভজন আধুনিক কল্পিত সখীভেকীভজনানুকরণ নহে—কৃষ্ণপুর-মঠাধিপতির সহিত শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রীয় আলাপ—তত্ত্ববাদিগণের কর্ম্মাগ্রহিতা—শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন—অবৈষ্ণবভোগীর স্বভাব—ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ—শ্রীচৈতন্য মঠ কি?—গৌড়ীয়বৈষ্ণবের অপরিহার্য্য কৃত্য কি?

পণ্ডিতবর

শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ
রাধারমণ-ঘেরা, শ্রীধাম বৃন্দাবন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যোচিতসম্ভাষণমেতৎ—

মহারাজ, গতকল্য আমি ও কতিপয় ভক্ত ভারতভ্রমণান্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্য্যটনের ক্লান্তি বিগত হইতে কিছু সময়সাপেক্ষ।

আপনার সহিত সাক্ষাতের পর আমরা শ্রীজয়পুরে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়া আজমীর, চিতোর, মৌলি হইয়া নাথদ্বারে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তথাকার বল্লভ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া খাণ্ডোয়া, নাসিক হইয়া বোম্বাই নগরে বল্লভকুলাচার্য্যের সহিত বহু শাস্ত্রীয় আলাপের পর শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌরাগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য যতিরাজের সমাধিক্ষেত্র পাণ্ডুরঙ্গপুরম্ ও ভীমা নদী দর্শনানন্তর মঙ্গোলী, পণ্ডা, তদ্রী, গোকর্ণ, নবগয়া হইয়া শ্রীমাধ্বক্ষেত্র-উড়ুপী দর্শন করিলাম।

আপনার ইচ্ছামত শ্রীমধ্বমুনির একখানি চিত্র এবং শ্রীউড়ুপীকৃষ্ণের একখানি চিত্র এই পত্রের সহিত পাঠাইতেছি।

অষ্টমঠাধিপতি একদণ্ডী যতিগণ অনেকেই গোপীবেশে ভজন করিয়া থাকেন, তাহার একখানি চিত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্বিষয়ে যে সকল উল্লেখ স্থানে স্থানে আছে, * তাহার নকল এই পত্রের সহিত দিলাম, দয়া করিয়া পাঠ করিবেন।

আধুনিক যে সখীভেকি-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ কল্পিতপথ অষ্টমঠাধিপগণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে একদণ্ড বর্ত্তমান এবং তাঁহারা কৌপীনবহির্বাসযুক্ত।

কৃষ্ণপুর মঠাধিপতি বর্ত্তমান সময়ে মন্থনদণ্ডযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবকরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার সহিত সংস্কৃত ভাষায় আমার কিছু আলাপ হইল। তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও কর্ম্মকাণ্ড বিধিবশেই উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান, স্বহস্তে দেড়শত গো-সেবা করেন। উড়ুপী নগরের একটী চিত্রও আনিয়াছি। পুনরায় শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শনে গিয়াছিলাম, তথায় আলোয়ারগণের এবং আচার্য্যগণের অষ্টাদশটী শ্রীমূর্ত্তি শিবিকার উপরে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীরঙ্গনাথদেবের সহিত শ্রীমন্দির হইতে শ্রীমণ্ডপে যাইতে দেখিলাম। কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতির সহিত সাক্ষাৎ হইল।

---

* It was indeed a happy idea of Sri Madhwa's, to ordain 8 ascetics, put them each in charge of a separate Math and make them jointly and severally responsibie f or the poojas and festivals of Sri Krishna's temple. * * * The monks who take charge of Sri Krishna by rotation, are so many Gopees of Brindaban, who moved with and loved Sri Krishna with an indescribable intensity of feeling and are taking re-births now for the privilege of worshipping Him. These monks conduct themselves as if they are living and moving witn Sri Krishna Himself. * * Sri Krishna presiding here being a boy, they fed him in the forenoon with choice offerings. (Life and Teachings of Sri Madhwacharya by C. M. Padmanavachar, chapter XIII pp. 143 and 145).

বিষয়ের ধর্ম্ম সেবা-প্রবৃত্তি বুঝিতে দেয় না, সেবাকে 'বিষয়' জ্ঞান করায়; ইহাই অবৈষ্ণব-ভোগীর স্বভাব। ভক্তগণ সম্ভোগবাদের প্রতিপক্ষ

যাহাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের ভক্তগণ নির্ব্বিঘ্নে ভজনাদি করিতে পারেন, আপনি তৎপক্ষে একটু কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীচৈতন্যাশ্রিত শুদ্ধভক্তমণ্ডলীর একমাত্র কেন্দ্র। ইহা শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত শাখাবিশেষের স্থান নহে। যেখানে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত-গণে ভক্তিবিরোধী ব্যবহার ও কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইতেছে, তাহার পরিমার্জ্জন-কার্য্য প্রত্যেক স্বরূপাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য; তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শুদ্ধভক্তগণ প্রকৃত গৌরসেবার উদ্দেশে শ্রীচৈতন্যমঠের শরণাগত। শ্রীচৈতন্যাশ্রিত ভক্তগণ সম্প্রতি সংখ্যায় তিনকোটী ভারতবাসী; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধভক্ত নহেন, বিদ্ধভক্ত হইলেও তাঁহারা সকলেই গৌরদাস।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় আমার নিকট তাঁহার রচিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস' নামক একখানি সামাজিক ঐতিহ্য গ্রন্থ পাঠাইয়াছেন। সময় মত আমার তাহা দেখিবার ইচ্ছা থাকিল।

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনে অভিযানকালে আপনি যে কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করিয়া অস্মদীয় গুরুবর্গকে সাদরসম্ভাষণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

পতিতপাবনদাসস্য অকিঞ্চনস্য,

ভাবংকস্য

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বত্যভিধস্য

সাধুসঙ্গের দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর

ইং ২২।১২।২৭

শ্রীনবদ্বীপধাম-বাস——হরিকথা-কীর্ত্তনমুখরিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ—হরিকথা-বিরহিত স্থান জাগতিক ও দৈহিক সর্ব্বসুবিধা-সত্ত্বেও পরিত্যাজ্য—ভগবদ্ভক্তসঙ্গে হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তনই জীবনে একমাত্র সর্ব্বোচ্চ কাম্য—"গৌড়ীয়" ও মহাজনগ্রন্থ-পাঠের দ্বারা সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির ভক্তমুখে সাক্ষাৎ হরিকথা-শ্রবণের ফল লাভ—শ্রৌতগ্রন্থ ও শব্দদ্বারে ভূতকালের ভগবল্লীলার কথা শ্রবণ সুযোগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক ক্লেশানুভূতি হইতে বিরাম—শ্রীভগবান্ ও ভক্তের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সাধারণ লোকের অগম্য—বৈষ্ণবের ব্যবহারদুঃখ—প্রত্যেক বস্তুর অন্তরালে ভগবৎ-প্রীতি-উপলব্ধি—শ্রেষ্ঠ কাম্য কি ?—পৃথিবী বা সংসার পরীক্ষার স্থল—পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র অমোঘ উপায়—ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন ও অভক্তের সর্ব্বত্র নাস্তিকতানুভূতি—তটস্থাবস্থায় জীবের চিত্তবৃত্তি—বিষয়ের স্বভাব।

* * *

আপনার একখানি পত্র * * নিকট হইতে গতকল্য পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে অনেকদিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিম-প্রদেশে যাইবার পূর্ব্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্নস্থানে উৎসবের কথা 'গৌড়ীয়ে' ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাললোক মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। * *

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র; এই ধামের সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন

হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেই জন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষজীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবা প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম; সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তে আজ কিনা আমার নানা গন্তব্য স্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গ লাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরিবিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি * * * ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিভজনপরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করেন নাই বটে. কিন্তু আপনার সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ-প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আপনি পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা-বিশিষ্টা, সুতরাং গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা সকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে,

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যে দিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়, সেই কীর্ত্তন গ্রন্থ-মুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না।

মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা ক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দ-বিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিস্তৃত পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানি না; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ্য নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্য্যাদি হইতেছে। শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণ-পার্শ্বে শ্রীমান্ * * দিগের সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কুরুক্ষেত্র-সূর্য্যোপরাগে গৌড়ীয়ের কৃত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা শিলং
ইং ১৭।১০।২৮

কুরুক্ষেত্রের সূর্য্যোপরাগে ভক্তির পথিকগণের কৃত্য—মাথুরবিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবাই পরম ধর্ম্ম—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়-ভোগ—লীলা-কথার অর্চ্চা-দ্বারা আচার্য্যকর্ত্তৃক বিষয়িগণের সেবাবৃত্তির উন্মেষসাধন—বিষয়-বাসনার খর্ব্বতা-সাধন ও জীবনে সফলতা লাভের স্বাভাবিক উপায়—কুরুক্ষেত্রে ভক্তগণের সেবা-চেষ্টায় কর্ম্মিগণেরও মঙ্গল—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে আনুকূল্যফলে অসৎসঙ্গী বিদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তিগণেরও অজ্ঞাত সুকৃতির সম্ভাবনা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রাদি ও কয়েকখানি টেলিগ্রাম পাইয়াছি। অদ্য আপনাকে কুরুক্ষেত্রে আনুকূল্য-প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাম করিয়াছি, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে যে উৎসব হইবে, তাহাতে ভক্তিপথের পথিকদিগেরও অনেক কৃত্য আছে। আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতিয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। সুতরাং **মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম** ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে "সন্নিহিত-সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে।

আপনি জানেন—এই সকল সেবাকার্য্যে আমাদের কিছু প্রাপঞ্চিক ব্যয় আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়ভোগে ব্যস্ত সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্যই আমাদের সেবনধর্ম্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবাবিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়-সেবা হইতে নির্ম্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

শ্রী * * দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত-সরের" নিকট আনয়ন করাইবার জন্য নিযুক্ত আছে। তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। সময় বড়ই সঙ্কীর্ণ, লীলাসমূহের অর্চ্চাসকল আমরা সকলে নিরীক্ষণ করিয়া তত্তদ্‌ভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

* * কে কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করাইয়া, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের 'তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি' লীলা দর্শন করাইবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে তাঁহাদিগেরও বিষয় বাসনা খর্ব্ব হইয়া মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের দ্বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐ সকল পুণ্যজলে স্নান করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও বিদূরিত হয়।

সূর্য্যোপরাগে বর্ত্তমান বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুক্ষেত্র অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। বলা বাহুল্য, যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোনপ্রকারে কৃষ্ণ-মিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন।

কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড়কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। তথায় এই বৎসর পুণ্যার্থিগণের ভাবী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনঃ-সংস্থাপনকল্পে চিকিৎসাগার স্থাপিত হইবে এবং অসুস্থগণকে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে।

ঢাকা নবাবপুরে * * মধ্যে যে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তির বিরোধ-স্রোত প্রবাহিত হইয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠোৎসবের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করায়, সেই স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাতি-গোস্বামি-গণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারেন। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌড়ীয়ের কুরুক্ষেত্রে সেবাবৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লাইমখেরা শিলং

ইং ১৭।১০।২৮

আসাম প্রদেশে প্রভুপাদের হরিকথাপ্রচার—কৃষ্ণবলরামের জন্য কুরুক্ষেত্রে রথ নির্ম্মাণ—কুরুক্ষেত্রের গ্রহণসেবায় গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের আগ্রহ কেন?—ব্রহ্মনর—কর্ম্মিগণের গ্রহণ-স্নানোপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন ও অকৈতব বিপ্রলম্ভসেবানুরাগী গৌড়ীয়গণের কুরুক্ষেত্র-গমনের পার্থক্য—নির্ব্বেদ-জ্ঞানিগণের অপরাধময় কৃষ্ণসেবাবিমুখ সোঽহং-ভাব ও অপ্রাকৃত-প্রেমিকা গোপীগণের অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময়ী পরম-চমৎকারিণী বিপ্রলম্ভ-দিব্যোন্মাদিনী চরমাবস্থা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য প্রফেসর বাবুরা নির্ব্বিঘ্নে এখানে পৌঁছিলেন। * * এখন কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে আমাদের সকলেরই তথায় গিয়া কার্য্যে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু নিমানন্দ-প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে এ প্রদেশে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। কুরুক্ষেত্র হইতে পর পর পত্রাদি ও টেলিগ্রাম আসিতেছে। * * সুতরাং আর বিলম্ব না করিয়া এখনই তথায় আপনাদের যাওয়া প্রয়োজন। পরে আসাম প্রদেশে কার্য্য হইতে পারিবে। * * *

সূর্য্যগ্রহণের মাত্র ২৫ দিন বাকী আছে। * * * কুরুক্ষেত্রে গ্রহণের কথা U. P., the Punjab এবং Central India প্রভৃতি স্থানের লোক বিশেষভাবে অবগত আছে। অন্যূন ১৫ লক্ষ লোকের তথায় সমাবেশ হইবে।

আমাদের একটী রথ প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত Tube-Well ও অস্থায়ী tentsএর আবশ্যকতা আছে। তথায় আমাদের একটা

Medical Relief Missionও পাঠাইতে হইবে। প্রায় বহুদিন পরে এই সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছে। গ্রহণোপলক্ষে গৌড়ীয়বৈষ্ণবের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

সূর্য্যগ্রহণের ব্রহ্মসরে স্নান বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে রামের সহিত তথায় রথে গিয়াছিলেন। গ্রহণোপলক্ষে স্নান উদ্দেশ করিয়া ব্রজবাসিগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনপ্রয়াসী গৌড়ীয় ভক্তগণ এ-বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়া তাঁহাদের উপাসনার সুষ্ঠুতা-সম্পাদনে যত্ন করিবেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা।

জ্ঞানিগণের আলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয়জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন। তীর্থ-মহারাজকেও এই পত্র জ্ঞাত করাইয়া উভয়ে পরমোৎসাহের সহিত শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সেবায় তৎপর হইবেন। আমরা এখানে আরও ৫।৬ দিন আছি। পরে গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় পৌছিব। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমখেরা, শিলং
ইং ২০ ১০।২৮

অনর্থদাসগণের অনর্থকে অর্থজ্ঞান—অনর্থযুক্তের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—অনর্থযুক্তের ভক্তির ছলনায় দৌরাত্ম্য—নিজজনকে দুঃসঙ্গ হইতে সতর্কীকরণ—অনর্থময় অপরাধিগণের গৌড়ীয় মঠের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা—দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের উপায় নিরপরাধে নামসংখ্যা-বৃদ্ধি, ও 'গৌড়ীয়'-পাঠ—বস্তু সত্যের কর্ত্তৃসম্বাগত অধিষ্ঠান সমস্তলোকের অস্বীকারেও বিলুপ্ত হয় না—অনর্থযুক্তের গুরুও মহানর্থযুক্ত—বহিরঙ্গা শক্তিই মহামায়া—অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি হইতে শ্রীসীতাদেবী—নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎ-পাটন-ঘটনা তামস-উপপুরাণ-কল্পিত অসুরমোহনপর মতবাদ—কৈবল্যদায়িনী শক্তি বিষ্ণু ভক্তের নিকট মুকলিতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত—রামচন্দ্র মহামায়ার কোনওদিন পূজা করেন না—মায়াশক্তির স্বভাবতঃ ভগবৎসেবা—ভোগিসম্প্রদায় মহামায়ার দ্বারা বঞ্চিত—কোন্ সময় জীবের শঠতা বিচার উদিত হয়—ভগবানের সম্ভোগময়ী-লীলানুকরণ জীবের জন্য নহে—বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রই পূর্ণব্রহ্ম—প্রাকৃত বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ নির্ব্বুদ্ধিতা—ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর বিচারে 'হরে রাম' শব্দের তাৎপর্য্যের পরস্পর পার্থক্য—অনন্য ভজনের আভাস প্রাপ্ত ব্যক্তিরও পতন সম্ভাবনা নাই—তাহাদের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা-জনিত স্বতন্ত্রতা হরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপা শীঘ্রই অপনোদিত হইবে—তটস্থা-শক্তিগত জীবের স্বতন্ত্রতার জন্য ভগবান্ দায়ী নহেন—ভগবান্ কাহারও স্বতন্ত্রতায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবকে অচেতন-পর্য্যায়ে পাতিত করেন না—যিনি সর্ব্বত্র গুরু দর্শন করেন, সেরূপ মহাভাগবতই জগদ্গুরু—একান্ত সত্যবিমুখ জনগণের শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিন্দায় যোগ্যতা—কপট অনুগতাভিনয়কারীর সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ নাই—দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞান এক নহে।

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে redirected হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায় সেদিন শিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। বিলম্ব-জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন, সে পথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপি-সম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবদ্ভক্ত উপদেশ বাক্য দ্বারা আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাঁহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে আমরা কখনও 'ভক্তি' বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গ প্রভাব আপনার সেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণববিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ-বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমে সেবা করিতে করিতে তাঁহারা কংস, দন্তবক্র ও শিশুপালাদির অধিস্তনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিজন-বিরোধ করিতে থাকেন। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন।

আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধি-জনগণ আপনার ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন এবং 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধি শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন।

অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবেন। তাঁহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। সূর্য্যের অনস্তিত্ব-সম্বন্ধে যদি বহুলোক চীৎকার করে, তাহা হইলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধি-জনগণ যে সকল বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাঁহারা ঐরূপ অপরাধে ব্যস্ত হন, তাঁহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য গৌরসুন্দর অপরাধি-জনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকেন।

আপনার নাম—হৃদয়ানন্দ, আর অপরাধী, নাথহীন জনের নাম—'অনর্থ' জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি—

১। বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুবস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার।

বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়; তিনি অসুরগণের মোহবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে নীল-কমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষূৎপাটন-ঘটনা তামস-প্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিণী। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' "ভক্তি স্তুয়ি" শ্লোক আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা। সুতরাং মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জগল্লক্ষ্মীদেবীর হরণকামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ

চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব **মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন।**

শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কঃ ৭ম অঃ) বলেন,—ভগবানের অপাশ্রিত মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন দিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়ামিশ্রিত হন না। যে কালে নির্ব্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শম্ভুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞান; তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধ-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

২। **শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ; তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ**

দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, কিন্তু আমরা মাত্র শত মণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ ও রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিতজনের সেব্যতত্ত্ব। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐগুলির কোন প্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মানসূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত বা নিন্দিত প্রাণী নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধ কার্য্য অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

৩। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তুবিশেষ নহেন।

৪। ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি-যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে, এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ' নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,—এই কথা মার্কণ্ডেয়

পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে এই যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণসেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ীভাব-রতিতে মিলিত হয়। **প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ।** চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম' শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন-পদেই পরা শক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপি-তনয়াকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যাক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। **অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই।** তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যাক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয়।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহবদান্য-লীলা ধারণা করিতে

অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতরচেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকলকথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গল-পথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগ-সাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। **মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্গুরু।**

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত, শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষি জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জ্জিত কামাদি ষড়রিপুর বশবর্ত্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারসম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাপন্ন জায়তে॥" অনভিজ্ঞ জনগণ তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় যদি গৌড়ীয় মঠের বা শ্রীমদ্ভাগবতের বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই অপরাধী হইবেন। গৌড়ীয় মঠের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাঁহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দুষ্কৃতির দণ্ডলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই শ্রীমদ্ভাগবত-বিমুখ হইয়া গৌড়ীয় মঠের নিন্দা করিবেন। উহাতেই তাঁহাদের যোগ্যতা। যেরূপ পুরীষের মক্ষিকা তারতম্যবিচারে ঐ দুর্গন্ধপূর্ণ বস্তুরই আদর করিয়া তাহাতে আগ্রহান্বিত হয়, তদ্রূপ ঘৃণিতস্বভাব জনগণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তদাশ্রিত শ্রীগৌড়ীয়ের নিন্দা করিয়া ঘৃণিত রুচিরই পরিচয় প্রদান করেন।

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। যেরূপ যাত্রার দলের অভিনয়ে বাস্তব সত্যের অভাব লক্ষিত হয়, তদ্রূপ। যেরূপ কৃত্রিম স্বর্ণ স্বর্ণের স্থান অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা প্রয়োজনতত্ত্বে ত্রিবর্গসেবা বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম অথবা মুক্তিপ্রার্থনা। গৌড়ীয় মঠ ভক্তিপথের পথিক হওয়ায় ঐরূপ অপস্বার্থবিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে থাকিতে পারে না। **দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।** শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার নিষ্কপট ভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য বিরাজমান। যে সকল উলূকপ্রতিম ব্যক্তি

আলোকদর্শনে অসমর্থ, তাহাদের নাম মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারী অভক্ত।

আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং আলোচনা করিবেন এবং যাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাহাদিগকেও এই সকল কথা শুনাইবেন। যদি সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তবে অন্য কোন সময় সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সকল সংশয় মিটিবার সুযোগ হইবে। আমরা সকলে ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর,
ইং ১৩।১২।২৮

এঁচড়েপাকা বুদ্ধিদ্বারা অপ্রাকৃত ফল লাভ হয় না—সম্বন্ধজ্ঞানহীনের অনুরাগ পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির অবৈধ-চেষ্টা জড়তাজ্ঞাপক—নাম-নামীতে ভেদবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজন-কুশলের সেবা অপরিহার্য্য—প্রাকৃত-সহজিয়ার নামাক্ষর উচ্চারণাভিনয় তোতাপাখীর ন্যায়—'ভজন' লোক দেখাইবার ব্যাপার নহে—উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম আলস্য-অনর্থ-নাশক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রে শাস্ত্রসারসংগ্রহ দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম! এই সকল কথা চিত্তে ভাল করিয়া আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবেন যে, আলস্য হইতে জাত এঁচড়ে পাকা-বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ হয়। আমরা ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক; তবে রাগের বিরোধী নহি। রাগের কথা বড়, তবে আমাদের মুখে উহা শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন।

কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহার উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—আলস্যজ্ঞাপক; ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন।

শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নামনামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল

জনের সেবা করা নিতান্ত আবশ্যক ; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের পার্ষদভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আমরা যদি উহা আওড়াইতে যাই, তাহা হইলে লোকে আমাদিগকে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আমাদের আত্মম্ভরিতা কমাইয়া দিবে। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতিপঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" দলকে রাগানুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। সুতরাং লিখিত কথাগুলি আপনি ভাল করিয়া বুঝিবার যত্ন করিবেন। 'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন, তাহা হইলে আলস্যরূপ ভোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

নৃমাত্রাধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
২রা মার্চ্চ, ১৯২৯

স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে-মনুষ্যমাত্রেরই পারমার্থিকদীক্ষায় অধিকার—শাস্ত্রীয় প্রমাণ—আত্মা স্ত্রীপুরুষ-বা নপুংসক নহেন, অনাত্মপ্রতীতিতে স্ত্রীপুরুষাদি-বুদ্ধির উদয়—সামাজিকধর্ম্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ—পারমার্থিক নিত্যধর্ম্ম যাজনই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য।

পরমকল্যাণীয় শ্রীমান্ ঠাকুর প্রসাদ অধিকারী—

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে সকল সমাচার অবগত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে আপনার স্থানান্তর গমনের কথা শুনিয়াছিলাম। আপনি সীতাপুর হইতে অন্যত্র যাওয়ায় বাস্তবিকই আমাদের উৎসাহ ও সাহস কম হইয়াছে। যাহা হউক, ভগবদিচ্ছায় আপনার সুবিধা হইলেই আমাদের সুবিধা। সম্প্রতি এখানে শ্রীধাম-পরিক্রমা ও মহাপ্রভুর প্রকটোৎসবের জন্য আমরা নিযুক্ত আছি। এই কার্য্য শেষ করিয়া এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে অথবা মে-মাসে হরিদ্বার যাইব, ইচ্ছা করিয়াছি। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে তীর্থযাত্রা করিব। সুবিধা হইলে আপনাদের দর্শন করিবার ইচ্ছা আছে।

শাস্ত্রে সকলেরই পারমার্থিক দীক্ষার অধিকার আছে, তাহা সাধারণ লৌকিকী দীক্ষার ন্যায় সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে। কতিপয় প্রমাণ

এস্থলে উদ্ধার করিতেছি। তাহার অর্থ পণ্ডিত মহাশয়কে বুঝাইয়া দিবেন,—

"তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াম্॥"

তথা চ স্মৃত্যর্থসারে। পাদ্মে চ বৈশাখমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাম্বরীষ সংবাদে—

"আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চৈব পূজনম্।
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি॥
শূদ্রানাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগম-মার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥
স্ত্রীণামপ্যধিকারোঽস্তি বিষ্ণোরারাধনাদিষু।
পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী॥"

অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীরামমন্ত্ররাজমুদ্দিশ্য,—

"শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ৯১ সংখ্যা)

যথা বৃহদ্গৌতমীয়ে,—

"অথ কৃষ্ণমনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্।
যান্ বৈ বিজ্ঞায় মুনয়ো লেভিরে মুক্তিমঞ্জসা॥
গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ১০৩ সংখ্যা)

বিশেষতঃ জীবমাত্রেই ভগবানের সেবা করিবার জন্যই মনুষ্যজন্ম লাভ করে। পশ্বাদি জন্মে দীক্ষা সম্ভবপর হয় না বলিয়া মানবজন্মেরই প্রাধান্য শাস্ত্রে উক্ত আছে।

"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥
তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্॥"

স্কান্দে কার্ত্তিকপ্রসঙ্গে শ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদে,—

'তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

তত্রৈব শ্রীরুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে বিষ্ণুযামলে চ,—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৩ ও ৪ সংখ্যা)

আত্ম—স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নহে। কর্ম্মফলবাধ্য জীব আত্মবিস্মৃতিক্রমে অনাত্ম-উপাধিতে স্ত্রী-পুরুষাদি বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ এই যে, যাহাদের 'আমি'তে পুরুষ ও স্ত্রী বুদ্ধি হয়, স্থূল ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে আবদ্ধ থাকিবার বিচার আছে, তাহারা —গরুর মধ্যে গণিত।

বিশেষতঃ—

"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২৫)

ভাগবত-বিচার বুঝিতে না পারিয়া বন্ধমোক্ষবিৎ না হইয়াই অনেকে পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করিতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পারমার্থিক-দীক্ষায় অধিকার আছে—ইহা কোন সনাতনধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত অস্বীকার করিতে পারেন না। আত্মা কখনই প্রপঞ্চের স্ত্রী নহে। স্বরূপবোধের অভাবে যে সকল সামাজিকধর্ম্ম লৌকিক বিচারে আবদ্ধ, উহা অতিক্রম করিয়া সকলেরই সাধুপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্চ্চনকারীর জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী

১লা মে, ১৯২৯

পঞ্চরাত্র-দীক্ষায় দীক্ষিতের অর্চ্চন, মন্ত্র ও গায়ত্রী-জপ-বিধি—বৈষ্ণবগণ শিবকে কিরূপ বিচারে দর্শন করিবেন?—ব্রহ্মগায়ত্রী, গুরুগায়ত্রী প্রভৃতি কীর্ত্তনোদ্দেশ্যে জপ্য—লক্ষনাম-গ্রহণে অসমর্থকে 'পতিত' কহে।

স্নেহবিগ্রহেষু—

কএকদিবস পূর্ব্বে আপনার একখানি কৃপালিপি পাইয়াছিলাম; কিন্তু কার্য্যগতিকে সময় মত উত্তর লিখিতে পারি নাই। সম্প্রতি আপনার ১৩।১।৩৬ তারিখের পত্র পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ভাল আছি। কএক-দিবস শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন করিয়া শারীরিক কোন অসুবিধাই হয় নাই। ইচ্ছা আছে, জ্যৈষ্ঠ-স্নান পর্য্যন্ত এখানেই থাকিব।

প্রাপ্তমন্ত্রদ্বারা অর্চ্চন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চ্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈক্লব্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে, জানিতে হইবে।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও শ্রীবাণলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করিয়া যখন যাদব * * মহাশয়ের বাড়ীতে ঠাকুর রাখিয়াছেন এবং তথায় পূজাদি হইতেছে, তখন আর আপনার সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। যখন ঐসকল মূর্ত্তি পুনর্গ্রহণ করিবেন, তখন যাথাবিধি তাঁহাদের পূজা বিহিত হইবে। ঐ সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ পত্র-মধ্যে লিখা সম্ভবপর নহে। তবে জানিবেন, মহাদেবের নিকট পূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছেন—

"বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রি-পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥"

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয়; বিষ্ণুর গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু শান্তবলীলায় প্রকৃতি-গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম গায়ত্রী, শ্রীগুরু-গায়ত্রী, শ্রীগৌর-গায়ত্রী ও কাম-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যানাম ক্রমশঃ লক্ষ-সংখ্যা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবেন। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিবেন। অর্চ্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ,—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আপনি তথাকার কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, জানিলাম। ভগবৎকৃপা হইলে তাহার পূর্ব্বেও আপনার অবসর হইতে পারে।

আপনার যে স্থানে থাকিয়া হরিসেবা করিবার অভিপ্রায় হয়, সেইরূপই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা হইতে পারিবে। আপনার সুদৃঢ় ভগবদনুরাগ দর্শন করিয়া আমাদের বিশেষ আনন্দ হইতেছে। তাহাতেই জানিয়াছি, ভগবানের কৃপা আপনার উপর অত্যন্ত অধিক, নতুবা কুসংস্কার কেহ এত শীঘ্র ছাড়িতে পারে না। * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
ইং ৫।৭।২৯

সুখ-দুঃখ কর্ম্মপথে অবশ্যম্ভাবী—সাংসারিক অসুবিধা ভগবানের করুণার নিদর্শন—ভগবানের পরীক্ষা—সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎসেবা কই ধন্য।

সম্মানভাজনেষু—

আপনার ১৫ই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া আপনার বৈষয়িক বিপত্তির সম্বন্ধে অবগত হইলাম। কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। **সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন।** গীতায় লিখিত আছে ;—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

সুতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারন জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনই নিবেদন নাই।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাত্ত্বত-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর
৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

প্রাগ্‌বর্ণের স্থূলদেহনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুতে বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির অশৌচাদি গ্রহণ বা অক্ষৌরবিধান অবৈধ আচরণ—ঐরূপ কার্য্য স্বেচ্ছাকৃত হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ—বৈষ্ণবশাসন-বিধি মর্য্যাদা-পথে অবশ্য পাল্য—বিমুখ আত্মীয় স্বজনকে বলপূর্ব্বক ঐসকল বিধি-পালনে প্ররোচনা সুফলজননী নহে জানিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে স্বতন্ত্র থাকাই কর্ত্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * * নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণের অগ্রজের মৃত্যু-উপলক্ষে আশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অক্ষৌর-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত হওয়ায় আপনি ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতি বিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধিপালনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি কাজে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ৭।৫।৩০

গৃহস্থ ভক্তমহিলাগণের ভজনপর গৃহে স্থিত হইয়াই কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুশীলন কর্ত্তব্য—কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগে জীবের বদ্ধভাব—অপসম্প্রদায়-উপসম্প্রদায়-ভুক্ত বা অসৎসঙ্গী কপট ব্যক্তিগণের ত্যাগী, সাধু বা বৈষ্ণবের বেষ মাত্র দর্শনে তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কিংবা তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট-প্রদানাদি দ্বারা তাহাদের কোনও প্রকার সঙ্গ-ফলে জীবের অধঃপতন অনিবার্য্য—বৈষ্ণবের বেশে কলির আক্রমণ—ধর্ম্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্ম্মাচরণের সুযোগার্থ তীর্থবাসাদির ছলনা অপরাধময়—অনাত্মবিতের সঙ্গকারী ব্যক্তিগণের সঙ্গ প্রেয়ঃ হইলেও শ্রেয়ঃপরিপন্থী—শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক পরমেশ্বরীমোদকের সহিত ব্যবহার-দৃষ্টান্তে লোক-শিক্ষাদান।

• • •

শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থভক্ত ও মহিলাগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইতে বলিয়াছেন। **কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে।** তৎকালে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়।

সখীভেকিদলের যে কৌপীনধারী ব্যক্তির উচ্ছিষ্টগ্রহণে ভাল মন্দ প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িবার পর 'সীতা' কার বাবা?" প্রশ্নের ন্যায়। কালনেমী, ধর্ম্মধ্বজী, কৌপীনপরা পাষণ্ডগণের সহিত বাক্যালাপ-দর্শনাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; **তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়াত' দূরের কথা, তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য্য।** কলি নানামূর্ত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পাতিত করায়।

ধর্ম্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্ম্মবুদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে তীর্থবাস ও ধর্ম্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া কেবল ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। নতুবা ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের আচরণে বদ্ধজীবগণকে আরও বদ্ধভূমিকায় লইয়া যায়। যাহাদের আত্মবিৎ এর নিকট নিজদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীচৈতন্যের পরমেশ্বরী মোদকের পত্নীর সহিত নীলাচলে সম্ভাষণ-ব্যবহার-তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আসক্তি ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের যুক্তি হরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে সুদূরে অবস্থানের কৌশল অনুসন্ধান করে এবং মায়ার ভজনকেই 'হরিভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে চাহে—গৃহে মঠারোপ ও মঠে গৃহারোপ বা বিবর্ত্তবুদ্ধি উভয়ই মনোধর্ম্ম ও ভ্রমযুক্ত—দীক্ষিতের স্বপুত্র-স্বদেশ-স্বগৃহ-স্বজনাদি-বুদ্ধি স্বরূপবিস্মৃতির পরিজ্ঞাপক—গৃহভার্য্যাদির প্রতি কোনও প্রকার আসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল—অসৎসঙ্গে বিবর্ত্তবুদ্ধির উদয়—হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হরিকথা হইতে দূরে থাকিবার অবসর অনুসন্ধান করিলেও তাহার একমাত্র মহৌষধ হরিকথা-শ্রবণ।

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আম্‌লাযোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপন পূর্ব্বক * * দাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের

জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। * * কে ও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সে জন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, * * জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে * * * মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস অঙ্গন ও * * বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে জন্য * * গৃহে থাকিয়া * * গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? **গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরি-সেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু।** যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। **জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ হরি**

ভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। **পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়।** আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন! শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহ পাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম-বোধে * * * গিয়া কিছু দিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন্।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। সর্ব্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী গুরুপাদপদ্ম	১
২। দীক্ষিতকে অর্চ্চন ও ভজনোপদেশ	৩
৩। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন	৪
৪। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণসুন্দর	৬
৫। শ্রীনামভজন-প্রভাবে গৌরকৃষ্ণ-তত্ত্বোপলব্ধি	৮
৬। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণই ভক্তি	১০
৭। সংগৃহস্থের কর্ত্তব্য	১১
৮। বিদ্ধপঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তি	১২
৯। সংসার-মুক্তির উপায়	১৪
১০। অপরাধীর দুর্গতি ও সাধুর স্বভাব	১৫
১১। গয়াশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড ও হরিসেবা	১৭
১২। সাধুসঙ্গে নাম-গ্রহণ	১৮
১৩। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন ও প্রকৃত ভজন	১৯
১৪। ভগবৎপরীক্ষা	২৩
১৫। হরিকীর্ত্তনই মূল	২৪
১৬। পরচর্চ্চা পরিত্যাজ্য	২৫
১৭। সাধুসঙ্গে গৌরপদাঙ্কিতভূমি-বিচরণ	২৬
১৮। দুঃসঙ্গ কি কি ?	২৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১৯। নাম-গ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবনের কৃত্য	২৮
২০। কর্ম্মমিশ্রা বনাম কেবলা ভক্তি	২৯
২১। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃপ্রবর্ত্তন	৩০
২২। গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চনানুশীলনের আবশ্যকতা	৩১
২৩। জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ	৩৩
২৪। ভোগীর অর্থচেষ্টা, ত্যাগীর অর্থবিরোধ ও ভক্তের পরমার্থ-যাজন	৪৮
২৫। ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট ও তৎপ্রতিবন্ধক	৫০
২৬। প্রচার-কার্য্যে সকলেই একতাৎপর্য্যপর হওয়া আবশ্যক	৫৩
২৭। বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে	৫৪
২৮। বহির্ম্মুখের প্রজল্প উপেক্ষণীয়	৫৬
২৯। একান্ত শরণাগত ব্যক্তি নিরপরাধ	৫৭
৩০। অমানি-মানদত্ব	৫৮
৩১। সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া	৫৯
৩২। সেবা-বৈভব খর্ব্ব করিবার বুদ্ধি, গ্রহণস্নান	৬১
৩৩। "হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"	৬২
৩৪। গৌড়ীয়ের শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার বৈশিষ্ট্য	৬৩
৩৫। শুদ্ধকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ-জন্যই বিদ্ধকীর্ত্তন	৬৪
৩৬। বিশুদ্ধ হিন্দু কাহারা ?	৬৫
৩৭। প্রচার ও নির্জ্জন-ভজন-ছলনা	৬৬
৩৮। শ্রীমায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী	৬৮
৩৯। আদর্শ জীবন প্রদর্শনের আবশ্যকতা	৬৯
৪০। পত্রের শিরোদেশে 'জয়' বা 'নমস্কার' লেখাই বিধেয়	৭১

	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪১।	শ্রীকুণ্ডতট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামীর স্থান নহে	৭৩
৪২।	শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পরিকল্পনা	৭৪
৪৩।	প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি ও ভোগ-প্রবৃত্তি কিরূপে দূর হয় ?	৭৬
৪৪।	ভগবৎপ্রপত্তিই মঙ্গলসেতু	৭৮
৪৫।	বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড	৭৯
৪৬।	ষট্‌তত্ত্ব ওপেঞ্চতত্ত্ব	৮১
৪৭।	জীবের মূল ব্যাধি	৮২
৪৮।	প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা	৮৬
৪৯।	লীলাস্মরণের প্রণালী ও অধিকার	৮৯
৫০।	বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারীর গতি	৯১
৫১।	পার্থিব নীতি ও হরিসেবা	৯২
৫২।	ভক্তের আনন্দাশ্রুতে অভক্তের বিবর্ত্ত	৯৫
৫৩।	"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"	৯৬
৫৪।	পার্থিব অসুখে ভক্তের কর্ত্তব্য	৯৮
৫৫।	সাধকের পক্ষে পাদসম্বাহনাদি-সেবাগ্রহণ কর্ত্তব্য কি ?	৯৯
৫৬।	হরিকীর্ত্তন-বাধক নির্জ্জন-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা	১০০
৫৭।	আধিব্যাধিতে ভক্তের কর্ত্তব্য	১০২
৫৮।	অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও অপব্যহার	১০৩
৫৯।	বদ্ধজীবের দৈহিক সৌখ্য ও সেবা-প্রবৃত্তি	১০৫
৬০।	গুরুদেবের শাসন ও পরচর্চ্চা	১০৬
৬১।	শারীরিক ও মানসিক তাপে ভক্তের কর্ত্তব্য	১০৭
৬২।	সংসার ও শ্রীগৌরপাদপীঠ	১০৮
৬৩।	মহীশূর-মহারাজের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন	১০৯

বিষয়	পত্রাঙ্ক
৬৪। বৈষ্ণব-সেবা, জীবে দয়া ও নাম-ভজনের যুগপৎ কর্ত্তব্য	১১১
৬৫। 'কীর্ত্তন'-পত্র-প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ	১১৩
৬৬। চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার ও লীলাস্মরণ	১১৮
৬৭। ব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য্যের বাণী	১২০
৬৮। জাগতিক উচ্চাবচ-জাতিত্ব ও পারমার্থিক-বিচার	১২১
৬৯। কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা	১২৩
৭০। পার্থিব উচ্চতম মনীষা ও পরমার্থ-বিচার	১৩৫
৭১। আনুকরণিক কৃত্রিম ভজনাভিনয়	১৪০
৭২। বিলাতে পতিতপাবন অর্চ্চাবতার, শ্রীনাম ও মহাপ্রসাদ-সেবা প্রচারে অভিলাষ	১৪১
৭৩। রস, তত্ত্ব, ঐতিহ্য ও আধ্যক্ষিকতা	১৪২
৭৪। গৌর ও গদাধরতত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য	১৪৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

সর্ব্বোত্তম শুভানুধ্যায়ী গুরুপাদপদ্ম

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতযন্ত্র
প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১লা চৈত্র ১৩২১
১৫ই মার্চ্চ ১৯১৫

নিয়মিতভাবে হরিনাম-গ্রহণ—স্বাধ্যায়—হরিসেবা—হরিসেবকের সৌজন্য, সৌশীল্য, অকপট সেবা-প্রবৃত্তি—বিষয়ে ঔদাসীন্য ও সেবায় উৎসাহ—নির্ব্বিঘ্নে হরিনাম গ্রহণের জন্য উৎসাহ দান ও আশীর্ব্বাদ।

সস্নেহ বিজ্ঞাপন এই—

আপনার ৯।৩।১৫ তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আপনি এই স্থানে থাকিয়া নিয়মিতভাবে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে থাকুন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন।

* * * আপনার বিনয়-বিনম্র-ভক্ত্যুদ্দীপিত ভাষাবিশিষ্ট পত্রই আপনার মহৎ হৃদয়ের ও শ্রীহরিসেবার পরিচায়ক। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর দীনচিত্ত ও অসমর্থ জনের প্রতি বিশেষ দয়াময়। আপনাদের সৌজন্য ও সৌশীল্য, ভগবানে ভক্তি ও বিষয়ে উদাসীন হইয়া হরিসেবা-প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া অনেকে পরমানন্দিত হইয়াছেন। আমিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করি যে, দিন দিন আপনাদের হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হউক এবং আপনারা জগতে সর্ব্বজনমান্য হইয়া ও নিজেদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া নিরন্তর হরিভজন করুন। অত্রস্থ ভক্তগণ আপনাকে দণ্ডবৎ জানাইতেছেন। শ্রীভগবৎকৃপায় আপনি নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেছেন জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষী অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দীক্ষিতকে অর্চ্চন ও ভজনোপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৬ বিষ্ণু ৪২৯ গৌরাব্দ

১৭ই মার্চ্চ ১৯১৫, ৩রা চৈত্র ১৩২১

গুরুমন্ত্র—গুরুধ্যান — তিলকমন্ত্র—শ্রীনাম-ভজন—স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ—ধ্যান – কৃষ্ণ-নাম-গ্রহণ।

* * *

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম নির্ব্বন্ধসহকারে সংখ্যা রাখিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরুমন্ত্র—* * *। গুরুধ্যান—* * *। তিলকমন্ত্র—* *।

প্রকাশ্যভাবে হরিমন্দির অঙ্কিত করিবার অসুবিধা ঘটিলে মন্ত্রদ্বারা মনে মনে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু জানিবেন। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই জানিবেন।** "শ্রীহরিনাম-প্রভু" মুক্ত জীবগণের উপাস্য বস্তু। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'প্রার্থনা', 'প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা' 'কল্যাণকল্পতরু' প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান। পূজার নিয়ম ও বিধি পরে জানাইব। এখন কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে সেইভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানে নিষ্ফলতা হইবে। **পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।** * * * শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমি ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত নামকীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
১৬ই মে ১৯১৫

অনর্থপীড়া উপশান্তির ঔষধ—দুঃসঙ্গত্যাগপূর্ব্বক সাধুসঙ্গে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনামগ্রহণ—শ্রীনাম ও শ্রীনামী।

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

* * আপনার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। (শ্রীমান্ * * * র জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। তাহার সংবাদ না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার শ্রীহরিনামে আগ্রহ ও সেবা-প্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। এ সকলই আমার দুর্ভাগ্য। * * র ন্যায় মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের কোথায় দিন দিন নাম-ভজনের আদর্শ চরিত্র দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, দুঃখের বিষয়, তাহা না হইয়া শ্রীমান্ আজ চিত্তপীড়ায় কাতর, নাম-ভজনে উদাসীন। শ্রীমান্‌কে * * * * সঙ্গে লইয়া যদি এ সময় শ্রীমায়াপুরে আসেন, তাহা হইলে * * র চিত্তবিকার উপশম হইবে বলিয়া মনে করি।) শ্রীমান্ * * র মাতার

শ্রী * * কে এতদ্দেশে পাঠাইবার নিতান্ত আপত্তি হইলে * * র সহিত * * ফিরিয়া যাইতেও পারেন, অথবা আরও কতিপয় দিবস এখানে বাস করিয়া চিত্তরোগের উপশম হইলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। আপনি শ্রীমান্ * * ও শ্রীমান্ * * কে এবং শ্রীমান্ * * র মাতাকে এ বিষয় বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

আপনি "প্রার্থনা," "শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা," "শ্রীউপদেশামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধু লোকের সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গ রহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। **সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ** করিলে কোন বিষয়ীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। **শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।** আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণসুন্দর

জয় জয় গৌরঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৭ই শ্রাবণ, ১৩২২
২রা আগষ্ট ১৯১৫

সম্ভোগবিগ্রহ ও বিপ্রলম্ভবিগ্রহের লীলা-বৈশিষ্ট্য — গৌর-কৃষ্ণে উচ্চাবচ-বিচার দোষাবহ, অপরাধ ও তত্ত্বান্ধতা—বৈষয়িক ক্লেশ-নিবৃত্তির উপায়।

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ —

আপনার ৫ই শ্রাবণের পত্র পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আপনার বাটীর ঠিকানায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা এতক পাইয়া থাকিবেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হয়, তজ্জন্য ত্রুটী হইয়া থাকে। মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই; কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুলা; সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্যবিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই, জানিবেন।

গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণমিলিত তনুই গৌরবিগ্রহ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-ভগবান্ শ্রীনামিভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। * * * । ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু॥"—এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীনামভজন-প্রভাবে গৌরকৃষ্ণতত্ত্বোপলব্ধি

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২৬শে ভাদ্র ১৩২২
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫

চাতুর্ম্মাস্যের নিয়ম — শ্রীনামভজন-প্রভাবে তত্ত্বতত্ত্বোপলব্ধি — নির্ব্বন্ধ-সহকারে সংখ্যানাম।

স্নেহাস্পদনিগ্রহেষু

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ইং ৯।৮।১৫ তারিখের পত্র এবং বাং ১৪।৫।২২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা আপনার নিকট যথানিয়মে প্রেরিত হইবে বলিয়া দিলাম; ঐ পত্রিকা আপনি পাঠ করিবেন। শ্রী * * * র নিকটও ঐ পত্রিকা যথারীতি পাঠাইবার জন্য বলিব। চাতুর্ম্মাস্যে আশ্বিন মাসে দুগ্ধ পরিত্যাজ্য এবং কার্ত্তিকে মাসকলাইর ডাল, পুঁইশাক, পান প্রভৃতি আমিষ-দ্রব্য ত্যাজ্য। হরিপরায়ণগণ কেহই অমেধ্য মৎস্যমাংসাদি কোন দিনই গ্রহণ করেন না। চাতুর্ম্মাস্য-বিধানে নানাপ্রকার কঠোরতা আছে; সকলগুলিরই উদ্দেশ্য হরিসেবা সুষ্ঠুরূপে করা। ক্রমশঃ ঐ সকল কথা "সজ্জনতোষণী"তে

আলোচনা করিব। **শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদরসহ নামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।**

সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। * * সংখ্যানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করিবেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ—একই বস্তু; সুতরাং এই দুইএর পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন। এখানে সকলেই ভাল আছেন। আপনাদের ভজনকুশল মধ্যে মধ্যে জানাইবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার তুলনা নাই; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণই ভক্তি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৮ই কার্ত্তিক ১৩২২
৪ঠা নবেম্বর ১৯১৫

ভক্ত ও ভগবানের কথায় প্রভাব — ভক্তি কি ? — জপ-মালিকায় কৃষ্ণনামোচ্চারণ

স্নেহবিগ্রহেষু :—

আমার বিজয়ার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানিবেন। 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিবেন। ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্ ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। **শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিতে পারিবেন।** শ্রীমান্ ম * * ও প্র * * * বাটীতে ভাল আছেন, জানিলাম। জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন। আমি একপ্রকার আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সৎগৃহস্থের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২০শে ফাল্গুন ১৩২২
৩রা মার্চ্চ ১৯১৬

গৃহস্থ-মাত্রেরই সাধুসঙ্গ ও হরিকথা শ্রবণের জন্য সম্বৎসরে অন্ততঃ একবার শ্রীগৌর-জন্মলীলা-ক্ষেত্রে আগমন করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

* * *

আপনার ১৩ই ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আপনি জন্মোৎসবে আসিয়া পৌছিতে পারিলে শ্রীমহাপ্রভুই আপনাকে ফেরৎ যাইবার সময় বিশ্বাসী লোক করিয়া দিবেন,—ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রীমান্ * * * * কলিকাতায় আসিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছে। সম্ভবতঃ উৎসব-কালে এখানে আসিবে। **বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত।** মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিদ্ধপঞ্চোপাসনা ও শুদ্ধভক্তি

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল
১০ই জুন ১৯১৬

নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণের উপদেশ—সদাশিব ও রুদ্র—বিদ্ধপঞ্চোপাসক শুদ্ধ-বৈষ্ণব নহে—বিদ্ধ সমন্বয়বাদী—স্বতন্ত্রদেবোপাসনা মায়াবাদ ও প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার সন্ততি—কিরূপভাবে দেবতাগণের সম্মান ও পূজা বিধেয়—বিদ্ধপঞ্চোপাসকের সঙ্গ দুঃসঙ্গ—পাঁচমিশালী ধর্ম্ম ভগবৎসেবা নহে।

* * *

আপনার ১লা বৈশাখের কার্ড এবং ১৯শে বৈশাখের পত্র যথাকালে পাইয়াছি। নানাপ্রকার গোলমালের জন্য যথাসময় পত্রের উত্তর লিখিতে সমর্থ হই নাই। * * * "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বুঝিয়া পাঠ করিবেন এবং অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম করিবেন। "সদাশিব" অর্থে মহাবিষ্ণুর অবতার বুঝায়। রুদ্র ও সদাশিবে ভেদ আছে। "ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা" * * গ্রন্থ পড়িবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা পাঁচ প্রকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। অবৈষ্ণবেরা ভগবানের সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা

অবৈষ্ণব ও মায়াবাদী। ভগবান্ একমাত্র, কিন্তু দেবতা অনেক। কালী, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে অবৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন, এজন্যই তাঁহারা অবৈষ্ণব। শ্রীগীতাই তাহার প্রমাণ। অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিলে অপরাধ হয়। * * * যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব মনে করা অপরাধ। স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে অন্য দেব-দেবীর প্রণাম, পূজাদি করিতে নাই। **পরমেশ্বরের সেবক-বিচারে দেব-দেবীর নিত্যস্বরূপের সম্মান** দোষাবহ নহে। যাহারা অবৈষ্ণবগণকে 'বৈষ্ণব' বলে ও স্বতন্ত্র-বিচারে দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অনন্যতা না থাকায় তাহারা ভক্ত হইতে পারে না। আপনি ঐ প্রকার **দুঃসঙ্গ** মনে মনে ছাড়িয়া "উপদেশামৃত" পাঠ করুন, কৃষ্ণ অবশ্যই আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহারা **'পাঁচমিশাল ধর্ম্ম'** যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সংসার-মুক্তির উপায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৯ই ভাদ্র ১৩২৩
২৫শে আগষ্ট ১৯১৬

হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই সংসারনাশিনী—অনুক্ষণ হরিনাম-গ্রহণ—ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধির জন্য ঐকান্তিকতা—পরম দয়ালু ভগবান্।

আপনার ৭ই আষাঢ় ও ২৮শে আষাঢ় তারিখের দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে কৃষ্ণনগরে আছি। গতকল্য শ্রীমান্ ম * * * এখানে আসিয়াছে, অদ্য কলিকাতা ফিরিবে। তাহার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। **সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে।** শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। "উপদেশামৃত", "চরিতামৃত" প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন-না-কোনদিন তাঁহার দয়া হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অপরাধীর দুর্গতি ও সাধুর স্বভাব

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৫শে আশ্বিন ১৩২৩
১১ই অক্টোবর ১৯১৬

অপরাধ-ফলে ব্যক্তিবিশেষের পতনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া মঙ্গলকামী সাধকের হরিসেবা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে—পতিত জীবেরও জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণ সম্ভাবনা—লোক-নিন্দা-ভয়ে হরিভজন পরিত্যাগ করা আত্মবঞ্চিত হইবার চেষ্টা মাত্র—যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

* * *

আপনার ২১শে আশ্বিন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। সময়াভাবে আমি অনেক সময় যথাকালে পত্রোত্তর লিখিতে পারি না, বিলম্ব হইয়া যায়। সে সকল ত্রুটী কৃষ্ণ ক্ষমা করেন। শ্রীমান্ * * * কে আর আপনারা 'ব্রহ্মচারী' লিখিবেন না। * * * অধঃপতিত হইয়াছে। * * * শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইলে স্বতন্ত্র জীবের এই দুর্গতি হয়। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। আপনাদের আদর্শ

জীবন দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হউন। ম * * * **সয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না।** জন্ম-জন্মান্তরে ম—র কল্যাণ হইবে। ইহজন্মে তাহার আর কিছু সুবিধা দেখিতেছি না। সে আমাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। ম—র কথা লইয়া অজ্ঞলোক আমাদিগকে নিন্দা করিবে জানি। আশা করি, আপনি সমস্ত সয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে শ্রীশ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন। অত্রস্থ কুশল, ভক্তগণকে দণ্ডবৎ জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

———

গয়াশ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড ও হরিসেবা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস

গোয়ারী, কৃষ্ণনগর

২রা পৌষ ১৩২৩, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯১৬

মায়াবাদী বৈষয়িক শাক্ত ও কর্ম্মিগণের সঙ্গ দুঃসঙ্গ—বৈষ্ণবের উর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষগণের মঙ্গল-লাভ—ভগবদ্ভক্তের কামনা-মূলক পিতৃশ্রাদ্ধ বা গয়াশ্রাদ্ধাদির কোনই আবশ্যকতা নাই—শ্রীনামের নিকট অকপট-প্রার্থনা-ফলে তৎকৃপা লাভ।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৩ই কার্ত্তিক ও ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের দুইখানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। * * * র নিকট আপনাদের পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই। **মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন।** যে বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃতকৃত্যার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃ-পুরুষদের জন্য কোনও কামনা করিতে হয় না। **গয়ায় কর্ম্মময় ভোগ্য বুদ্ধিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই।** "বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক-দ্বারা তাদৃশ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ড নিরস্ত হইয়াছে। আপনারা ঐ সকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। শ্রীপত্রিকা কএক দিবস প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। * * শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহাতেই নামের দয়া হইবে। এখানকার ভক্তগণ ভাল আছেন। মধ্যে মধ্যে আপনাদের ভজনকুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধুসঙ্গে নাম-গ্রহণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস, কৃষ্ণনগর
২রা জানুয়ারী, ১৯১৮
১৮ই পৌষ, ১৩২৪

'স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্'—দুঃসঙ্গ বর্জ্জন-পূর্ব্বক নিরপরাধে নাম-গ্রহণ—অনুক্ষণ শ্রীচরিতামৃত পাঠের আবশ্যকতা—ব্রজপত্তনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা-প্রচারের সঙ্কল্প।

* * *

আপনার ২।৩ খানা পত্র পূর্ব্বে পাইয়াছি। পত্র লিখিবার লোকের অভাব এবং নিজে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রের উত্তর লেখা হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহস্রনাম" পাঠান হয় নাই; যাহা হউক, অদ্য পাঠাইলাম। শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শুনিয়াছি, * * * কলিকাতা আসিয়াছে। ম— * * * শীঘ্র দেশে যাত্রা করিবে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে ম * * * র যে দুর্গতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"; সুতরাং জন্ম-জন্মান্তরে তাহার মঙ্গল হইবে। * * * দুঃসঙ্গ মনে মনে পরিবর্জ্জন করিয়া নিরপরাধে ভগবন্নাম গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বদা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। অত্রস্থ কুশল। শ্রীব্রজপত্তনে শীঘ্রই শ্রীমূর্ত্তি-সেবা প্রচার হইবে, স্থির হইয়াছে। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অনর্থযুক্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন ও প্রকৃত ভজন

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

সারস্বত চতুষ্পাঠী
১৮১, মানিকতলা ষ্ট্রীট্
বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৪
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ—পারমার্থিক গুরু ও উপদেষ্টার যোগ্য কে?—হরিবিমুখতা কি?—দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণলাভ হয় না—ভক্তের ব্যবহারিক ক্লেশ—কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই জীবের কর্ত্তব্য।

* * *

আপনার ১২ই ফাল্গুনের কৃপা-পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। আমি গত সপ্তাহে এখানে আসিয়াছি। * * বিমুখ জগতে নৈরাশ্যে কৃষ্ণের দয়ায় আমি স্নিগ্ধ হইতেছি।

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য-সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য আপনি, যাহা 'কৃষ্ণ' নহে, অথবা যাহা 'কৃষ্ণভক্তি' নহে,—এরূপ বিষয়ের আদর

করিবেন না। স্বপ্ন অমূলক, নিজ-চিন্তার ভোগময় পরিচয় মাত্র; তাহা পূর্ব্ব দুঃসঙ্গের ফল। সুতরাং সে-কথা হৃদয় হইতে ছাড়িয়া দিবেন। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥" যিনি আপনার দৃশ্যমান্ জগতের ভোক্তাভিমান নষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি কিরূপে মনকে ত্রাণ করিবেন? আমার অনুরোধ এই যে, **যিনি এই জাগতিক ভোগের নাগপাশে বদ্ধ, তাঁহার সহিত পারলৌকিক (?) আলোচনা বা অনুশীলন করিলে বিষয় স্পর্শ করে।** প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত এই শ্লোকটি যেন সর্ব্বদা মনে করেন,—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনাং অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" বিদ্ধ শাক্ত-বন্ধুসহ অত্র বিষয়ক আলোচনা—দুঃসঙ্গের প্রশ্রয়দান। সুতরাং ফলরূপে নিদ্রাকালে দুঃসঙ্গ-জন্য কৃষ্ণবিমুখতাই লভ্য। **সংসার বা হরিবিমুখতাকে আপনি এখনও সম্মান করেন, গুরু-গৌরবে ভূষিত করেন, ইহাই আপনার বা আমার হরিবৈমুখ্য।** তাহা ছাড়িয়া সাধুবাক্যের আদর করিবেন, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্তরস্থ বিষয়-ভোগবাসনা ছিন্ন হইবে। যে-কাল-পর্য্যন্ত আপনি ফলভোগী কর্ম্মীর ন্যায় আপনাকে জড়ীয় সাংসারিক ভিক্ষুক মনে করিয়া কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকিবেন, সে-কাল-পর্য্যন্ত পার্থিব বিচার ও ভোগের অভিমান-সমূহ আপনাকে ক্লেশ দিবে। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পূর্ব্বজন্মেই কর্ম্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, জানিবেন।

দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্ম্মবন্ধমুক্ত হরিদাস। আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি জন্য? আপনি

কি একবারও হরিনাম করেন নাই যে, পুনরায় প্রাথমিক প্রারম্ভগুলি-দ্বারা কর্ম্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্ম্মভোগ-প্রবৃত্তি? জীব মূঢ় থাকা-কালেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদয় বা নিজকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। বদ্ধজীবগণ হরিদাস্য বুঝিতে না পারায় elevationist হইয়া সাম্প্রদায়িকতার আবাহন করেন। উহাতে আপনার ন্যায় নামপরায়ণ ব্যক্তি কি জন্য ব্যস্ত? **"দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ লাভ হয় না।** দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে।"—এ কথা মনে রাখিবেন। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

* * শ্রীতোষণীর "দুঃসঙ্গ" প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি আপনি যাঁহাকে লেখক অনুমান করিয়াছেন, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চিরদিনই কঠোর। আপনারা সুললিত ভাষায় তাঁহার কঠোরতার অভাব পূরণ করিয়া সমাজের কল্যাণ বিহিত করুন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে অনুশীলন-প্রভাবে ঐ প্রকার নিত্যবৃত্তি আপনারও হইবে, তখন ভাষার কঠিনতা কোমলতায় পরিণত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে।

বিষয়-সমূহ অবৈষ্ণবের নিকট যে-ভাবে গৃহীত হয়, আপনি দৃশ্যমান্ জাগতিক বিষয়গুলিকে সে-ভাবে দর্শন করেন কেন? বিষয়গুলি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার **ভক্তের বৈষয়িক ক্লেশ বা সুখকে জড়ক্লেশ বা জড়সুখ মনে করিলেও সত্য-দৃষ্টিতে দেখা হইবে না।** প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ জড়ময় বিশ্বাসে হরিসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিকে 'বিষয়' জ্ঞান করিলে আসক্তি প্রবল হইয়া জড়সুখেই পরিণত হইবে। জড়সুখ কিছু কৃষ্ণপ্রেম নহে। কৃষ্ণলীলা মায়িক নহে, উহা

বৈকুণ্ঠবস্তু অর্থাৎ আপনার লৌকিক বিচারের অন্তর্গত জিনিষ নহে। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবন-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া সময় যাপন করিবেন।

জড়জগতে দ্রষ্টা, বিচারক, ভোক্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতি অভিমান-সকল প্রবল থাকিলে হরিসম্বন্ধি-চেষ্টাগুলিও মায়িক অর্থাৎ অপর বস্তুর ন্যায় মনে হয়। বৈষ্ণবের অনুগমনে দৃশ্য জগৎকে আপনি হরিভাবময় অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ মনে করিবেন। আপনার শরীর, বাক্য ও মনও সর্ব্বদা হরিসেবারত জানিবেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার সেবকগণ প্রাপঞ্চিক জড়বিষয় নহেন। তাঁহারা আপনার লৌকিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বশীভূত নহেন। সেবার উন্মুখতা হইলে স্বীয় সেবাভিমানরূপ অস্মিতার ইন্দ্রিয়ে সেব্য-বিষয়রূপে কৃষ্ণ ও ভক্তগণই পরিদৃষ্ট হন। আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবদাসানুদাস
অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

———

ভগবৎ পরীক্ষা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর, রবিবার

২৭শে ফাল্গুন ১৩২৪, ১১ই মার্চ্চ ১৯১৮

ভগবৎসেবোন্মুখগণকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখা ভগবানের পরীক্ষার কার্য্য—নিষ্কপট হরি-গুরু-পদাশ্রিতগণ বিপথগমনকারিগণের বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না—প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ-অধ্যয়ন বিধেয়।

* * *

আপনার গত কল্যের কার্ড পাইলাম। আপনি বনগ্রাম পৌঁছিয়াছেন জানিতে পারিলাম। শ্রীমান্ প * * * আজ ২।৩ দিন হইল কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে আমি শ্রীমায়াপুর যাইব, স্থির আছে। * * *। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌরহরি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক অন্তর্যামী হইয়া নিত্যসত্য জীবের হৃদয়ে জানাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরি-গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন দিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগ্যজীব কপটবাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়; আপনাদের তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। সর্ব্বদা "শ্রীচরিতামৃত" পড়িবেন এবং প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট তাহার নিষ্কপট ব্যাখ্যা শুনিবেন। * * * ভরসা মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিকীর্ত্তনই মূল

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
২৩শে চৈত্র, ১৩২৪
৬ই এপ্রিল, ১৯১৮

বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হরিনামের সেবাতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ—নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণ কর্ত্তব্য।

* * *

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। আমি উৎসবকালে নানাপ্রকারে ব্যস্ত ছিলাম। সর্ব্বদা হরিকথা বলিতাম ও শুনিতাম। আপনিও শুনিতে পারিতেন। যদি কোন কথা বলিবার আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে লোকভিড় কম হইলে জানাইতে পারিতেন। আমি কাহারও উপর কখনও বিরক্ত হই না; আপনার উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। আপনি ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, আমি নিষেধ করি নাই—যেহেতু আপনার দরকার থাকিতে পারে। আপনারা অর্থব্যয় ও নানা ক্লেশ করিয়া আসেন, সেবিষয় আমার প্রতিবাদ নাই। বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরিনামের সেবা করিবেন, তাহা হইলে সকল সার্থক হইবে। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে আমরা নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পরচর্চ্চা পরিত্যাজ্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫
২রা জুন, ১৯১৮

নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম-গ্রহণ—বহির্ম্মুখ লোকের আলোচনা বর্জ্জনীয়—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থ-অধ্যয়ন আত্যন্তিক মঙ্গলের হেতু।

কল্যাণীয়বরাসু —

আপনার ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র পাইলাম। দৌলতপুরে ১২ দিন ছিলাম। বি * * তথায় আসিতে পারে নাই। আমি এখান হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় গিয়া তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া শ্রীধাম পুরী রওয়ানা হইব। বাজে-সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। ন * * বাবু পুরী যাইতেছেন, বোধ করি স্ব * * জানিতে পারিবেন। স্নানযাত্রার পূর্ব্বে কতিপয় ভক্তমহিলা পুরী যাত্রা করিবেন। * * * আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রার্থনা', 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পড়িতে থাকুন। ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধুসঙ্গে গৌরপদাঙ্কিত ভূমি বিচরণ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

ভক্তিকুটী, পুরী
২৬শে আষাঢ়, ১৩২৫
১০ই জুলাই, ১৯১৮

ভক্তসঙ্গে সংসারের তুচ্ছত্ব-উপলব্ধি-বিষয়ে শিক্ষা-দান ও সজ্জন-সঙ্গে ভজন-কামনা—জীব স্বকর্ম্মফলভোগী—আচার্য্যের ভগবদ্ধাম ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন।

কল্যাণীয়বরাসু—

কএকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া গেল। সুতরাং এখান হইতে দুইএক দিনের মধ্যেই আমাদের যাওয়া হইবে। অনেক দিন নানাপ্রকার ভক্তের সহিত বাস হইল। সুতরাং সংসারের তুচ্ছত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধি হইতেছে। আপনারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে সজ্জন-সঙ্গে ভজনের শক্তি প্রদান করুন এবং নিজে নিজে নিজ গৃহে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করুন। * * * কর্ত্তৃক আপনি নির্য্যাতিত হইতেছেন শুনা যায়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—এই কথা জানিয়া আমরা নিরপেক্ষ থাকি। এবার শ্রীপুরুষোত্তমের নানাস্থান, সাক্ষিগোপাল ও আলালনাথ দর্শন করিয়াছি। পথে রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন হইয়াছে। আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি, আপনি নিরপরাধে হরিনাম করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দুঃসঙ্গ কি কি ?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর

২০শে ভাদ্র, ১৩২৫

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮

স্বাধ্যায়—বহির্ম্মুখের কথা আলোচনা বর্জ্জন—কৃষ্ণনাম-গ্রহণে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ দূর—মায়াবাদী ও দুশ্চরিত্র লোকের বৈষ্ণবাভিমান—অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও নিঃসঙ্গে (সাধুসঙ্গে) হরিনাম-গ্রহণোপদেশ।

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই ভাদ্র তারিখের একখানা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীপুরুষোত্তম হইতে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে গিয়াছিলাম। * * * *("শ্রীসজ্জনতোষণী" পত্রিকা বিশেষ যত্নের সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে। * * * বহির্ম্মুখের কথা আর আলোচনা না করাই উচিত। **কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে।** উহারা (দুঃসঙ্গ-সমূহ)—**মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী।** দিন দিন মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল! **পূর্ব্বে কতকগুলি মূর্খ ছোটলোক, দুশ্চরিত্র লোক** আপনাদিগকে **'বৈষ্ণব' বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করিতেছে!** শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ঐ সকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।)

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী (ত্রিদণ্ডিভিক্ষু)

নাম-গ্রহণ ও হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই জীবনের কৃত্য

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ
১৮ই চৈত্র, ১৩২৫
১লা এপ্রিল, ১৯১৯

শ্রীহরিনাম-গ্রহণে পরম-মঙ্গল-লাভ—মনোযোগের সহিত ভক্তিগ্রন্থালোচনা ও তাৎপর্য্যোপলব্ধি—পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার বাটী-পৌঁছানবার্ত্তা পাইয়াছি। আমি এখনও এখানে আছি। বোধ করি, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের দিকে শ্রীনাম-প্রচারার্থ সত্বরই যাইব। শ্রীযুত কুঞ্জ বাবু আপনাদিগকে যত্ন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করুন, তাহাতেই পরম মঙ্গল হইবে। অত্র পত্রে শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অবকাশ মত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" ভাল করিয়া তোমার পিশিমাতার নিকট আলোচনা করিবে। **"শ্রীসজ্জন-তোষণী" পড়িয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে।** এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীর নিকট পুষ্করিণীর খনন হইতেছে। তোমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণভক্তির কথা কম হইলেও তোমরা সকলে তাহা আলোচনা করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের ভজন-কুশল জানাইবে। "জৈবধর্ম্ম" ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িবে। * * *।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কর্ম্মমিশ্রা বনাম কেবলা ভক্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যো নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
১৯শে আষাঢ়, ১৩২৬
৪ঠা জুলাই, ১৯১৯

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রপঞ্চাগমনের কাল—মহাপ্রভু কেবল যুগাবতার নহেন—"কাম "কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"—এই বাক্যের ও "যৎকরোষি" শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য—জীব কর্ম্ম-ফলভোগভোক্তা—অখিল কাম হরিসেবায় পর্য্যবসিত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১২ই আষাঢ়ের পত্র পাইলাম। আমি যশোহর, খুলনা, লোহাগড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম-প্রচারে গিয়াছিলাম। সঙ্গে ১০।১৫জন ছিলেন। কলিকাতার আসনে ভক্তগণ ব্যতীত আরও কএকজন ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব ও কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয়ের মহোৎসবও শেষ হইয়াছে। আমি এখানে আরও ৪।৫ দিন থাকিব ও পরে কলিকাতা যাইতে পারি। * * * প্রত্যেক কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে আসেন না। অষ্টাবিংশযুগের কলিতে আসেন। তিনি কেবল যুগাবতার নহেন। "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"র পাঠ—"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে" ঠিক। অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। **"যৎকরোষি" প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম্ম-মিশ্রাভক্তি; উহা "কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"র সহিত এক নহে** কর্ম্মের ফল-ভোক্তা—জীব, আর অখিলকর্ম্মচেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি। আমরা ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন, ১৩২৬
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০

চারিদিনে শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা—পরিক্রমায় যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান—শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব—পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের জন্য আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমায়াপুর হইতে আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মহাসমারোহে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আয়োজন হইতেছে। রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ—এই চারি দিনে শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। একশত মৃদঙ্গ-সহ পাঁচসহস্র ভক্ত শ্রীধাম পরিক্রমা করিবেন। আপনি আপনার পরিচিত যাবতীয় ভক্তিমান, ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধু-বান্ধব-সহ এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীমায়াপুর উপস্থিত হইলে ১৭ই তারিখ হইতে পরিক্রমা-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

আপনি যাহাতে কএকখানি খোল-করতাল, রামশৃঙ্গ, নিশান ও কএকজন ভক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। আপনার আগমন-সংবাদ ১৬ই ফাল্গুনের পূর্ব্বেই আমার নিকট জানাইবেন। ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব হইবে, স্থির হইয়াছে। ওখানকার সদাশয় বদান্যবর্গের নিকট হইতে যাহাতে কিছু দ্রব্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তাহাই করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৃহস্থমাত্রেরই অর্চ্চনে আদর ও অর্চ্চনানুশীলনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭
২০শে মে, ১৯২০

গৃহস্থমাত্রেরই বিশেষতঃ ঋদর্য্যচরিত্র ও বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন একান্ত কর্ত্তব্য—সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ও একান্তভাবে শ্রীনামাশ্রয়কারী গৃহস্থগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চনকারীদিগের প্রতিও আদর প্রদর্শন — অর্থ বাঁচাইবার জন্য অর্চ্চন না করিলে গৃহস্থগণের বিত্তশাঠ্য-দোষ হয়।

কল্যাণীয়বরাসু—

গতকল্য আপনার ১৩ ত্রিবিক্রম তারিখের পত্র পাইয়াছি। শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, শ্রীমান্ * * * আমাদিগকে ও শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন পরিত্যাগ করিয়া না জানাইয়া * * * গত পরশ্ব মঙ্গলবার ২টার গাড়ীতে বোম্বাই চ'লিয়া গিয়াছেন। * * * সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় বহরমগঞ্জ গ্রামে * * * *আমাদের নাম প্রচারে যাইবার কথা আছে। শরীর ও মন বড়ই অপটু। যাইতে পারিব কি না, বুঝিতেছি না।

শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য; তবে যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়। কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

———

জীবের গৃহব্রতবুদ্ধি ও আচার্য্যের উপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৮
৪ঠা জানুয়ারী, ১৯২২

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-বিমুখ জনগণই যমদণ্ডার্হ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি বা সমাজের কথা ও ধারণার মূল্য নাই—জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্মই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য—সত্যধর্ম্ম নিত্যকাল অপ্রতিহত—ত্রিদণ্ডি-যতির চরিত্র ও মাহাত্ম্য—সন্ন্যাসদাতা ও সন্ন্যাসগ্রহণকারীর কৃত্য—সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণের চরিত্র—ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকটই "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা—গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে অসমর্থ—সন্ন্যাস-গ্রহণের কাল-বিচার—গৃহব্রতগণের প্রকৃত মঙ্গলোপদেশ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ—ত্রিদণ্ড-গ্রহণ জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য-সাপেক্ষ—সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৭ই পৌষ তারিখের পত্র-পাঠে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। * * * * আমরা সকলের পত্রেরই সদুত্তর দিয়া থাকি, তবে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ভক্তিবিমুখজনের সম্ভাষণে মৌন থাকা শাস্ত্র-শাসন জানিয়া মাঝে মাঝে তাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হই।

আপনার প্রার্থনা যে, শ্রী * * * * জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ হরিভজন-পরায়ণ না হইয়া অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুসরণে নরকের পথ গৃহে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন! আপনি পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী; শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈর্জুষ্টাদ্ গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

অর্থাৎ যে-কালে অজামিলকে আনিতে গিয়া যমদূতগণ বিফল-মনোরথ হইয়া তাহাদিগের প্রভু যমরাজের নিকট বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেইকালে দূতগণকে যম যে শ্রেণীর লোক-দিগকে তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে আনিতে হইবে, তদুপদেশ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন,—যাহারা নরকের পথ গৃহে সর্ব্বদা আকৃষ্ট, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গ করে না—যাহারা মুকুন্দপাদপদ্মমধুরূপ রসপান হইতে বিরত, তাহাদিগকেই আমার নিকট দণ্ডের জন্য আনয়ন করিবে। সুতরাং আপনার প্রার্থনানুসারে শ্রী.....কে যমদ্বারে প্রেরিত করিয়া দণ্ডিত হইবার সাহায্য করা আমাদের সমীচীন বোধ হয় নাই। আমরা সাতিশয় স্নেহভরে শ্রী.....র নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের ন্যায় বিচারের অনুগমন করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের পুনঃ সংস্থাপনের প্রতি যাঁহারা বা যে সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদিগের কথা ও বিশ্বাসের অধিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা এই যে, অনতিবিলম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত একমাত্র সত্যকথার আদর করিতে গিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম

বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সমগ্র জগৎ অন্যায়পূর্ব্বক ভগবানের বিদ্বেষ করিলেও সত্যধর্ম্ম অপ্রতিহত থাকিবে। তাহাতে শ্রীচৈতন্য-মঠের কোনও প্রকার হানি হইবে না। সমগ্র পার্থিব বা পাশব-বল প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু কোনও প্রকারে বিচলিত হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডি-নির্য্যাতনের অসৎচেষ্টাসমূহ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন। ত্রিদণ্ডি-বিদ্বেষী 'পাষণ্ডী' হিন্দুসমাজ যতই কেননা ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করুন, ত্রিদণ্ডিগণ ঐ প্রকারে নির্য্যাতিত হন না। যেহেতু তাঁহারা নির্য্যাতনকারীকে সমানবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করেন না। বিদ্বেষিগণ যতই কেননা দৌরাত্ম্য করুন, ত্রিদণ্ডী নীরবে সকল সহ্য করিবেন। এই ত্রিদণ্ডীর ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া অধুনা অনেকেই অকাতরে নানাপ্রকার যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * * * উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত; সুতরাং ভারতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডী যতি শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন বৈষ্ণব বিদ্বেষী হিন্দু-সমাজের দুর্গ হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পুনরায় আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার পুত্রাভিমানী মহাপুরুষ সেই মহোত্তম কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বাধা দিবেন না। **আপনি আপনার অভীষ্টদেবের নিকট ত্রিদণ্ডিস্বামীর উত্তরোত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জয়-প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে বাস্তাশী বা বমন-ভোজী করাইবার জন্য প্রয়াস করিবেন না। ইহাই কাঙ্গালের প্রার্থনা।** ভগবান্ আপনাকে আরও * * * যোগ্য পুত্র দিয়াছেন, সুতরাং একটী পুত্র

আপনাদের সাত পুরুষ উদ্ধার করিবার জন্য যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোনও কারণমূলে আপনি কণ্টকিত করিবেন না। শত পুরুষের সন্তানোৎপত্তি আজ সফল হইয়াছে; যেহেতু আপনাদের বংশে এইরূপ একটী রত্ন 'মহাপুরুষ' শব্দবাচ্য হইলেন। আপনি পণ্ডিত, সুতরাং অবশ্যই জানেন যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন একাদশীতত্ত্বে যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই, –

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুদ্ধতি॥

অর্থাৎ আপনি পিতা, আপনিও আপনার পুত্র ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার করিবেন, না করিলে একদিবস উপবাস-দ্বারা আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি সেই ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। * * * * আমরা আশা করি, এমন দিন আসিবে—যে দিন আপনাদের দেশের সকল লোক ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। **অমঙ্গলময় সংসার মঙ্গলময় ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাঁহার চরণই সেই ক্লেশময় সংসারের চরম পীঠ**; সুতরাং দয়া করিয়া ত্রিদণ্ডী-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে জগৎকে চেষ্টান্বিত করিবেন না। * * * * এই দয়া যে-দিন * * * * বাসিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সে-দিন তাহারা নিজ-নিজ নরক-প্রাপক অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক বয়সে আপনার 'কোমলমতি' সন্তান ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিরাশ্রয়া, পুত্রশোক-কাতরা, পরমবৃদ্ধা, একমাত্র পুত্রকা, কপর্দ্দকরহিতা, অনাথা জননীদেবীকে গৃহে নিজ-

প্রাপ্তবয়স্কা, রোরুদ্যমানা পত্নীর নিরন্তর অশ্রুজল দর্শন করিবার সাক্ষিস্বরূপে রাখিয়াই দণ্ড গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনার কোমলমতি সন্তানের সেরূপ দৌরাত্ম্য নাই। **তিনি আপনার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিকট স্বীয় জননী ও তাঁহার সেবিকাকে মাতৃদেবীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।** শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে তাঁহার একটী ভ্রাতা, অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবক বা প্রতিপালনকারী কাহাকেও রাখিয়া আসেন নাই। কিন্তু * * * তাঁহার জননীকে, জনক-সদৃশ পিতা আপনাকে, রামচন্দ্রসদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন শ্বশুর মহোদয়ের পালনাধীন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীকে যতিধর্ম্ম-পালনাভিপ্রায়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের সমাজের শিক্ষিতগণ কেন দুঃখিত হইতেছেন, বুঝা যায় না। আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, সুতরাং বেদের মন্ত্র জানেন যে, সন্ন্যাসের কালবিচারে কোমলমতিত্বের কথা নাই। আপনি কিছু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই যে, আপনার বিচারাধীনে আপনার পুত্রের কোমলত্ব বা কাঠিন্য নির্ভর করে। কিন্তু আপনার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমলমতি বা বজ্রের ন্যায় কঠিনমতি—এই বিচারের ভার সন্ন্যাস-গ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। * * * * সন্ন্যাসদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে সেই সকল বিচার অবশ্যই কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছে, হঠাৎ উহা অবিমৃষ্যকারিতার ফল নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাসগ্রহণের মন্ত্রে জানা যায়,—**সন্ন্যাস-দাতার সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যতকে তিনবার নিষেধ করিতে হয়। সেই তিন প্রকার নিষেধ না শুনিয়া যিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার বৈরাগ্যচিহ্ন দিগ্‌বাস-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে ডোর-কৌপীন অর্থাৎ**

বৈদিক যোগপট্ট প্রদত্ত হয়। নতুবা সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে বিরজা-হোম ও অষ্ট প্রকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য—সকলই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসী পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের কোনও ঋণের জন্য বাধ্য নহেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বারা পাঁচ প্রকার ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসী কখনও কোনও ফৌজদারী অপরাধ করিতে পারেন না। যাহারা সন্ন্যাসীকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অসম্মাননা করে, তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। মহতের চরণে কেহ অনর্থক অপরাধ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। আপনারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত; সুতরাং * * * অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ আচরণ করিবেন না, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আপনার পুত্র সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, * * সন্ন্যাস-দাতা যে-দিবস সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। একজন অপরকে কি প্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইতে পারেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমি তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাসের অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে নগ্ন থাকার জন্য তাঁহাকে বনে যাইতে হইত, অথবা নগ্ন থাকিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। সন্ন্যাস-দাতা কেবল নগ্ন-সন্ন্যাসীকে যোগপট্ট ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস-গুরু সন্ন্যাসীর সুতীব্র সন্ন্যাস ছাড়াইয়া হরিভজনোপযোগী যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা অর্পণ করেন। সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণ জীবগণকে নরকভোগ করাইবার জন্য হিংসা করিয়া থাকেন মাত্র। মাতা-পিতা হইয়া তাদৃশ সন্তান-

দ্রোহিতা শাস্ত্র-সম্মত নহে। যাহাদিগের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, তাহারাই শুভার্থীকে হিংসাবশে শত্রুজ্ঞান করে।

পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতার নিকট সন্ন্যাসী অনুমতি লইবেন,—এরূপ কথা কখনও বেদ-শাস্ত্র স্বীকার করেন না। মাতা-পিতা যদি কাহাকেও সন্ন্যাসে অনুমতি দেন, তাহা হইলেও পিতা-মাতা যখন স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তাদৃশ সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা রক্ষাকারীরূপে পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করা পিতা-মাতার স্বায়ত্ত বা অধীন নহে। **যখন যমদূতসমূহ কেশাকর্ষণ করিয়া যমদ্বারে সন্তানকে লইয়া যায়, তখন মাতা-পিতা যমের সহিত কলহ করিতে অসমর্থ।** এখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত আপনার লিখিত অভিনব সিদ্ধান্ত বেদ বা পুরাণ শাস্ত্র হইতে দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নরকপ্রদ-ধর্ম্ম পণ্ডিত-সমাজে কখনই আদর পায় না। আপনার তাদৃশ শ্রবণ—মহৎলঙ্ঘনের প্রকার-বিশেষ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীপ্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

"শুনি" তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলে বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥

(চৈঃ চ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

সে ছলে সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমাকে।
কৃষ্ণ-কৃপা যাঁ'রে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ)

জীবের স্বরূপ—'বৈষ্ণব'; এই বৈষ্ণব দুরাকাঙ্ক্ষা-ক্রমে হরিসেবা ছাড়িয়া দিলেই তাঁহার সংসার-সুখের বাসনা হয়। জীব সেবাবিমুখ হইয়া মাতা-পিতার কাম্যবিষয়রূপে পাপময় স্থূল শরীর লাভ করেন। দশটী সংস্কার গ্রহণ করিলে এই স্থূল শরীরের পাপ ক্ষীণ হইয়া জীব ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ হন। সেই সময় তিনি হরিসেবা করিতে করিতে বৈষ্ণবতা পুনঃ প্রাপ্ত হন। অভক্তজীব কর্ম্মফলে এই প্রকার নিকটস্থ আবরণে আবৃত হন—বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্মলাভ করেন—ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন মাতা-পিতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী লাভ করেন। জন্মান্তরে ঐ মাতাপিতাগুলির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায়। ইহজন্মের পিতা-মাতার সহিত শরীর থাকা-পর্য্যন্ত সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু গুরুকুলে বাস করিবার কালে মাতা-পিতার সহিত সম্বন্ধ আচার্য্যকুলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এমন কি, **মাতা-পিতার অভিবাদনাদি পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ।** যাঁহারা ফলকামী, কর্ম্মকাণ্ডীর বিশ্বাসক্রমে যাঁহারা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শাস্ত্রে আছে। উহা লৌকিক জড়জগতের ধর্ম্মমাত্র। তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী কখনই আত্মবিদের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন না। **'দেহ'** ও **'মন'কে** যাঁহারা **'আত্মা'** মনে করেন, তাঁহাদিগের জন্য ঐ সকল ধর্ম্ম। পরমার্থ-বিচারে ঐগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আপনার বিচার ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বিচার—এক নহে। যেরূপ M.A. Class এর পাঠ্য-পুস্তক নিম্নপ্রাইমারী বা নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের সহিত এক নহে। অধিকার-ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য আছে। **গৃহব্রতাধিকারে চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে পারা যায় না।** মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরায়ণরত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম-

নিরূপণে "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা আছে। কিন্তু জ্ঞানী বা ভক্ত-সমাজে ঐসকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মের মূল্য অন্ধকপর্দ্দকের ন্যায়।

আপনি লিখিয়াছেন,—গৃহী হইতে ব্রহ্মচারী হয়, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী হয় না। কিন্তু উহা মেয়েলী শাস্ত্রের বাক্য। বেদ বা তদনুগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহী হইবার কথা এবং গৃহী হইতে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইবার কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং * * * গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, উহা ঠিকই হইয়াছে। বানপ্রস্থাধিকারেও বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। আপনার যোগ্য সন্তানটী বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার মনের ভাব এই যে, দীক্ষাগ্রহণকালেই তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে হরিসেবা করিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পত্নী-সেবা করিতে হয় না। * * *।

আপনি লিখিয়াছেন,—দুই দিন পূর্ব্বে যে গৃহস্থ থাকে, সে দুই দিন পরে সন্ন্যাসী হয় না। তৎপ্রসঙ্গে আমি কএকটী ঐতিহ্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। জয়তীর্থ মুনি পূর্ব্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়াই গুরু অক্ষোভ্যতীর্থের সাক্ষাৎ-লাভ-মাত্রই জয়তীর্থরূপে যতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের উর্দ্ধতন দশমগুরু।

শুনিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ--যিনি লালা বাবু নামে প্রসিদ্ধ হন, "বেলা গেল"—এই শব্দ শ্রবণ করিবার পর তাঁহার পাইকপাড়াস্থিত সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া তিনি বৃন্দারণ্যে ভ্রমণকারী কাঙ্গাল হইয়া-ছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের মধ্যেই পরমপদ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর নবম বর্ষ বয়সে, আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বমুনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ

করেন। আচার্য্য রামানুজ পুত্রমুখাবলোকন করিবার পূর্ব্বেই, আচার্য্য শাক্যসিংহ পুত্রাবলোকন করিবার পরেই এবং শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে গৃহস্থাশ্রম হইতে—বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন নানা-প্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিফল হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কালাকাল নাই। আপনি আপনার মানসিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন, তখন কি প্রকারে আপনার সন্তানের মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, তাহা ত' আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনার দর্শন-প্রণালী আরোহ পন্থা বা Inductive process এর উপর ন্যস্ত। তাদৃশ বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। উহা কুহক-সংযুক্ত বিচার-মাত্র, সুতরাং অসত্য।

শ্রীমদ * * * মাতাপিতৃহীন নহেন। তাহার মাতা-পিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি গৃহশূন্য হইলেও পুনরায় দারগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি কোন দিনই স্বজনোপেক্ষিত নহেন। আপনাদের ন্যায় তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনারাও তাহাদের অনুগমনে * * * উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। আজকাল আমাদের দৃষ্টিতেই অনেকগুলি স্বজন-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অতিলাঞ্ছিত জনগণের মধ্যেও বৈরাগ্য ও সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। * * * যখন এতাদৃশ বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার গুণের গরিমা বিরিঞ্চি-ভবাদিরও কীর্ত্তনীয় বিষয়। সুতরাং এরূপ আদরের আপনাদের স্বজন আপনাদিকে অপরজন মনে করিয়া—ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আপনারাও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন, তাহাতেই আপনাদের জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণ-লাভ ঘটিবে।

আপনি লিখিয়াছেন যে, * * * শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈরাগের পাত্র হইতে পারেন নাই, ইহা কিরূপে জানা গেল? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনারা বৈষ্ণব-দর্শনে ভ্রান্ত হইতেছেন, সেই ইন্দ্রিয় অভিঘাত-সাপেক্ষ অর্থাৎ অপটু (deceptive)।

যে-দিন * * সন্ন্যাস-ধর্ম্মরক্ষণে অসমর্থ হইবেন, সেই দিন হইতেই আপনারা তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। বহু পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মহানি করা আপনাদের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের কখনও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সহজে অনুমেয়।

আপনাদের যুবক সন্তানটী পূর্ণাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার আক্কেল-দন্ত উদ্গত হইয়াছে। এ বিষয়ে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিবার জন্য বোধ করি কোনও ধর্ম্মধ্বংসী আইন নাই। আপনারাই ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে ফুসলাইয়া অশাস্ত্রীয় বিচারে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং হরিভজনে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়,—এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর কঠোর ব্রতরূপ গৃহক্লেশে প্রবেশ করাইতেছেন; উহা সমীচীন নহে। * * * সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী আপনাদের পবিত্র গৃহে বাস করিয়া অবাধে পরকালের এবং ইহকালের কার্য্যসমূহ করিতে পারিবেন। * * * বিশেষ পবিত্র চিত্ত, সে-জন্যই বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে নির্ম্মল ধর্ম্মে অগ্রসর হইবার অবকাশ দিলেন। গৃহব্রতগণ সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্যদাস-দাসীগণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে গিয়া সাংসারিক জঞ্জাল ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা কঠোরতর গৃহব্রতে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় বৃথাকার্য্যে নিযুক্ত করান। যাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রবুদ্ধি নিত্যধর্ম্মের সন্ধান পায়, তাঁহারা কখনই আপনাদের সহিত একমত হইতে পারেন না। যে-সকল লোকের

ধারণা, ভক্তগণ আপনার সন্তানটীকে বোকা বানাইয়াছে, তাহারাই পরমার্থিগণের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ এবং ব্যাসের মতে গো-গর্দ্দভ। আপনারা সকলেই * * * সুনির্ম্মল ধর্ম্ম প্রণালী আলোচনা করুন। আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারে ক্লেশ পাইতে হইবে না।

এই সকল প্রসঙ্গ সাময়িক পত্রে আমরাই অবতারণা করিব, পাছে তাহাতে আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুখ্যাতি ও যশঃ বিলুপ্ত হয়, সেজন্য আপনাদের আচার-ব্যবহারের কথা ও আস্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি; কিন্তু উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে আপনারা এ সকল কথা সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের যশোহানিকর ও শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের কথা প্রচার করিয়া কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লোকহিতের জন্য অবোধগণের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে এ সকল কথা প্রচার হওয়াই বিশেষ আবশ্যক।

যদি * * * সন্ন্যাস গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের দিব্যনয়ন চিরদিনের মত নিমীলিত থাকিত। তাঁহার এতাদৃশী দয়া দেখিয়া আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

* * * যথাশাস্ত্র বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। যে ধর্ম্মবিরোধী হিন্দু-সমাজ আপনাকে ইহাতে পদদলিত মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হিন্দু বলিয়া নিরূপিত হইবার অযোগ্য। যেহেতু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ; সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমূলে বহুদিন হইতেই উৎপাটিত হইয়াছে। সেজন্যই চতুর্ব্বাশ্রমবিশিষ্ট সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত করিবার * * * এই চেষ্টা।

* * * মহারাজ অপগণ্ড শিশু নহেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং চরিত্রবান্। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং জগতের ও সমাজের জঞ্জাল। * * * স্বয়ং সেই সকলকে স্বীয় উন্নত চরিত্রের দ্বারা উন্নত করিবেন। তিনি গীতায় পড়িয়াছেন,—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-গুরু শ্রী * * *র আচরণই সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমস্থিত জনগণ অবনত-শীর্ষে স্বীকার করিবেন তাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সমাজ তাদৃশ ব্যভিচারিগণকে সমাজ-বিধির অতিক্রমকারী বলিয়া বর্জ্জন করিবেন সমাজে যদি কোনও পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকগণ তজ্জন্য দায়ী। সামাজিকবর * * যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম চিরদিন অধঃপতিত থাকিবে, আর শ্রী* * *র উপদেশানুসারে সমাজের বিকৃত ধারণাগুলি অপগত হইলে হিন্দুসমাজের যে মঙ্গল ভাবীকালে সাধিত হইবে, তাহা অপরিমেয়।

যাহাদের জন্ম-জন্মান্তরে মঙ্গল হইবে না, তাহারাই মহতের চরিত্রের উদারতা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃপতিত হয়। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোন্ কোন্ অধঃপতিত দাস নরকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমাদের সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ মূঢ়তার কোনও সংবাদ আমাদের কাহারও নিকট পৌঁছে নাই।

আপনি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলাপ-পরিচয় আছে,

সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, **সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমে যাইবার অধিকার নাই এবং তাঁহাকে যাঁহারা তাদৃশ অনুরোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম জানেন না।** সুতরাং সেরূপ অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব যেন আপনাদের সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন না করে। শ্রী * * * অন্যত্র থাকিলেই আপনাদের সংসারে উন্নতি ও ধর্ম্মভাব প্রবলতর থাকিবে। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এ সকল ব্যবস্থা টোলে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে শাস্ত্রজ্ঞান-হীন শূদ্র-সমাজে শূদ্রকল্প অধ্যাপকদিগের নিকট শাস্ত্রীয় কথা না পাইতেও পারেন। কাশীতে অথবা কাঞ্চিতে এই সকল কথার অনুসন্ধান করিবেন। দুর্ভাগা বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতায় ক্লেশ পাইতেছে, সেই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাদের বংশেই এই মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন।

আপনার প্রার্থিত বিষয় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। * * * আমরা নির্দ্দয় হইয়া কখনও কাহাকেও গৃহকূপে যাইতে অনুমতি দিতে অসমর্থ। * * দয়া গ্রহণ করিতে হইলেও আপনাদের সকলকেও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চিত্তে বলের আবশ্যক এবং জন্ম-জন্মান্তরিন্ সৌভাগ্য অপেক্ষা করে। আপনার পত্রের শেষভাগে বর্ণিত বিষয় নিতান্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

* * * পরন্তু তাঁহাকে ক্লেশ দিবার জন্য যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাঁহারাই দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। 'সাধু যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান্ তাঁহারই সহায়।' সুতরাং * * * ষড়যন্ত্রকারিগণের চরণে

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট হউন, উহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। * * * জীবনের অবশেষকাল কারাগৃহে কাটাইবেন, এই অনুমানকারীর তৎফলে চিরদিন গৃহকারাগৃহে কাটাইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। শ্রী * * * গৃহকারাগার হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন; আবার তাঁহাকে গৃহকারাগারে কৃষ্ণ কখনই নিক্ষিপ্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই। যাহারা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তাহাদেরই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

এই ভাগবত-পন্থ আপনাদের বিচারাধীন করিয়া আমাদের পত্রোত্তর সমাপ্ত করিলাম।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভোগীর অর্থচেষ্টা, ত্যাগীর অর্থবিরোধ ও ভক্তের পরমার্থ-যাজন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৫ই চৈত্র, ১৩৩২
২৯শে মার্চ্চ, ১৯২৬

মনুষ্য-জীবন অর্থদ—বিষ্ণুসেবা ও বিষ্ণুসেবানিরত কলেবরের পুষ্টির জন্যই অর্থ-সংগ্রহের সার্থকতা—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তি ও কনক-কামিনী ভোগের জন্য অর্থো-পার্জ্জন-চেষ্টা পাষণ্ডতা—পরম শত্রুরও প্রকৃত মঙ্গল-প্রার্থনা কর্ত্তব্য।

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * * খলতা কখনও বৈকুণ্ঠরাজ্যে অভিযানের অনুকূল নহে। আমি ভাগবতের একটি শ্লোকে পড়িয়াছিলাম—মনুষ্যজন্ম অর্থদ ; তুমিও ভাই যখন শিশুকালে আমাদের কাছে "ভক্তিভবনে" আসিতে, তখনও দেখিয়া থাকিবে, দেওয়ালের উপরে টাঙ্গান ছিল ঐ শ্লোকটি—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

তুমি ত' পূর্ব্বে জানিতে—মানবজীবন অর্থদ। আমরা উভয়েই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। জীবের নিত্যপ্রয়োজনে লোভী বা রুচিবিশিষ্ট হওয়া আমার ও তোমার উভয়েরই অর্থ বা স্বার্থ। তবে কেন ভাই প্রাকৃত-সহজিয়ার মনযোগাইতে গিয়া প্রাকৃত অর্থে লোভ করিয়া বসিলে! আজ দ্বাদশবর্ষ যে অর্থলোভে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, আমি সেই অর্থলোভেই ত' আজন্ম ঘুরিতেছি। তোমার অর্থের উদ্দিষ্ট

ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ত' আমি ঘুরিবার আবশ্যাতা বোধ করি নাই ; পেটের জ্বালা, স্ত্রী-পুত্র-পালন বা অবৈধ কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য আমার কোন অর্থত' কোনদিনই আবশ্যক হয় নাই। আমি ত' অর্থের জন্য কোন-দিনই তোমার মত প্রয়াস করি নাই। তোমাদের মত পেট চালাইবার অভাবে আমাকে কৃষ্ণ কোনদিন ক্লিষ্ট ও ভাবিত করেন নাই। * * বিষ্ণুসেবা করিব এবং আমার যে পাপিষ্ঠ কলেবরটা বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে পুষ্ট থাকিয়া হরিসেবা করিবে, তজ্জন্য যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত আমি ত' কোন দিন কোন অর্থের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম না। আজও ত' কাহারও কোন অর্থেই আমি লোভ করি না। * * আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্যঅর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি জন্মজন্ম থাকি,—এই আশীর্ব্বাদ করিও। ভোগ্য **অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুর ও কোন দিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুর মঙ্গল-প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে-সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে** অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনীভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও **যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখ-দর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।**

আজ এই পর্য্যন্ত। পত্রখানা পড়িয়া একটুকু ভাবিও। একবার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়টি মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। অর্থ-লোভ কমিবে।

তোমার দুঃখে দুঃখী

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট ও তৎপ্রতিবন্ধক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১৮ই চৈত্র, ১৩৩২
১লা এপ্রিল, ১৯২৬

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী ও তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিশ্রুতি— ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট-সাধনে বাধাপ্রদানকারিগণের সহিত শুদ্ধভক্তির বা ঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ নাই—ঠাকুরের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিজ-কথা।

বিহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

'অতিবাড়ী' নামক একটি রূপকবিরাজী অপসম্প্রদায়ের দূষিত বীজ কালক্রমে আপনাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত হইবে এবং আপনাদের হৃদয়তরু-কোটরকে ভক্তিদংশক সর্পাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলী করিয়া ফেলিবে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যাকালে "ভক্তিভবনে" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার নিকট সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগা আমি, সে-সময় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম—"তাহারা আপনার অনুগতাভিমানী। কোন দিনই আপনার হরিসেবার আদর্শের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দল বাঁধিবে না; বাঁধিতে গেলে আমি তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিব।" আপনারা মনে দুঃখ পাইবেন বলিয়া আমার ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা একাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে বলি নাই। প্রতীপ * * * প্রভৃতির দ্বারা আপনারা সে-সকল কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তি-

বিনোদের অপ্রাকৃত মনোঽভীষ্ট-সাধনের বাধা আপনারা একাল পর্য্যন্ত পদে-পদেই দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনাদের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তির বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই নাই, আমি চিরদিনই তারস্বরে ইহা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা সেই কথা না শুনিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিগূঢ়-কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি,—

১। জাগতিক আভিজাত্য গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকারস্বরূপ **বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য**—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়েলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি **ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা** সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা দলন করিও।

৩। **শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমা** যত শীঘ্র পার, আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। **মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচার** (নির্জ্জন ভজন নহে) **দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।** তুমি **নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।**

৪। আমি না থাকা-কালে তোমার * * * বড় আদরের শ্রীমায়াপুরের সেবা। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কোন দিন ভক্তি হইতে পারে না; কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে না, অথচ তাহাদিগকে এ কথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না।

৫। "শ্রীমদ্ভাগবত", "ষট্‌সন্দর্ভ", "বেদান্তদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। **শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন** করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।

৬। নিজ-ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ বা অর্থসংগ্রহের জন্য কোন দিন যত্ন করিও না; কাল ভগবৎসেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে; **অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।**

আজ এই পর্য্যন্ত। আমি বৈষ্ণব-সেবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্রের বাকী উত্তর ক্রমশঃ দিব।

আপনার দুঃখে দুঃখী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রচারকার্য্যে সকলেই একতাৎপর্য্যপর হওয়া আবশ্যক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১১ই আষাঢ়, ১৩৩৪
২৬শে জুন, ১৯২৭

ষড়্‌রিপুর দাস্যে কৃষ্ণবিস্মৃতি ঘটে—সকলে মিলিয়া-মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া কীর্ত্তন-যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়—সকল বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান-পূর্ব্বক হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * *। অরিকুল-বেষ্টিত আমরা সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া হরি ও হরিজন-সেবায় নিযুক্ত। প্রত্যেকেই আমরা ষড়্‌রিপুর দাস্য করিতে গিয়া ন্যূনাধিক কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃত। **সকলে মিলিয়া-মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন,**—ইহাই আমার প্রার্থনা। 'একাকী আমার নাহি পায় বল,'—এই পদটী স্মরণ রাখিয়া সকলে মিলিয়া আমাদের অভীষ্ট কীর্ত্তন-যজ্ঞ সমাপন করুন। **সকলের সহিত বন্ধুত্ব অর্থাৎ সকল বৈষ্ণবের মন যোগাইয়া হরিসেবায় নিযুক্ত থাকা কীর্ত্তন-যজ্ঞের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অপরিহার্য্য সদ্‌গুণ।** আশা করি, সেই সদ্‌গুণের সহিত আপনি উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪৪ মল্ রোড্, কানপুর
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪
১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

অবরোহ বা অবতার-বিচার—ভক্তগণকে সেবোৎসাহ-দান—ভক্তিগ্রন্থ-মুদ্রণার্থ উপদেশ—"Harmonist"-পত্রে "বিলাস ও বিরাগ"-শীর্ষক সংস্কৃত-প্রবন্ধ প্রকাশ।

স্নেহবিগ্রহেষু -

আপনার ১৩।১১।২৭ ও ১৬।১১।২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি। * * আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি কুঞ্জবাবুকে দেখাইবেন। গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonistএর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। নিমানন্দ প্রভুর article মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর 'deduction' বা 'অবরোহ' বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **Absolute Truth আপাত প্রতীতে unknown বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই best known.** অবরোহ বা অবতার-বিচারে unknown অবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down but is not unknown. He comes upon the material eyesight. যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিষ্ট্রী বুক্‌প্যাকেটে আপনার

অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্থবির হইয়া পড়িতেছি, সেজন্য শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও বাসুদেব প্রভু প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। * * * 'গৌড়ীয়ে'র প্রবন্ধ আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন। "শ্রীচৈতন্যভাগবত" ও "শ্রীমদ্ভাগবত" দশম স্কন্ধ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক। "চৈতন্যমঙ্গল"ও শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত "বিলাস ও বিরাগ"-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonistএ প্রকাশ-জন্য Regd-packetএ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বহির্ম্মুখের প্রজল্প উপেক্ষণীয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমরনিবাস, চক্রতীর্থ, পুরী
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫
২৪শে মে, ১৯২৮

ভগবৎসেবাবিমুখগণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য—অসৎপ্রকৃতির লোকেরা অপরের অপকার ব্যতীত উপকার করে না—গৌড়ীয়মঠের জন্য শ্রীভক্তিরঞ্জন জগবন্ধুর ভূমিদান।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি এখানে প্রায় মাসাবধি বাস করিয়া অনেকটা ভাল আছি, আরও অনেকদিন থাকিতে পারি। শ্রীমান্ * * * প্রভৃতি আমার সঙ্গে আছেন। * * *। আপনি লিখিয়াছেন যে, উৎসবের পর হইতে আপনি বিশেষ দুঃখিত আছেন। **অপর বাজে লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়া কোন ফল নাই। উহা হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে।** অসৎপ্রকৃতি লোকেরা অপরের ক্ষতি ব্যতীত উপকার করে না। বি * * * সম্প্রতি বরিশালে যাইতে পারে, যদি উহার হাতে বিশেষ জরুরী কার্য্য না থাকে। নানাস্থানে মঠ হওয়ায় আমাদের নানাপ্রকারে উদ্বিগ্ন হইতে হয়। বরিশালে কতদিনে মঠ হইতে পারিবে, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। বরিশালের মঠই সম্প্রতি কলিকাতায় হইতে চলিল। বোধ করি, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয়ের কথা শুনিয়া থাকিবেন; তাঁহার কলিকাতার বাড়ীর নিকটেই গৌড়ীয়মঠ হইতেছে। তিনি ভূমি দান করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

একান্ত শরণাগত ব্যক্তি নিরপরাধী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পোড়াকুটী, পুরী
২১শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৪ঠা মে, ১৯২৯

সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিলে কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে না—শরণাগত সেবোন্মুখ ব্যক্তির অজ্ঞানকৃত অপরাধ ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

* * *

আপনার পত্রের লিখিত বিষয়ে যে অপরাধের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা জ্ঞানকৃত দোষ নহে। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় সেই প্রকার অসুবিধায় আপনার কোন প্রকৃত ক্ষতি হইবে না। আপনারা সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সুতরাং সাধারণের ন্যায় কোন অসুবিধার বাধ্য নহেন, তাহা আমি জানি। অপরাধ ক্ষমা করিবার মালিক শ্রীভগবান্। **তাঁহার কাজের কোন অপরাধ তিনি গ্রহণ করেন না,** ইহাও জানি। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া সেবোন্মুখ থাকিতে পারি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অমানি-মানদত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ,
পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৭ই মে, ১৯২৯
১৪ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

বৈষ্ণবাচার্য্যের অমানি-মানদত্ব ও অপরকে সেবোৎসাহ-শিক্ষা-দান।

বিহিতবৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর বিনীত নিবেদনম্

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার ৫ই মে তারিখের একখানি কৃপাপত্রী পাইয়া সুখী হইলাম। আমার ভাষায় অধিকার অল্প, সেজন্য যথোপযোগী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে না পারিলেও ভবদীয় অযাচিত কৃপা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

আপনারা চিরদিনই গৌড়ীয়-ভক্তগণের আশ্রয়স্থান। বিশেষতঃ আপনি মাদৃশ অকিঞ্চনের প্রতি যে-প্রকার স্নেহান্বিত, ভগবানে আমার তদনুরূপ সেবাবৃত্তি নাই। আপনি স্বভাবতঃ ভগবৎকৃপায় যে-প্রকার স্নিগ্ধ, সেইরূপ মহৎচিত্তের কণাশীর্ব্বাদ লাভ করিলে আমরাও মহৎ হইতে পারি। আপনি—হরিজন-সুহৃৎ। আমি—হরিজন-সেবক। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আপনার কবে আসা হইবে, জানিবার প্রার্থনা। আমি আরও কিছুদিন এখানে থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৭ই মে, ১৯২৯
১৪ই মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

জীবের প্রতি ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত—সাংসারিক নানাপ্রকার অসুবিধা বা অমঙ্গলকে 'ভগবানের দয়া' বলিয়া বুঝিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ সংসারগতি লাভ হয়—সর্ব্বদা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকাই সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশের হাত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায়।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম। এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসে নাই। ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া

তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। **যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।**

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই গরমের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জল-ভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্ব্বক সাংসারিক অভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হউন। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সর্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সেবা-বৈভব খর্ব্ব করিবার বুদ্ধি, গ্রহণযোগ্য নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী
২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৬
৯ই মে, ১৯২৯
১৬ মধুসূদন, ৪৩৩ গৌঃ

মহাপ্রভুর সেবোপকরণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য, হ্রাস করা কর্ত্তব্য নহে—শ্রীজগন্নাথদেবকে একমাত্র প্রভু ও ভোক্তা না জানিলে তাঁহার হস্ত-পদ সঙ্কোচ করিয়া ফেলার প্রবৃত্তি হয়—শুদ্ধভক্তগণ পরম মঙ্গলময় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মিগণের ন্যায় কখনও পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবান্ নহেন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

কোথায় মহাপ্রভুর বাগানের উন্নতি হইবে, তাহার বদলে আপনারা সেই সকল জমি বিলি করিয়া দিলেন। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ভাল করিয়া মহাপ্রভুর সেবার জন্য চাষাবাদ হইবে, তজ্জন্যই ঐ জমি মঠের অধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আপনারা এখন মঠের বাহির করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে আপনারা শ্রীজগন্নাথদেবের ন্যায় হস্তদ্বয় অপ্রসারিত ও পদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া ফেলিবেন। আজ সূর্য্যগ্রহণ * * * ন * * * সমুদ্রে গিয়া স্নান করিয়া পুণ্য সংগ্রহ করিয়া ফেলিল! আমরা কিন্তু তাহার ন্যায় পুণ্য-সংগ্রহে বঞ্চিত হইলাম! বিশেষতঃ রত্নাকরে সকল নদীর সমাগম এবং সূর্য্যগ্রহণকালও উপস্থিত, কিন্তু আমরা অলস।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রামজীবনপুর

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৬

১০ই মে, ১৯২৯

১৭ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

চন্দনযাত্রা হইতে শ্রীক্ষেত্রের উৎসবারম্ভ—"পোড়াকুটী"তে পুরুষোত্তম-মঠ প্রতিষ্ঠা—পুরুষোত্তম হইতে শ্রীগৌরবাণী প্রচারে আচার্য্যের অভিলাষ।

* * *

শিলং শৈলে ও চেরাপুঞ্জিতে যে মোটরখানি আরোহণ করিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা পুরুষোত্তম-মঠের সেবার জন্য এখানে আগত হইয়াছে। অর্থাৎ ৫০০০ ফিট নিম্নে নামিয়াছে। এবার শ্রীচন্দনযাত্রা হইতেই শ্রীক্ষেত্রের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল। * * * ও * * উৎকলদেশে মফঃস্বলে প্রচার করিতেছেন। এখানে অপ্রাকৃত প্রভু ও বন মহারাজ আছেন। এবার পুরুষোত্তম-মঠের বাড়ীটী বেশ মধ্যস্থানে এবং বৃহৎ হইয়াছে। এই প্রাসাদের নাম—পোড়াকুটী। এখানে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ একবৎসরের জন্য থাকিবে এবং **উৎকলের পুরুষোত্তম হইতেই শ্রীগৌরগাথা প্রচারিত হইবে।** 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক ও সঙ্ঘপতি এখানেই উপস্থিত।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌড়ীয়ের শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৬
১৪ই মে, ১৯২৯
২১ মধুসূদন, ৪৪৩ গৌঃ

অনুগতজনের সেবাবৃত্তি-দর্শনে আচার্য্যের আনন্দ—শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকট্যের প্রয়োজনীয়তা।

প্রিয়বরেষু—

আপনার ১২ই মে তারিখের কার্ড পাইলাম। গত পরশ্ব প্রেরিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের উৎসব আপনার সেবা-চেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া প্রোৎফুল্ল হইলাম। আমাদের প্রকৃষ্ট-সেবা-প্রণোদিত হইয়া প্রাণারাম শ্রীগৌরবিগ্রহ কবে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহার জন্যই আমি চিন্তা করিতেছি। **শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠের শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর শ্রীরাধারমণদেব নিম্বভাস্করের দলের সেবিত বিগ্রহ নহেন।** সুতরাং সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রাকট্য পরম প্রয়োজনীয়।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ-জন্যই বিদ্ধকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬
২৮শে মে, ১৯২৯
৫ ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

আলোক-অন্ধকার—পাপ-পুণ্য—মূর্খতা-পাণ্ডিত্য—সুখ-দুঃখ—আলালনাথের মন্দির-মেরামত-কার্য্যারম্ভ—অনুক্ষণ শুদ্ধহরিকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২।৩ খানি পূর্ব্বের পত্র এবং অদ্য তারিখের আর একখানি পত্র পাইলাম। * * *। যেখানে আলোক, সেখানেই কিছু না কিছু অন্ধকার; যেখানে পুণ্য, সেখানেই অপাশ্রিতভাবে কিছু না কিছু পাপ থাকার আবশ্যকতা আছে। মূর্খতা থাকিলে পাণ্ডিত্যের উপযোগিতা আছে। দুঃখ না থাকিলে সুখের উপযোগিতা উপলব্ধি হয় না। তজ্জন্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকে ধন্যবাদ দিবেন।

ব্রহ্মচারী * * * বিশেষ যত্ন করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আনন্দিত হইলাম। এখানকার উৎসব মঙ্গলমত চলিতেছে। আলালনাথের মন্দির-মেরামত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আপনাদের কুশল-সংবাদ সর্ব্বদাই জানাইবেন। **যেকাল-পর্য্যন্ত-না আপনারা চব্বিশপ্রহর লোকের কর্ণকুহরে হরিকথা প্রবেশ করাইতে পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত কাজিল-দলের অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন চলিতেই থাকিবে।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিশুদ্ধ হিন্দু কাহারা ?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২৩৩৬
৩০শে মে, ১৯২৯
৭ ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরকে মেকী মায়াপুর হইতে পৃথক্ রাখিয়া পবিত্রতা সংরক্ষণোপদেশ—"পাষণ্ডী হিন্দু" ও "বিশুদ্ধ হিন্দু"—পাষণ্ডী হিন্দুগণের অপকর্ম্ম।

My dear B * * !

* * শ্রীধাম-মায়াপুর যাহাতে জাল বা মেকী মায়াপুরের সঙ্গে মিশিয়া না যায়, সেইরূপ পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। প্রাকৃত-সহজিয়াদের ন্যায় বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। * * *। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর নাম—'পাষণ্ডী হিন্দু', আর বৈষ্ণবগণের নাম—'বিশুদ্ধ হিন্দু'। পাষণ্ডী হিন্দুগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া থাকে, উহাতে দৃক্‌পাত করিতে নাই। য * * * প্রভৃতি পাষণ্ডী হিন্দুগণ করিতে না পারে,—এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই ; সুতরাং হরিসেবকগণের কতকগুলি 'কুন্‌কে' শত্রু বৃদ্ধি করা উচিত নহে। পূর্ব্ববঙ্গে উহাদিগকে 'ছুঁচা' বলে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রচার ও নির্জ্জন-ভজন-ছলনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
পোড়াকুটী
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬
৮ই জুন, ১৯২৯
১৬ই ত্রিবিক্রম, ৪৪৩ গৌঃ

হরিকথা-প্রচারোপদেশ— নির্জ্জন-ভজনের অধিকারী কে ?—জাড্য ও কৃষ্ণানুশীলন এক নহে—মহাপ্রভুর ইচ্ছায় লোকের কুধারণা নষ্ট বা বৃদ্ধি—শাখামঠের সেবা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই জুন তারিখের বিস্তৃত পত্র পাইলাম। আপনারা দিল্লী শাখামঠে প্রচারাদি কার্য্য করিতে থাকুন। মধ্যে মধ্যে সিমলা ও কুরুক্ষেত্রে যাওয়া আবশ্যক। আপনি থাকিলে দিল্লীতে প্রচার ভাল হইবে। * * * দিল্লীতে আসিবার আগ্রহ করেন না ; নির্জ্জনে বসিয়া তুলসী মালিকা আকর্ষণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করেন। অধিকন্তু * * সম্প্রদায় সেই নির্জ্জন-ভজনানন্দীকে স্থায়িভাবে থাকিবার জন্য আকড়াইয়া ধরিয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুনয়-বিনয় কতদূর সফল হইবে, জানি না। তবে আপনি আমার নাম করিয়া * * * প্রভুকে লিখিয়া দিবেন। **তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে স্থায়িভাবে**

নির্জ্জনে বাস করা সঙ্গত মনে করি না। রাজধানী দিল্লীতে থাকিলেই তাঁহার মঙ্গল ও কৃষ্ণানুশীলন হইবে। জাড্য ও কৃষ্ণানুশীলন পৃথক্। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে দিল্লীর লোকের ধারণা নষ্ট হইবে। আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলে লোকের কু-ধারণা বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং আমাদের বলিবার কিছু নাই। শাখা-মঠটী সঞ্জীবিত রাখুন; তাহা হইলে কোন-না-কোনদিন পাষণ্ড-মতসমূহ ধ্বংস হইবে। রায়সাহেব মহোদয়কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ স্নেহপর বলিয়া আপনাদিগকে এতাদৃশ যত্ন করিয়া থাকেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমায়াপুরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
১১ই আষাঢ়, ১৩৩৬
২৫শে জুন, ১৯২৯

শ্রীধাম-মায়াপুরে বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর কর্ত্তব্যতা—বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য-পরিত্যাগ-কারিণীগণ শ্রীমায়াপুর-বাসের যোগ্যা নহেন—স্ত্রী-ভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন বাঞ্ছনীয়—নিজ-নিজ স্বতন্ত্রতা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবা করাই স্ত্রী-ভক্তগণের কর্ত্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপল্লী শ্রীধাম-মায়াপুরে হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্য ছাড়িয়া যাহারা স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের স্থান শ্রীমায়াপুরে হওয়া উচিত নহে।** * * যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীভক্তগণের পিতৃস্বরূপ ও পুত্রস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লীর আয়োজন করিতেছিলেন, তৎকালাবধি গোলমাল উপস্থিত হয় নাই। * * * বিষ্ণুপ্রিয়ার অনুগত স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিবেন। তাঁহারা নিজের স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবেন না। * * *।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আদর্শ জীবন প্রদর্শনের আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৬
১০ই জুলাই, ১৯২৯

হরিসেবায় উৎসাহ-দান—আদর্শ বৈষ্ণব-চরিত্র-প্রদর্শনার্থ উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭।৭।২৯ তারিখের কার্ড অদ্য কৃষ্ণনগরে পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। আমি অশ্লেষা ও মঘার জন্য গতকল্য ও অদ্য পর্য্যন্ত কলিকাতা যাই নাই। আগামীকল্য বৃহস্পতিবার বেলা ৩টায় কলিকাতা পৌছিব, স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বেই আপনাকে গোদ্রুম-উৎসবের কথা জানাইয়াছি।

কলিকাতা হইতে অপ্রাকৃত প্রভুর লিখিত বাসুদেবের নামীয় পত্রে জানিলাম যে, তীর্থ, বন, দাশরথী ও সর্ব্বেশ্বর প্রারম্ভিক কার্য্যের জন্য কটক যাত্রা করিয়াছেন। আপনারা গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া ফিরিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

নি * * যাহাতে উৎসাহের সহিত নিজ-কর্ত্তব্য করিতে করিতে হরিসেবা করেন,—এইরূপ উপদেশই তাঁহাকে সর্ব্বদা দিতে হইবে। ভ * * র সহিত আমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছে। তিনি

কতকগুলি অনভিজ্ঞ অর্ব্বাচীন ব্রহ্মচারী-নামধারী লোকের ও রা * * র কথায় চঞ্চলমতি হইয়া ত * * ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইতেছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় আপনাদিগের প্রতি সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইবার পরামর্শ দিয়াছি। তিনি গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়াছেন, তবে এখন তাঁহার কি বিচার, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মোটের উপর **আমাদের আদর্শ চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্য প্রকার দর্শন না করে, তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক হই। কোমল শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁহারা অন্তর্দ্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পত্রের শিরোদেশে জয় বা নমস্কার লেখাই বিধেয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

c/o এ, কে, সরকার
৪৮নং বাংলো,
ফৈজাবাদ (ইউ, পি)
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৩৬
২১ অক্টোবর, ১৯২৯
৩ দামোদর, ৪৪৩

মর্য্যাদাপথে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করা বিধি—পত্রের শিরোদেশে নাম-মহামন্ত্র লেখা অসঙ্গত—প্রাকৃত-সহজিয়ার "রাধে রাধে" শব্দোচ্চারণ—ছড়াসৃষ্টি-কারিগণের চেষ্টা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রী * * *র নামীয় ১৫।১০।২৯ তারিখের আপনার লিখিত পত্র পাইয়াছি। আমরা গত পরশ্ব বারাণসী হইতে ফৈজাবাদে আসিয়া পৌছিয়াছি। * * প্রভৃতি সাতমূর্ত্তি গতকল্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাত্রা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ অদ্য তাঁহারা তথায় পৌছিয়াছেন। এইখানে আমরা সাতমূর্ত্তি অমূল্য বাবুর আশ্রয়ে বাস করিতেছি। এক সপ্তাহ পরে নৈমিষারণ্য মহোৎসবের জন্য যাত্রা করিব, ইচ্ছা আছে। এখানে গতকল্য হইতে শীত দেখা দিয়াছে; তবে দিবসে বেশ গরম আছে। দিল্লীতে এই সময় যাইতে পারিব কি না, এখনও স্থির করি নাই।

আশা করি, আপনি শ্রীনামানন্দে ভজনাদি করিতেছেন। বিধি-বিচারে মর্য্যাদা-পথের ব্যবহারিক কার্য্যে জয়োৎকর্ষ অথবা নমস্কারমুখে পত্রারম্ভ করিতে হয়। পত্রের শিরোদেশে সম্বোধনাত্মক নাম-মহামন্ত্র লিখিবার বিধি সঙ্গত নহে। ঐরূপ লিখিলে লেখকের মহামন্ত্রের উপদেষ্টার অভিমান আসিতে পারে। তবে প্রাকৃতসহজিয়াগণের মধ্যে "রাধে রাধে" শব্দদ্বারা বৈষ্ণবের আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার উল্লেখ সম্মান করা হয়। ছড়াসৃষ্টিকর্ত্তাগণকেও নানাপ্রকার নবকল্পিত ছড়া লিখিতে দেখা যায়। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীকুণ্ডতট লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামীর স্থান নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৬
২৫শে অক্টোবর, ১৯২৯
৭ দামোদর, ৪৪৩ গৌঃ

হরিবিমুখগণ সমশীলের নিকটই প্রতিপত্তি লাভ করে—বহির্ম্মুখ-দলের মঙ্গল-কামনা করিয়া নিজেরা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকাই ভক্তগণের কর্ত্তব্য—রাধাকুণ্ডতটে বাসের অধিকারী কে ?

স্নেহবিগ্রহেষু—

বহুদিন হইতে আপনার কোন সংবাদ পাইতেছি না। প * * * আপনার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি রাধাকুণ্ডে গিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিবেন, জানিয়াছিলাম। তাহাই করিয়া ফিরিয়াছেন কি না, বুঝা গেল না। আপনার আলালনাথ যাইবার পাথেয়ের অভাব থাকিলে আমাকে নৈমিষারণ্যের ঠিকানায় জানাইবেন, আমি উহা পাঠাইয়া দিব। আজকাল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের সংবাদও পাইতেছি না। * * * *। হরিবিমুখ-দল শুনিতেছি রাধাকুণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাদের সমশীল ব্যক্তিগণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। সুতরাং উহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আমাদের হরিসেবায় যত্ন করা কর্ত্তব্য। **শ্রীকুণ্ড-তটবাস মহাসৌভাগ্যবানেরই লভ্য।** মাদৃশ **জড়-ভোগী জনের বাস্তব্যভূমি না হওয়ায়** মানসবাস-ব্যতীত কুণ্ডতটে আমার সাক্ষাৎ বাস সম্ভব হইতেছে না। আপনি মহাসৌভাগ্য-বান, সুতরাং শ্রীরাধাকুণ্ডে বাসের লালসা আপনাতে উদিত হইয়াছে !

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনীর পরিকল্পনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

c/o এ, কে, সরকার
এস্-ডি-ও ; এম্-ই-এস্, ফৈজাবাদ
১০ই কার্ত্তিক ; ১৩৩৬, ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৯
৯ দামোদর, ৪৪৩ গৌঃ

শ্রীধাম-মায়াপুরে "শ্রীগৌড়ীয়-ভাগবত-প্রদর্শনী"—প্রদর্শনীতে ভক্তিপথের পথিকগণের দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ—প্রদর্শনোপযোগী সামগ্রী।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৩রা তারিখ হইতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মবাসর হইতে "শ্রীগৌড়ীয়-ভাগবত-প্রদর্শনী" উন্মুক্ত হইবার কথা হইতেছে। এই প্রদর্শনীতে ভক্তি-পথের পথিকের সর্ব্বপ্রকার দ্রষ্টব্য ব্যাপারসমূহ সন্নিবিষ্ট হইবে। এখন হইতে তিন মাস পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবির্ভাব-মহোৎসব। বসন্ত (মাঘী) পঞ্চমী হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চল্লিশ দিবসকাল প্রদর্শনী থাকিবে।

এই প্রদর্শনীতে (১) ভক্তিগ্রন্থাবলী, বিভিন্ন আচার্য্যগণের গ্রন্থ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(২) ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষ্ণুমন্দির, তীর্থস্থান এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু ও গৌড়ীয়ভক্তগণের পদাঙ্কিত তীর্থসমূহ প্রদর্শিত হইবে।

(৩) ভারতীয় তীর্থসম্বলিত ও মহাপ্রভুর পাদপদাঙ্কিত স্থানের নির্দ্দেশপূর্ণ একখানি বৃহৎ ভৌম-মানচিত্র (সমতলভূমিতে) প্রস্তুত হইবে।

(৪) মূর্ত্তিদ্বারা বিভিন্ন বৈষ্ণব-সামাজিক চিত্র (caricatures, ভাল ও মন্দ) clay-modelling প্রদর্শিত হইবে।

(৫) (ক) শ্রীমূর্ত্তিগণের ব্যবহার্য্য শৃঙ্গারাদি বিবিধ বস্তু, (খ) বিভিন্ন প্রকার মৃদঙ্গ, করতাল, ঝাঁঝরাদি বাদ্য-যন্ত্র ; (গ) বিভিন্ন অর্চ্চনাঙ্গ-উপাদানসমূহ ; (ঘ) নগরকীর্ত্তনশোভাযাত্রার বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত

পতাকা, খুন্তি, আশাসোঁটা, পাখা প্রভৃতি; (ঙ) আসন, সিংহাসন, বিভিন্ন বসন, রথ; (চ) বিভিন্নপ্রকার মালিকা, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য-সম্ভার প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে।

(৬) বিভিন্ন অর্চ্চা ও শালগ্রাম-মূর্ত্তি।

(৭) বিভিন্নস্থানের কৃষ্ণপ্রিয় শুষ্ক (পর্য্যুসিত না হয়) নৈবেদ্যসমূহ, রাঘবের-ঝালি।

ম * * * বোধ করি শ্রীচৈতন্যমঠে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদানের ভার গ্রহণ করিবেন। Minerva Nurssaryএর লোক ও কুঞ্জবাবু পুষ্পবাগান সাজাইবার ভার লইয়াছেন।

ঢাকা হইতে শোভাযাত্রার নানাপ্রকার বৈচিত্র্যপূর্ণ সজ্জাসমূহ দুই মাসকাল প্রদর্শনীতে দেখাইবার জন্য লইতে হইবে। * * *। শ্রীবিগ্রহগণের বিভিন্ন সাজ ও বিভিন্ন পোষাক, পূজোপকরণ ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ঢাকায় প্রচুর বর্ত্তমান। ঐগুলি যতদূর সংগৃহীত হইতে পারে, এখন হইতে যত্ন করিবেন। দ্রব্যগুলি প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র দুই-মাসকাল দেখান আবশ্যক। সাধারণ, মধ্যম ও উত্তমভেদে প্রশংসাপত্র ও কতিপয় স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত পদক বা কবচ গুণানুসারে প্রদত্ত হইবে। মহোৎসবে ব্যবহার-যোগ্য কতিপয় পিতল-নির্ম্মিত বৃহৎদ্রব্য (যেমন টোক্না প্রভৃতি) প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। কএকদিন পরে সু * * * ঢাকায় যাইবেন। * * * কাহার নিকট কতদূর ঐ সকল দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। এক এক প্রকার এক একটী দ্রব্য এক এক জনের নিকট পাইলেই হইবে। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিবার সৌভাগ্য সকলের হয় না। জন্মাষ্টমীর মিছিলের নমুনা নবদ্বীপে দেখান আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি ও ভোগ-প্রবৃত্তি কিরূপে দূর হয় ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়নমঠ, কৃষ্ণনগর
২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৭
১৩ জুলাই, ১৯৩০
৩ শ্রীধর, ৪৪৪ গৌঃ

আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তিকথা প্রচারে উৎসাহ ও উপদেশ-দান—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আদেশ ও আনুগত্যে হরিকথা-প্রচারে বিষয়-তরঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না—একমাত্র ভগবদ্ভক্তির-উদয়েই প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি দূরীভূত হওয়া সম্ভব—শ্রীনামের আচার-প্রচার-কার্য্যই পরম-মঙ্গল-লাভের উপায়—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা।

স্নেহবিগ্রহেষু

* * * । আপনি আসামপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যের কৃপা-বিতরণের যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বিশেষতঃ আপনি নাম-মন্ত্র লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে শ্রীচৈতন্য-দেবের বাণী স্মরণ করিয়া 'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ" বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিবেন। উহাতে আপনাকে বৈষয়িক তরঙ্গের ক্লেশ পাইতে হইবে না এবং শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি দিবেন।

* * * "নদীয়া-প্রকাশে" Short paragraph করিয়া অনেক কথা আলোচনা প্রত্যহ ও সর্ব্বদাই করিবেন। **ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে Provincial spirit আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ** করে না। উহা আমরা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে লক্ষ্য করিতেছি। **শ্রীগৌরাঙ্গের গোষ্ঠিবর্দ্ধন অর্থাৎ শুদ্ধভাব প্রচার** আসামদেশে আপনার দ্বারাই সম্ভব।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য" শ্লোকটি আপনি আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মর্ম্ম অবগত হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন,—এ কথা আর আপনাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই সকল প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত আছে। আপনি উহা **যখন পাঠ করেন, তদ্রূপ আচরণও করিবেন।** শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "কাম-ক্রোধ ছয় জনে, লঞা ফিরে নানা স্থানে" বাক্য আমরা পাঠ করি ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করি। তথাপি আমাদের দুর্দ্দৈব ভগবৎসেবা করিতে দেয় না ও অবিচারের মধ্যে লইয়া যায়। গুরুবৈষ্ণবের কৃপাই একমাত্র ভরসা জানিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভগবৎপ্রপত্তিই মঙ্গলসেতু

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়নমঠ, কৃষ্ণনগর
২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৭
১৪ জুলাই, ১৯৩০

ভগবৎপাদপদ্মে মতি রাখিয়া তাঁহাকে ডাকাই সকল মঙ্গলের হেতু—জীবকে বিভিন্ন অবস্থায় রাখার মালিক একমাত্র ভগবান্,—ভগবানের প্রদত্ত ব্যবস্থা জীবের অবনতমস্তকে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

সম্মানভাজনেষু—

মহাশয়, আপনার ২২শে আষাঢ় তারিখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভগবানে মতি রাখিয়া ভগবান্‌কে ডাকিলেই সকল মঙ্গল হয়। আমি ইহাই জানি। আপনি তাহাই করিবেন,—ইহাই আমার নিবেদন। সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবান্‌ই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা, তাহাই অবনতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য জানিবেন। আশা করি, কুশলে আছেন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের দণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর
৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৭
১৯শে জুলাই, ১৯৩০

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা—পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ পাষণ্ডতা-বৃদ্ধির হেতু—বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর অমার্জ্জনীয় নরক-যাতনা-প্রাপ্তি ও জন্ম-জন্ম অত্যন্ত অবয়যোনি-লাভ—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে আপাত-দণ্ড-লাভ মঙ্গলজনক, আর আপাত-দণ্ড-বঞ্চিত হইয়া ভবিষ্যতে দণ্ড-প্রাপ্তি অধিকতর দুর্গতি ও ক্লেশদায়ক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার ১৬।৭।৩০ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। হরিবিমুখজনগণ স্বভাবতঃ ও নিসর্গদোষে ভগবদ্ভক্তের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত এবং শিষ্টাচার-বহির্ভূত বর্ব্বরোচিত ক্রিয়ায় উন্মত্ত হয়। উহাদের জন্য শাস্ত্রে "পশূনাং লগুড়ো যথা" ব্যবস্থা আছে। যেকালে পাষণ্ডদিগের দণ্ড হয় না, তখনই তাহারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের প্রতি স্ব-স্ব পশুচিত ব্যবহার করিতে থাকে। শ্রীমান্ * * বাহিরে পাষণ্ড-শাসন-নীতি পরিত্যাগ করিলেও স্বীয় সরলস্বভাবপ্রযুক্ত উপেক্ষাধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু এরূপ উপেক্ষা জীবের

পাষণ্ডতা বৃদ্ধির যথেষ্ট প্রশ্রয় দেয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-কালে ভাল মানুষ হইয়া নীরব থাকিলে মায়ার বহু প্রকোপ আসে। ভগবদিচ্ছাক্রমে তিনি enquiryর সময় নিরপেক্ষ সাক্ষী হইতে পারিবেন, নতুবা তিনিও পার্টির মধ্যে পড়িয়া যাইতেন।

এই ব্যক্তির বিশেষ দণ্ড হওয়া আবশ্যক; কেন না, সে নিজেই দুর্বৃত্তাচরণ করিয়া মাধাইএর মত কার্য্য করিয়াছে। ভ * * প্রভুর তাহাতে ক্ষতি হইবে না; কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হওয়ায় জন্ম-জন্ম অমঙ্গলের হস্তে পতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা হইতে তাহার কোন প্রকারে পরিত্রাণ নাই। একে ত' বৈষ্ণবকে বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করিল, আবার তাহার উপর অপর বৈষ্ণবকে প্রহার করিল! এই সকল পাপে তাহার আত্মা অত্যন্ত অবরযোনি লাভ করিবে। ভ * * প্রভু এবং ন * * প্রভু দুর্বৃত্তকে ক্ষমা করিলেও সুদর্শনচক্র জন্ম-জন্মান্তরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তবে দণ্ড পাইয়া পাপ ক্ষয় হয়। সেইরূপ দণ্ড লাভ করা তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং ভবিষ্যৎ কুম্ভীপাকের অতিরিক্ত যন্ত্রণা হইতে কিছু সুবিধা লাভ। আর এখন দণ্ড না পাইলে তাহার আরও অধিকতর দুর্গতি হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ষট্‌তত্ত্ব ও পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ, কৃষ্ণনগর

৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৭

২৪শে জুলাই, ১৯৩০

"বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ষট্‌তত্ত্ব এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোকের পঞ্চতত্ত্ব-মধ্যে বৈশিষ্ট্য-বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * * আপনার ২২শে জুলাই তারিখের পত্র পাইলাম। "বন্দে গুরূন্" শ্লোকের ষট্‌তত্ত্ব এবং "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং" শ্লোকের পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হইতেছে,—গুরুতত্ত্ব লইয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত আর চারি তত্ত্বের যে-কোন একটি 'গুরুতত্ত্ব' হইতে পারেন,—যেরূপ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শ্রীগুরু-দেব—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুর গুরুদেব—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু, শুদ্ধভক্ত-সাধারণ সকলেরই গুরুদেব—শ্রীবাস পণ্ডিত। এই চারি গুরু 'প্রভু'-তত্ত্বের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুতরাং পঞ্চতত্ত্ব ও ষট্‌তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর ভেদ নাই।

গুরুতত্ত্ব—পঞ্চতত্ত্বাত্মক অখণ্ড অদ্বয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি পৃথক্ হইয়াও অপৃথক্। 'গুরু'-শব্দের বৈশিষ্ট্য পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণ হইতে প্রকটিত হইলেও তদন্তর্গতই গুরুতত্ত্বে আশ্রয়-বিচারে পঞ্চতত্ত্বাত্মক কৃষ্ণই বিষয়। **গুরুদাসের গুরুতত্ত্বে, কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞান থাকিলেও গুরুদেবের আশ্রয়ত্বের বৈশিষ্ট্য বিনাশ করিতে হইবে না, তাহা নিত্য।**

শ্রীহরিজনকিঙ্কর

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জীবের মূল ব্যাধি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৭
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০
১৬ পদ্মনাভ, ৪৪৪ গৌঃ

হরিকথা-কীর্ত্তনস্থলীই মহাতীর্থ—কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই জীবের মূল ব্যাধি—হরিনাম-মহৌষধ কর্ণদ্বারা পান করিলেই কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতিব্যাধি দূরীভূত হয়—মনুষ্যজীবনের কৃত্য।

বিহিত-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি শারীরিক পীড়াবশতঃ শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু হরিকথা শ্রবণের একটুকু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। **'যেখানে হরিকথা, সেই-খানেই তীর্থ।** যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সে-স্থান শারীর-সৌখ্য-বিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, সুতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়সুখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই **কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি**। শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকা-কালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতি-ব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—সেদিন আমার কবে হইবে,—"বিষয় ছাড়িয়া আমি কবে যা'ব বৃন্দাবন?" আমরা কি গাহিতে পারিব?—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই ॥

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

আমরা কি গাহিতে পারিব ?—

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিবস, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণাজলসিন্ধু॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতিলেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ॥
সিদ্ধদেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ-গুণগান॥

যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায়॥

আমি আর অধিক কি বলিব? উৎসবের সময় ৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর এখানে আগমন করিবেন। সাক্ষাতে আর আর বিষয় নিবেদন করিব। ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, বাগবাজার
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৩৭
২৬শে অক্টোবর, ১৯৩০
১৯ দামোদর, ৪৪৪ গৌঃ

প্রতিষ্ঠাকামী বহির্ম্মুখগণ অনভিজ্ঞ ও পল্লবগ্রাহী—অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারই সর্ব্বোত্তম ও সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত—শ্রীরূপানুগ-গণের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মই নির্ম্মল আত্মধর্ম্ম—শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত, খণ্ড, অনিত্য প্রতিফলনই পশু-পক্ষীর প্রেম—প্রাকৃতসহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম্ম নহে—গৌড়ীয়মঠের জীবে দয়ার উদাহরণ—আচার্য্যের জগজ্জঞ্জাল-নিবারণ-চেষ্টা—পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীতে যোগদানের উপকারিতা।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদং—

* * * প্রতিষ্ঠাশাপরায়ণ রাবণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা-হরণ-জন্য দুঃখকারীর অনুতাপ যে শ্রীগৌরসুন্দর কৃপাপরবশ হইয়া অপসারিত করিয়াছেন, সেই শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের আজ্ঞাক্রমেই বিদ্বেষিগণ তাণ্ডব-নৃত্যের আবাহন করিয়াছে। তাহাদের অনভিজ্ঞতা ও পল্লবগ্রাহিতা অচিরেই পুস্তিকাকারে ও বক্তৃতামুখে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারে-দ্বারে প্রচারিত হইবে এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের সর্ব্বোত্তম সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত কৃষ্ণভজনকারিগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিবে।

আপনি শ্রীরূপানুগ-গণের আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল আত্ম-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া মার্টিনো, কেয়ার্ড, পার্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কুদার্শনিকের আধ্যক্ষিক জ্ঞানের অনুগমনে আপনাকে লব্ধবল মনে

করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়াগণের পশু-পক্ষীর প্রেমকে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমের বিকৃত, ঘৃণিত প্রতিফলন বুঝিবার পরিবর্ত্তে উহাই ছায়াশক্তি-রচিত এই প্রপঞ্চে অন্বয়ভাবে আসিয়াছে,—এরূপ জ্ঞান করিবেন না। প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ ভক্তিধর্ম্ম নহে উহা উচ্ছৃঙ্খলতামাত্র—শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমা হইতে সুদূরে অবস্থিত। পক্ষান্তরে, মায়াবাদ ও ভক্তিবিরুদ্ধ অন্যান্য বিচারসমূহের সুদুর্ব্বলা যুক্তিরাশি যে "স্থলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্" বাক্যোদ্দিষ্ট দলকে ভবজলধিতে ভাসাইয়া না রাখিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের জীবে দয়ার অন্যতম উদাহরণ।

আপনি একটুকু সময় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রস্তরফলক-লিখিত বিষয়রাশি ধীরভাবে পাঠ করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আপনার ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষজনিত গুরুবৈষ্ণবাপরাধের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। তখনই শ্রীগৌড়ীয়মঠে সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র বিন্দু আস্বাদন করিতে পারিবেন।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—"নদীয়া-প্রকাশ"-পত্রে যোগ্যতর ও যোগ্যতম ব্যক্তিদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট প্রচারিত হইবে। শুধু তাহাই নহে, শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম হইতে লব্ধ অসীম অনুপম বলসম্পন্ন 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকসঙ্ঘের বজ্রসার লেখনীর মুখে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতমতভ্রষ্ট পরিমলের দুর্ব্বল লেখক অপ্যয়দীক্ষিতের পণ্ডিতম্মন্যত্বরূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ উৎপাটিত ও বিশীর্ণ হইবে। আমরা বল্লভ-সম্প্রদায়ের পুরুষোত্তম মহারাজ-প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গের সদ্বিচার আদর করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ক্ষীণ নিঃশক্তিক ব্রহ্মবিচারের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপাদন, শ্রীগৌরসুন্দরের উপদিষ্ট তৃণাপেক্ষা সুনীচতা, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানি-মানদত্বসহকারে

অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনের প্রণালীর অনুসরণ ও সেই হরিকীর্ত্তনকারিগণের শিবদ পাদুকা শিরে বহন করিয়া অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, যোগী, নির্ব্বেদ-জ্ঞানী প্রভৃতি নানাবিধ অবিবেচক-সম্প্রদায়ের প্রতারিত-নেত্রের দর্শন-সমূহের অকর্ম্মণ্যতা দূর ও অস্থায়ী ভাবে অসামগ্রীর সংযোগে যে বৈরস্য উৎপন্ন হইয়া জগতের জঞ্জাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্যই সকলের কৃপা যাচ্ঞা করিতেছি।

গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষুকগণ আপনার নিকট হইতে মাধুকরী সংগ্রহে বিমুখ নহেন, জানিবেন। আরও সপ্তদিবসকাল গৌড়য়মঠের শ্রৌত পারমার্থিক-বিচার-সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। উহাতে যোগদান করিলে আপনারা যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিবেন। * * * * এই সম্মিলনীতে যোগদান-পূর্ব্বক অবঞ্চিতচিত্তে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই শ্রৌত-পথানুসরণের অভিনব ফল আপনার তর্কনিষ্ঠ অনুতপ্ত-হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখন "তৃণাদপি" শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিবেন। * * * ইতি।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

লীলাস্মরণের প্রণালী ও অধিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭
১৭ই নবেম্বর, ১৯৩০
১১ কেশব, ৪৪৪ গৌঃ

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণের অধিকার—অযোগ্য সাধককে কৃত্রিমভাবে সিদ্ধির পরিচয়-প্রদান অবিবেচকের কার্য্য—স্বরূপসিদ্ধি-লাভকারীর লক্ষণ কিরূপ ?

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২৮শে তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট যে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণাদির বিষয় জানিয়াছেন, উহা আদরণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে ঐ সকল বিষয় অনর্থময়ী অবস্থায় ধারণা করা হয়, বিষয়টি সেরূপ নহে। **শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে করিতে সে-সকল বিষয় ব্যক্তিবিশেষ জানিতে পারেন,** উহাই স্বরূপের পরিচয়। **অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয়।** স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যপ্রতীতি আপনাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা কেহ কাহাকেও কপটতা করিয়া শিক্ষা দেয় না বা নির্ণয় করিয়া দেয় না। তবে নিষ্কপটচিত্তে প্রচুর হরিনাম করিতে করিতে যে উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা সাধু-গুরুর পাদপদ্মে নিবেদন করিয়া সেই বিষয়ের ধারণা শুদ্ধ

ও সমর্থন করিয়া লইতে হয়। উহাই একাদশ প্রকার স্বরূপের পরিচয়। নানাস্থানের অবিবেচক গুরুগণ যে-সকল কথা অযোগ্য সাধকের উপর কৃত্রিমভাবে চাপাইয়া দেন, উহাকে সিদ্ধির পরিচয় বলা যায় না। যিনি স্বরূপসিদ্ধি লাভ করেন, তিনি ঐ সকল পরিচয়ে স্বতঃসিদ্ধ পরিচিত হন এবং শ্রীগুরুদেব সেই সকল বিষয়ে ভজনোন্নতির সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র। আমার এই বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। সাধকের সিদ্ধির উন্নতিক্রমে এই সকল কথা স্বাভাবিকী ভাবে অকপট সেবোন্মুখ হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারীর গতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩০
৪ নারায়ণ, ৪৪৪ গৌঃ

বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারী ব্যক্তি যমদণ্ড্য নহেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোকবাসী—ব্রহ্মজ্ঞের পরিচয় ও গতি—ভগবৎসেবাবিমুখগণই যমদণ্ড্য—সগণ যমরাজ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * "কএকদিনের জন্য জোর করিয়া যমের কবল হইতে জগবন্ধু বাবুর রক্ষা"র কথা—যাহা গৌড়ীয়ের লেখনীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপরে জগবন্ধু বাবু যমকর্ত্তৃক নীত হইয়াছিলেন,—এরূপ সিদ্ধান্ত নয়। শাস্ত্র বলেন,—যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা অজামিলের ন্যায় যমদ্বারে যান না,—বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হন। শ্রীল জগবন্ধুকেও মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ স্কন্ধে করিয়া বৈকুণ্ঠেই প্রেরণ করিয়াছেন। (ছান্দোগ্য বলেন,—**পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্জ্ঞানলাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন।** যাহারা ভগবানের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করে না, তাহাদিগকেই যম শাসন করেন। সুতরাং ভগবদ্ভক্ত যমের প্রণম্য। ভগবদ্ভক্ত চিরদিনই কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎসেবা লাভ করেন। মর্ত্ত্যভূমিতে বা নরকাদিতে যমের প্রভাব আছে। যম ও তাঁহার ভৃত্যগণ ভগবৎসেবকগণের আজ্ঞাবহ।)

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পার্থিব নীতি ও হরিসেবা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
৬ই মাঘ, ১৩৩৭
২০শে জানুয়ারী, ১৯৩১
১৬ মাধব, ৪৪৪ গৌঃ

বৈদ্যচ্ছলে আচার্য্যের অনুগত-জনকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা—ভগবদ্ভক্তগণ পরম মঙ্গলময় শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক পার্থিব-পিতৃ-মাতৃভক্তি প্রদর্শনরূপ সুনীতি পালনের পক্ষপাতী নহেন—মনোনিগ্রহই সকল ভক্তি-প্রতিকূল বিষয়ের বেগ সহ্য করিবার উপায়—নিজেকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিত্যদাস জানিয়া উপাস্যবস্তুর সম্পূর্ণ নির্দ্দোষতা ও নিজের দোষ-স্বীকার গুরুসেবকের কৃত্য—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাভাজন হওয়াই মঙ্গলের হেতু।

স্নেহাস্পদেষু—

* * * আমরা প্রপঞ্চে অবস্থানকালে আপাত সুখের মায়া-মরীচিকায় ধাবিত হই, তজ্জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে তদ্রূপ উদ্দাম-প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া কষ্টের মধ্যে না পড়ি। জন্মে-জন্মে আমরা হরিবৈমুখ্য লাভ করিয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি যথাযথ আচরণ-পূর্ব্বক নিজ-মঙ্গল সাধন করিতে পারি নাই। ইহজন্মে ভগবদ্ভক্তগণের অলৌকিক সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াও উদ্দাম-ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যে ব্যস্ত হইলাম! সুতরাং আমাদের ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে! প্রপঞ্চে ত্রিতাপ-তপ্ত জীবসমূহের উচ্ছৃঙ্খলতাকে

বহুমানন করিয়া ধনপরিত্যাগকারী নির্ব্বোধ আমি কতই না প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ হইলাম! সুতরাং আপনাদের কৃপা-লাভের আশায় ধাবিত হইয়াও আপনাদের সেবা করিতে সমর্থ হইলাম না! পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, জগাই-মাধাই হইতেও গুরুতর পাপিষ্ঠ আমার দুর্গতি দেখিয়া আমার নিত্যবান্ধবগণ কতই না যত্ন করিয়াছেন; কিন্তু আমি প্রবল-চাঞ্চল্য-স্রোতে ভাসিয়া গিয়া তাঁহাদের বাক্যে কর্ণপাত করি নাই।

আপনি সাংসারিক সুখশান্তি লাভের জন্য যে পিতৃমাতৃভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন ও করিবেন স্থির করিয়াছেন, তাহাতে আমার অনুমোদনের যোগ্যতা নাই। যেহেতু আমাদের চিত্ত আপনাদের ন্যায় সুনীতি-পরায়ণ নহে। **যখন আমরা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলাম না, তখন আর তদ্ব্যতীত অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আমাদের সময় নাই।** তজ্জন্য জাগতিক শুভানুধ্যায়ি-গণের চরণে দূর হইতে দণ্ডবৎ।

আর একটি বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি * * * কতিপয় ব্যক্তির প্রাকৃত-দোষ ও প্রাকৃত-দুর্ব্বলতা দেখিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়াবলম্বনে ভাসিয়া যাইতে চাহেন; আমি কিন্তু সেই প্রতিকূলবিষয়গুলিকে বহুমানন করিতে প্রস্তুত নহি। আমি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৩শ অধ্যায়ের ভিক্ষুনীতি পাঠকালে আশ্বস্ত হইয়াছি যে, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতাগুণসম্পন্ন হইয়া সকল ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিব, তাহাতে চঞ্চল আপনি বলেন,—যাঁহাদিগকে আপনি আদর্শ জানিয়াছেন, তাঁহাদের ছিদ্র ও দোষ আপনাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি বলি,—আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব; **সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল**

করিতে পারে না। শ্রীল বংশীদাস বাবাজী নিজেকে গৌর-নিত্যানন্দের ভৃত্য জানিয়া সকলই তাঁহার উপাস্যের দাসেরই দোষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার সে-দিন কবে হইবে—যে-দিন আমি এই কথা বুঝিতে পারিব; আপনার আশীর্ব্বাদে আমি যেন বুঝিতে পারি—আমি প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ দিলাম। এই বিচার যেন উত্তরোত্তর প্রবল থাকে।

আমি আপনার কোন সেবাই করিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনি আপনার প্রিয়জনের পরামর্শে তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। আমি অলস, মন্দবুদ্ধি; সুতরাং আপনার ন্যায় কৃতিপুরুষের যথোপযুক্ত সেবা করিতে না পারিয়া দুঃখিত ও অনুতপ্ত আছি। দয়া রাখিবেন, তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইবে। ইতি

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভক্তের আনন্দাশ্রুতে অভক্তের বিবর্ত্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৬ই মাঘ, ১৩৩৭
৩০ জানুয়ারী, ১৯৩১
২৬ মাধব, ৪৪৪ গৌঃ

স্বজনাখ্য দস্যু—ভগবদ্ভক্তের জীবে দয়ার কার্য্যে সেবাবিমুখগণের বিরুদ্ধাচরণ—বৈষ্ণব-চরিত্র বিষয়ী বহির্ম্মুখগণের অবোধ্য হওয়ায় তাহারা বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া অধোগতি লাভ করে।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৪ই মাঘ তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * * শ্রী * * * ভক্তিমান্ ও নির্বিষয়ী ছিলেন। তাঁহার স্বজনাখ্য আত্মীয়-দস্যুগণ তাঁহার * * * কে কোনরূপ বঞ্চনা করিতে যাহাতে না পারে, তাহা দেখিতে গিয়াই কু * * তাহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়াছেন।

আমি স্বয়ং মায়ামুগ্ধ জীব,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত-গণের আনন্দাশ্রুকে যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে দুঃখাশ্রু মনে করে, তাহারা এক দেখিতে আর এক দেখে। সেই সকল বিষয়ী দিন দিন অধোগতি লাভ করিয়া বহির্জ্জগতের বিষয়কে ধর্ম্ম-জ্ঞানে নানা অপসম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়ে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৭
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১
২২ গোবিন্দ, ৪৪৪ গৌঃ

গুরু-বৈষ্ণবগণের অবমাননা দর্শন বা শ্রবণে তৎপ্রতিকার রহিত হইয়া নীরব থাকা গুরুসেবার ব্যাঘাতকারক—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"—প্রাকৃত-সহজিয়াগণের গুরুদ্রোহিতার কারণ—গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবল পাপ নহে, আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

গতকল্য আপনার কৃপাপত্রী পাইয়া দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, শ্রীধামের * * সেবায় আপনার যে আন্তরিকী চেষ্টা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা জাগতিক কার্য্যের উৎকর্ষে নিযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আপনার দীর্ঘকাল সঙ্গ-লাভ আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

আর একটি কথা এই যে, সহস্র জাগতিক, পারিবারিক, আধ্যক্ষিক কার্য্যসমূহ উপস্থিত হইলেও তাহার বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার শুভাগমন উৎসবকালে বৎসর-মধ্যে তিন চারিদিন আমরা ভিক্ষা করিতে পারি না কি? * * *।

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"—এ কথা পরম সত্য। সুতরাং * * এবং অন্যান্য বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্তবৃত্তিতে উদিত বৈষ্ণব-

গুরুবৃন্দের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক, 'নদীয়া-প্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশ্রম্ভ-গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়,—এই কথা বোধ করি আপনি অনুমোদন করিবেন। ভাগবতমাত্রেই পরম সহিষ্ণু। আপনি ত' তাহাই; কিন্তু আপনার গুরুবর্গের অসম্মান দেখিলে আপনি কখনই সেই দুঃসঙ্গকারকে ক্ষমা করিতে পারেন না। এজন্য আমাদিগের নিত্যগুরুদেব ঠাকুর নরোত্তম তারস্বরে গান করিয়াছেন—"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"।

ক্রোধের নিয়োগ ভক্তদ্বেষিজনেই কর্ত্তব্য। এই কৃত্য-বিমুখতাই বর্ত্তমান প্রাকৃত-সাহজিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুদ্রোহ উৎপন্ন করিয়াছে। আপনি বিচক্ষণ, আপনাকে এ কথা অধিক বলিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা-মাত্র।

বৈষ্ণবের ভৃত্যসূত্রে গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পার্থিব অসুখে ভক্তের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ
২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৭
১২ই মার্চ্চ, ১৯৩১
৮ই বিষ্ণু, ৪৪৫ গৌঃ

শারীরিক ব্যাধি বা অন্য কোন অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার অপেক্ষা করাই শ্রীগুরুসেবকের কৃত্য—ভক্তিতে অবস্থান হইলেই সর্ব্ব-প্রকার অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

স্নেহবিগ্রহেষু--

আপনার ১০।৩।৩১ তারিখের পত্র পাইয়া আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণ উপশমের কথা জানিতে পারিলাম। সমস্তই ভগবদিচ্ছা; সুতরাং অসুবিধাসমূহ উপস্থিত হইলে সহনশীল হইয়া ভগবৎকরুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন, সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না।

* * * * ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়, ইহা আপনি জানেন। অধিক আর কি লিখিব, শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে নিরাময় করিয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত করুন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সাধকের পক্ষে পাদসম্বাহনাদি সেবাগ্রহণ কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৩৮
৯ই অক্টোবর, ১৯৩১
১৩ পদ্মনাভ, ৪৪৫ গৌঃ

সুস্থাবস্থায় অপরকে অঙ্গসেবাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে — সকলেই একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থবিশিষ্ট হইলে কোনও বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাওয়া গেল। **সুস্থাবস্থায় পাদসম্বাহন ও তনুমর্দ্দনাদি কার্য্যে অপরকে নিযুক্ত করাইবার অধিকার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী কাহারই নাই,**—ইহাই শাস্ত্রবিধি। সুতরাং আমরা যথাসাধ্য উহা পালন করিব। আপনার শীঘ্রই ঢাকা-মঠে বা গৌড়ীয়মঠের কার্য্যে যোগ দিতে হইবে। সুতরাং আসানসোল প্রভৃতি স্থানের কার্য্যশেষে তথায় গেলে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই। অধিক কি লিখিব, কোন প্রকার কলহ-বৃদ্ধি প্রভৃতি না হয়। সকলেরই **একই উদ্দেশ্য ও একই সেবাস্বার্থ থাকিলে কোনও প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা হয় না। সেখানে আপাতবিরোধও প্রেমপর সেবার উৎকর্ষ-সাধনেই পর্য্যবসিত হয়।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিকীর্ত্তন-বাধক নির্জ্জন-ভজন ও যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ
৪, জগজ্জীবনপুরা, কাশীধাম
৩রা কার্ত্তিক, ১৩৩৮
২০শে অক্টোবর, ১৯৩১
২৪ পদ্মনাভ, ৪৫ গৌঃ

হরিকীর্ত্তনই মানবজীবনের একমাত্র প্রয়োজন — নির্জ্জন ভজন ও নিষ্কিঞ্চনতার ছলনা — কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাই কর্ত্তব্য — হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা-লাভের উপায় — বিলাসিতা ও বৈরাগ্য — আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

গতকল্য শ্রীযুক্ত * *র প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, * * সা—পর্ণকুটীরে বাস করিয়া ভজনের উন্নতি-সাধন-মানসে কুটীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক মাদ্রাজের হরিকীর্ত্তনকার্য্যের বাধা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগামী বহু-জন্মে ঐরূপ বিষয়-কার্য্য করিলেও চলিবে। কিন্তু **মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি হ্রাস করা কাহারও উচিত নহে।** সহরের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সন্ন্যাসিগণের থাকিবার পক্ষপাতী আমি নহি; যেহেতু সে-সকল কার্য্য হিমালয়-গহ্বরের মধ্যে আরও ভালরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং যমলার্জ্জুনের ন্যায় বৃক্ষযোনিতে অবস্থান করিয়াও ভজনাদি-কার্য্য করা যাইতে পারে। হরিকীর্ত্তন করাই অর্থদ মানবজন্মের একমাত্র প্রয়োজন। **নির্জ্জনভজনের ছলনায় সর্ব্বদা অলস জীবন যাপন করা, নিষ্কিঞ্চনতার ছলনায় অনর্থক দারিদ্র্য আনয়ন করা ও হরিকীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে।** প্রচ্ছন্ন ভোগের

অভিসন্ধিতে কুটীরবাস জন্ম-জন্মান্তরের জন্য স্থগিত রাখিয়া এই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা'-লিখিত বৈরাগ্য অন্তরে (অর্থাৎ লোক না দেখাইয়া) অবলম্বন-পূর্ব্বক "ষড়্‌রস ভোজন দূরে পরিহরি, কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী" ইত্যাদি বাক্য মনে মনে স্বীকার করিয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারের চেষ্টা করিলে হরিভজন ও মহাপ্রভুর কৃপা লাভ হইতে পারে। বাহিরে North Gopalpuram এর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠের মোটরে চড়িয়াও অকপট ভিক্ষুকের বেশ সংরক্ষিত হইতে পারে। বাহিরে কুলিয়ার * * * ভেকধারী * * ভ * * র অনুকরণে বিলাসিতা বা কৃত্রিম-বৈরাগ্য প্রদর্শনের কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগ্য হৃদয়ের বস্তু; যাহারা বৈরাগ্যের অপব্যবহার করে, তাহাদের বিচার-প্রণালীর সহিত জনকরাজা ও রায়রামানন্দের অনুগত সম্প্রদায়ের পার্থক্য আছে। **জনকরাজা বা রায়রামানন্দের দোহাই দিয়া বা তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া রাবণ হইয়া যাওয়াও আন্তরবৈরাগ্য বা যুক্তবৈরাগ্য নহে।** কপটতা বাহিরেই দেখান যাইতে পারে; কিন্তু অন্তরে যদি কাপট্য প্রবেশ করে, তবে কোন দিন কেহ সুফল লাভ করিতে পারে না।

এই পত্রখানি আপনি স্বয়ং পাঠ করিবেন এবং * * ও * * মহাশয়কে ভাল করিয়া পড়াইবেন।

ভগবান্ ও ভক্তির অনুষ্ঠানকে খর্ব্ব করিতে হইবে না। অনেকে এই বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধা লাভ করিয়াছে, আলস্য শিখিয়াছে। * * * ও প্রকৃত বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়াছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আধিব্যাধিতে ভক্তের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa.
4, Hope Road, Lucknow. Cant.
১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮
৩রা নবেম্বর, ১৯৩১
৮ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

বহির্ম্মুখগণের ব্যবহার ধীরভাবে সহ্য করা গুরুদেবকগণের কর্ত্তব্য—দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলেও সেবা-বিচলিত হওয়া সমীচীন নহে—আধিব্যাধিতে বিলাসী ও ভজনকারীর চিত্তের অবস্থা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আপনার অতি বিস্তৃত একখানি পত্র পাইলাম। * * * মহারাজের ৪।৫ খানা পত্র পাইলাম * * *। লোকেরা নিতান্ত বহির্ম্মুখ, সুতরাং তাহাদের ব্যবহার তদনুরূপই হইবে। ধীরভাবে আমরা তাহা সহ্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা একদিন-না-একদিন তাহাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিবে।

আপনারা কেহই দৈবদুর্ব্বিপাকরূপ বর্ষার জন্য বা ব্যাধির জন্য ভীত হইবেন না। উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া যথাকালে বিদায় দিবেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বলিতেন যে, **আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।** শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের উৎসবের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া আনুকূল্য সংগ্রহ করিবেন। * * * *।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House,
Delkhusa.
4, Hope Road,
Lucknow. Cant.
১৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৮
৩রা নবেম্বর, ১৯৩১
৮ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

সেবাবিমুখগণের বিচার—পারমার্থিক-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী—আধ্যক্ষিক বিচারপরায়ণ ও পারমার্থিকগণের বিচারভেদ।

বিহিত-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনম্—

আপনার ১২ই কার্ত্তিকের কার্ড পাইলাম। আপনি হারমনিষ্টের লেখার উপর কি সমালোচনা করিয়াছেন, এখনও দেখি নাই। আপনি লিখিয়াছেন,—"তথাকার কএকজন বলিতেছেন যে, একবার কত টাকা খরচ করিয়া প্রদর্শনী দেখাইলেন, পুনরায় এত টাকা খরচ করিবার আবশ্যকতা কি ছিল? এই টাকা অন্নক্লিষ্ট লোকদিগকে দিলে তাহারা খাইতে পাইত। পরের টাকা পাইয়াছেন, আমোদে খরচ করিতে কষ্ট হয় না। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিলেন।" আপনি তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, **শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী দেখিবার চক্ষু সংগ্রহ করিতে হইলে পারমার্থিক-বিদ্যালয়ে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা**

দিয়া লেখাপড়া শিখিতে হয়। নিজের উদর পূরণ বা দরিদ্র বন্ধুবর্গের উদর পূরণ করিয়া পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইবার দুষ্পিপাসাগ্রস্ত হইলে পারমার্থিক-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী দেখিবার যোগ্যতা হয় না। সুতরাং পরমার্থ-বিষয়কে নিজ-ভোগের আমোদ-প্রমোদ মনে করিয়া টাকা খরচ করিতে পরাঙ্মুখ হইলে সংসার-নরকে বাস করিয়া সেবাবিমুখতা লাভ হয়। এই সকল নারকী চিরদিন দেওয়া-নেওয়া-ধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিবে।

ভাগবতের কথা গৌড়ীয়মঠে যথাস্থানে জানাইবেন। আধ্যক্ষিক-বিচারপরায়ণ জনগণ সেবাবিমুখ জনগণকে অন্নাদি দান করেন; আমরা সেই বিচার হইতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত বলিয়া পারমার্থিক-প্রদর্শনীর জন্য সমগ্র জগৎকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত আছি। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বদ্ধজীবের দৈহিক সৌখ্য ও সেবা-প্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Patiala House, Delkhusa.
4, Hope Road.
Lucknow, Cant., U. P.
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮
৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩১
৯ দামোদর, ৪৪৫ গৌঃ

আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিতে ব্যস্ত হইলে ভগবানের সেবাপ্রবৃত্তি হ্রাস হয়—ইহসংসারের নানাপ্রকার অসুবিধা ভগবানের দয়ার নিদর্শন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

পুরী মহারাজের নামীয় আপনার পত্র লক্ষ্ণৌএ প্রাপ্ত হইলাম। আমি গত শনিবার এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ আসিয়াছি। পুরী মহারাজ সম্প্রতি এলাহাবাদেই আছেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র Redirect করা হইল। গত পরশ্ব শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ, অপ্রাকৃত প্রভু ও বাসুদেব সিম্‌লা ভোজ্জিরাজ্যে গমন করিয়াছেন। পথে গিরি মহারাজ ও ধীররুষ্ণকে তাঁহাদের সহিত লইবার ইচ্ছা আছে। শ্রীমান্ * * * পণ্ডিতের ন্যায় আপনার চিত্তকে কখনও চঞ্চল করিবেন না। **শরীরের অধিক সৌখ্য বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়**; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়। কাশীতে বিশ্বনাথের দয়া হইলেই আপনার চিত্ত স্থির হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুদেবের শাসন ও পরচর্চ্চা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Delhi Gaudiya Math.
3, Haily Road.
New Delhi
১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩১
৯ কেশব, ৪৪৫ গৌঃ

পরচর্চ্চা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মশোধনই শ্রেয়ঃ—গুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলের জন্য শিষ্য বা শিক্ষার্থীকে শাসন করেন বলিয়া সেই কার্য্যভার অপরের অনুকরণীয় নহে।

সসম্মান নিবেদন—

আপনার ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের এক কার্ড ও তৎপরে আর একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

পরের স্বভাব ও কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই—ইহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলিয়াছেন—পরনিন্দকের গতি নরক-প্রাপিকা। **পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম-সংশোধন করিবেন,**—ইহাই আমার উপদেশ।

শিক্ষার্থিগণ ও শিষ্যগণের যে সমালোচনার জন্য আমি বাধ্য হই, সেরূপ হাঙ্গামার কার্য্যে আপনি কেন দৌড়িয়া যান, বুঝিলাম না।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শারীরিক ও মানসিক তাপে ভক্তের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১৭ই চৈত্র, ১৩৩৮ ; ৩০শে মার্চ্চ ১৯৩২
৮ই বিষ্ণু, ৪৪৬ গৌঃ

শারীরিক ও মানসিক তাপকে প্রাক্তনকর্ম্মফল-জনিত ক্লেশ ও কৃষ্ণকৃপা জানিয়া নিরন্তর হরিভজনে মগ্ন থাকাই শ্রেয়ঃ—দুঃসঙ্গের বাধা ও ব্যবধান দূর করিবার উপায়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের দৈন্যপূর্ণ পত্র পাইলাম এবং আপনার বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাত হইলাম। **প্রাক্তন-কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।** ক্রমশঃ কৃষ্ণেচ্ছায় যাবতীয় তাপ দূরীভূত হইয়া হৃদয়ে ভগবৎসেবা-বল লাভ হইবে এবং নিরন্তর হরিভজন-প্রবৃত্তি উদিত হইবে। তখন যাবতীয় দুঃসঙ্গের বাধা ও ব্যবধান-সমূহ দূর হইয়া নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রগতি বর্দ্ধিত হইবে।

আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় আপনি শীঘ্রই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যলাভ-পূর্ব্বক হরিভজনে নিযুক্ত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। এইখানে বিশেষ গরম পড়িয়াছে। বিশেষ যাতনা ও পীড়া বোধ করিলে গৌড়ীয়মঠ হইতে কোন পরিচিত মঠসেবককে আনাইয়া হরিকথা ও হরিনাম শুনিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সংসার ও শ্রীগৌরপাদপীঠ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Rose Villa.

Elk Hill, Oatacamund.

২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

৯ই জুন, ১৯৩২

২০ ত্রিবিক্রম, ৪৪৬ গৌঃ

"তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের সার্থকতা—পিছলদায় গৌরপাদপীঠের মন্দির নির্ম্মাণ ও কভুরে শ্রীমূর্ত্তিসেবা-প্রকাশের অভিলাষ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৪ঠা জুন তারিখের কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ছায়াচিত্রের যন্ত্র খরিদ করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। সাধারণে এইরূপ চিত্রের সহিত হরিকথা শ্রবণ করিতে আনন্দ বোধ করে—এ কথা আমরা পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছি।

সংসারে কোন সুখ নাই। সংসার নানাপ্রকার অঘটন ঘটাইয়া বহু অশান্তির উদয় করায়। তাহাতে ভাল-মন্দ ও আংশিক পবিত্রতা থাকিলেও অনেক সময় নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। এ জন্যই "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকের প্রাকট্য। শ্রীগোলোকধামে এরূপ যথেচ্ছাচারিতা নাই। যাহা হউক, স্থানবিশেষে ও কালবিশেষে যে-সকল অসুবিধা উপস্থিত হয়, তাহা সহ্য করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

পিছলদা-গ্রামে শীঘ্রই গৌরপাদপীঠের মন্দির হওয়া আবশ্যক। আমরা সম্প্রতি চৌদ্দজন ব্যক্তি উটকামণ্ডপর্ব্বতে বর্ত্তমান। শ্রীরামানন্দ-গৌরমিলন-স্থল (কভুরে) আগামী জুলাই মাসে শ্রীবিগ্রহ প্রাকট্য লাভ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

মহীশূর-মহারাজের নিকট প্রভুপাদের হরিকথা কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

রমামন্দির রাজপ্রাসাদ, মহীশূর
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৯
২২শে জুন, ১৯৩২

ভগবান্ ও ভক্তের সেবাই মানবজীবনের মূল প্রয়োজন—সাধারণ বিষয়ীর কার্য্য ও ভগবদ্ভক্তগণের কার্য্য বাহ্যতঃ দেখিতে একইরূপ হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্—মায়াবাদী বা বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তের বৈশিষ্ট্য—মহীশূরের মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ ও টাউনহলে বক্তৃতা।

স্নেহবিগ্রহেষু—

এই সুদূর প্রবাসে থাকিবার সময় আপনার অনেকগুলি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আপনিও ভ্রমণকারী, আমরাও ভ্রমণকারী বলিয়া সময়মত পত্রাদি পাওয়া কঠিন হয়। আপনি পুরীতে পৌছিয়াছেন জানিয়া এই কার্ড দিতেছি।

আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান্ ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়া আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে-সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। **প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন**

আবশ্যক। মায়াবাদিগণ অথবা মর্য্যাদামার্গের বিষ্ণুভক্তগণ নিজ-নিজ কার্য্যের জন্য অন্যবুদ্ধি রাখেন, কিন্তু **কৃষ্ণভক্তগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদাপথের সেবামাত্র না হইয়া সর্ব্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে**। আমরা নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী নহি। * * *

আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি। * * * অপ্রাকৃত প্রভু ও তীর্থ মহারাজ অদ্য প্রাতঃকালেই এখান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা করিয়াছেন। গত পরশ্ব মহীশূরের মহামান্য মহারাজ স্যর শ্রীকৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ার জি-সি-আই; জি-বি-ই বাহাদুরের সহিত আমার এক-ঘণ্টাকাল হরিকথালাপ হইয়াছিল। ('গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা ৭১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহারাজ সর্ব্বসদ্‌গুণমণ্ডিত। গতকল্য মহীশূরের টাউনহলেও আমার আড়াইঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইয়াছিল। * * * আমরা বোধ করি অদ্য এইস্থান হইতে ব্যাঙ্গালোরে যাইতে পারিব না, কল্য সম্ভবতঃ যাত্রা করিব। যত্নপূর্ব্বক উৎসব-সমূহ সমাপন করিবেন। প * * কে শ্রীমূর্ত্তি ও নি * * র সহিত কভুরে পাঠাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও নামভজনের যুগপৎ কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক
৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৯
২৩শে জুলাই, ১৯৩২
৬ শ্রীধর, ৪৪৬ গৌঃ

বৈষ্ণবের আচরণ-সম্বন্ধে মহাপ্রভুর উপদেশ— সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনামভজন যুগপৎ-কৃত্য—ভক্তির অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন মঙ্গলার্থীর পক্ষে অপরিহার্য্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

খবরের কাগজে ও পত্রাদি হইতে আপনার গীতা-ব্যাখ্যার কথা জানিতে পারিতেছি। শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ গতকল্য সন্ধ্যায় মাদ্রাজ হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ অদ্য রাত্রি ২টার সময় কটকে পৌঁছিবেন এবং এখান হইতে আগামী কল্য যাইবেন।

আগামী কল্য এখানকার মহামহোৎসব। মহামহোৎসব দর্শন ও * * জন্য তিনি আগামী কল্য যাত্রা করিয়া পরশ্ব প্রাতে কলিকাতা পৌঁছিবেন। সেইদিনই সন্ধ্যাপর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিতে পারেন।

বৈষ্ণবের আচরণ-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, **গৃহস্থের সঞ্চয় এবং বিরক্তের ভিক্ষাদ্বারা স্বকার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক**

উভয়েরই ভগবদ্‌ভজন বা কৃষ্ণানুশীলন আবশ্যক। উভয় জীবনেই গ্রাসাচ্ছাদন যদি ভগবদনুগ্রহ-সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ও ভাগবতগণের দাসত্বছলনাকারীর সেবা-বিমুখতা যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে,—ইহাই দ্রষ্টব্য। শরীর সংরক্ষণের জন্য যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই ক্রিয়াপর হয়, কিন্তু কোন এক অঙ্গ যদি তাহাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া শরীর-রক্ষণ-কার্য্যে বিমুখতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে শরীর বা সমাজ ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—ইহা জানিলে সকল মঙ্গলার্থীরই বৈষ্ণবসেবা, জীবে দয়া ও কৃষ্ণনাম-ভজনই যুগপৎ কৃত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তদনুকূল ব্যাপার-সমূহের গ্রহণ ও তৎপ্রতিকূল-বর্জ্জন অপরিহার্য্য। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

'কীর্ত্তন'-পত্র-প্রকাশে আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
শ্রীজন্মাষ্টমী, ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯
২৪শে আগষ্ট, ১৯৩২
৮ হৃষীকেশ, ৪৪৬ গৌঃ

পারমার্থিক পত্র "কীর্ত্তনে"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ—আসামে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রচার ও বিস্তার-দর্শনে আচার্য্যের আনন্দোচ্ছ্বাস—কৃষ্ণলীলা অপেক্ষা গৌর-লীলায় মহাবদান্যতা-লীলা অধিক প্রকাশিত— দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই গৌর-নিজ-জনগণের একমাত্র কৃত্য—কীর্ত্তনরস প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে, উহা একমাত্র চিদেন্দ্রিয়েই আস্বাদনীয়—শ্রীরূপানুগ-গণ "ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম" শ্লোকের বিচারপরায়ণ—'সজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়', 'নদীয়াপ্রকাশ', 'ভাগবত', 'পরমার্থী' ও কীর্ত্তন'-পত্রে শুদ্ধভক্তি-কথা প্রসার—আচার্য্যের দৈন্যোক্তিচ্ছলে গুরু ও শিষ্য, সিদ্ধ ও সাধকের আচরণের পার্থক্য-নির্দ্দেশ এবং তরুর ন্যায় সহাগুণসম্পন্ন হইয়া হরিকথা-প্রচারে উৎসাহ-দান।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে আসামপ্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পরবর্ত্তী সময়ের মলিনতার চিত্র বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুকূল ইচ্ছাক্রমে আসামদেশে সেই শুদ্ধভক্তির চিন্ময়-ভাবের কথার তপনরশ্মি

আপনার সাহায্যেই—আপনার উদ্‌যোগেই কিছুদিন হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। আজ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে সাময়িক পত্র "কীর্ত্তনে"র ১ম খণ্ড ১ম সংখ্যা লাভ করিয়া সেই কৃষ্ণকথার সুমধুর প্রতিধ্বনি আমার কর্ণ ও নয়ন পরিতৃপ্ত করিল। মহাবদান্য মহাপ্রভু সঙ্কীর্ণহৃদয় মানবকে যেরূপ উন্নত-হৃদয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া দয়া করিয়াছিলেন, সেই জীবের দয়ার প্রবৃত্তি আপনাতে দেদীপ্যমতী হওয়ায় আজ কীর্ত্তনধ্বনি আসামদেশের প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে এবং তদ্দেশবাসিগণের নিষ্কপট পূতহৃদয়ে প্রেমের প্লাবন দেখাইল।

চারিশত বৎসরের পর এখন শ্রীচৈতন্যদেবের কথা—অবিমিশ্র হরি-কথা আসামদেশের ঘরে-ঘরে প্রচারিত হইবে জানিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। (কীর্ত্তনধ্বনি সদ্যঃসদ্যই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করাইবে। শ্রীগোপীজনবল্লভ গোপীদিগের ঋণে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার শ্রীগৌরলীলা-প্রকাশের পূর্ব্বপর্য্যন্ত জগৎকে অতি অল্পই স্বীয় লীলা-কথা জানিতে দিয়াছেন। কিন্তু করুণাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব পরম দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধহরিকথার দুর্ভিক্ষে পীড়িত জগতে মহা-দানের পসরা উন্মুক্ত করিলেন। **শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জনগণের আর অন্য কোন কৃত্য নাই,—কেবল মহাবদান্যের কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানের পসরা লইয়া দ্বারে-দ্বারে বিতরণ। তাহাই তাঁহাদের প্রেমময় জীবনের কৃষ্ণসেবা-জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।** বহির্জ্জগতের দ্রব্যসমূহ যাহারা স্বীয় ভোগ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করে, মলমূত্র-বিসর্জ্জনই তাহারা ফলস্বরূপে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের বহির্ম্মুখ শরীর ধারণ-মাত্র হইয়া থাকে। তাহারা ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন-ব্যবসায়, মন্ত্র-ব্যবসায় প্রভৃতিকে কখনও কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া অপরাধী ও নরকপথের যাত্রী হয়।) বঙ্গদেশের অনভিজ্ঞ

পাঠকগণ 'গৌড়ীয়'কে সাময়িক পত্র মাত্র বিবেচনা করিয়া যেরূপ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত করিয়াছেন, আসামের অধিবাসিগণ কেহই যেন তদ্রূপ অবিবেচনায় পতিত না হন।

(গোলোকের চিন্ময় সন্দেশ বড়ই সুমধুর,—তিনি দেহ-মনের ভোগ্য বা আস্বাদ্য নহেন। তিনি—রস, তিনি—অখিল রসামৃতমূর্ত্তির রস; সুতরাং সেই রসের আস্বাদনে ইহজগতের ন্যায় বিসর্জ্জনীয় কোন বস্তু নাই। "কীর্ত্তন"-ভাণ্ডারের ধ্বনিতে যে নাম—যে চিন্ময় রূপ-যে চিন্ময় গুণ—যে চিন্ময় পরিকরবৈশিষ্ট্য—যে চিন্ময়ী লীলা বর্ত্তমান আছে, তাহা জড় বৈষ্ণবাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য না হইলেও সৌভাগ্যবন্তদিগেরই আয়ত্ত। কীর্ত্তনরস জড় কর্ণের আস্বাদ্য নহেন—জড় জিহ্বার আস্বাদ্য নহেন,—জড় মনের চিন্তনীয় বিষয় নহেন; পরন্তু চিৎকর্ণের—চিজ্জিহ্বার—চিন্মনের আস্বাদ্য। কীর্ত্তনরস-বর্ণনে আমাদের অভীষ্টদেব শ্রীরূপ-প্রভু ও তদনুগ-গণ শ্রীরূপেরই কীর্ত্তন-শ্রবণ-পূর্ব্বক এই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

সুতরাং জড়ভোগী বৈষ্ণব-ক্রবের কোন কথাই "কীর্ত্তনে" ধ্বনিত হইবে না,—ইহাই আশা করি।)

ইতঃপূর্ব্বে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের প্রসার-কল্পে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সাময়িক পত্রিকা 'শ্রীসজ্জনতোষণী' লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জড়োপাসক-সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোষণী কএক বৎসর যাবৎ লোক-সমাজে আগমন করিতে না পারিলেও বর্ত্তমান ত্র্যধিক অর্দ্ধশতাব্দী পরে পুনরায় ইংরেজী ভাষায় সেই 'সজ্জন-তোষণী' প্রচারিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার ত্রিংশখণ্ড প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে "গৌড়ীয়" নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইয়া গৌড়দেশের ভাষাভিজ্ঞ বহু মনীষীর নিকট শুদ্ধভক্তির কথাকে পরম আদরের বস্তু করিয়াছেন। সম্প্রতি তাহার একাদশ বর্ষ চলিতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ছয় বৎসর পূর্ণ হইল 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশিত হইয়া প্রত্যহই ভগবৎসেবা-বিমুখ মলিন-হৃদয় বঙ্গবাসিগণের নির্ম্মলতা এবং সেবোন্মুখ বঙ্গভাষাবিদ্‌গণের হৃদয়ে আনন্দোৎসব বিধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তম বর্ষ চলিতেছে।

বিগত বর্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়াধিবেশনক্ষেত্র নৈমিষারণ্য হইতে "ভাগবত" পত্র প্রকাশিত হইয়াছেন। প্রতি পক্ষেই ভাগবত হিন্দী-ভাষাভিজ্ঞগণের আনন্দ বিধান করিতেছেন।

উৎকলদেশেও "পরমার্থী" প্রতি পক্ষে ওড়্র ভাষাভিজ্ঞ জনগণের হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টের সহায়তা করিতেছেন।

এক্ষণে আসামীয়া ভাষাভিজ্ঞ জনগণের শুদ্ধভক্তির কথা শুনিবার সুযোগ দিতেগিয়া আপনি "কীর্ত্তন" আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাতে মাদৃশ নগণ্যের কথা ও চিত্র প্রদর্শন করিয়া দুই প্রকার ফল সাধন করিতেছেন। লজ্জাহীন আমি প্রতিষ্ঠাশাবশে আপনাদের নিকট সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন লাভ করিয়া আত্মশ্লাঘান্বিত হইতেছি। কিন্তু যখন "কীর্ত্তনে" বিশুদ্ধ হরিকথা ধ্বনিত হইতেছে ও হইবে, মনে করিতেছি, তখন আমার প্রতিষ্ঠাশা সংগ্রহের ধৃষ্টতাকেও আর স্তব্ধ করিতে চাহি না।

"মোর নাম যেই লয়, তার পাপ হয়।
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়॥"

এই শিক্ষা-প্রণালী আমার পূর্ব্বগুরুবর্গের নিকট লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনারা কৃপা করুন—যাহাতে আমার মঙ্গল হয়। বিশেষতঃ

আপনি দয়াময়,—আসামীয়া ভাষার পাঠকগণকে শুদ্ধহরিকথা শুনিবার মহাসুযোগ প্রদান করিয়া মহাবদান্যের প্রকৃত সেবকের মহিমা বিস্তার করিতেছেন। তাহাতে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণের চরণে আপাত অপরাধের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান প্রচারে যদিও সেরূপ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তথাপি আমরা সকলেই তরুর ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হইয়া সতত উহা স্বীকার করিব।

শ্রীহরিজনসেবক

শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার ও লীলাস্মরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩রা পৌষ, ১৩৩৯
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩২
৫ নারায়ণ, ৪৪৬গৌঃ

অনর্থ উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীনাম ও নামীর অভিন্নতা উপলব্ধি হয় না—চিৎকর্ণভেদ-সংস্কার হইলেই শ্রীনামের কৃপা লাভ করা যায়—যখন কীর্ত্তনমুখে শ্রবণ ও স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই অষ্টকাল-লীলাসেবার অনুভূতি সম্ভব—অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল-স্মরণ কর্ত্তব্য নহে।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখের পত্র-পাঠে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনার নাম—শ্রীদ্বারকেশ দাস অধিকারী। শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী মাত্র বস্তু। যে-সময়ে শ্রীনাম শব্দটীকে ওষ্ঠ ও জিহ্বা-দ্বারা উচ্চার্য্যমান-জ্ঞান ও কর্ণদ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময়ে শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকার অভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ায় কর্ণমাত্রের গ্রহণীয় বিষয় হয়। **চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী গৃহরূপ মন কর্ণকে তাহাদের অংশীদার মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে।** ইহাতেই অনর্থের উপশম হয় না। শ্রীনাম ও নামী—অভিন্ন; এরূপ ধারণা লাভ করিতেও আমরা যোগ্য

হই না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমাদের চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটি ইন্দ্রিয়ের সহিত আর মাৎসর্য্য ভাব প্রকাশ করে না; ঐ চারিটি ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতা-মূলে আর বিবাদ করে না, তখন প্রেমের প্রস্রবণ সকল চিদিন্দ্রিয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল বিরোধ ভাব ও মৎসরতারূপ অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জ্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্-ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধজীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। **যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন।** অষ্টকাললীলা-স্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। **কীর্ত্তন-মুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেইকালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব।** কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য্যের বাণী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯
১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩
৯ গোবিন্দ, ৪৪৬ গৌঃ

শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে আচার্য্যের দৈন্যোক্তি— সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিতই জীবের নিত্যসম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধজ্ঞানের বাণী-কীর্ত্তনরূপ অভিধেয়ের দ্বারাই পরতত্ত্বের সন্ধান ও প্রীতিরূপ প্রয়োজন-লাভ।

বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

গত বুধবার আপনার প্রেরিত টেলিগ্রাম ও অদ্য আপনার সৌজন্য-মণ্ডিত সকৃপ-সম্ভাষণ-সহ আনুকূল্য লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। অদ্য আমার শ্রীগুরুপূজার অবসর। এই ধরাধামে আমি বিগত ঊনষষ্টি সৌরবর্ষকাল কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্যে বাস করিয়া ষষ্টিবর্ষ-প্রবৃত্তিমুখে ভবৎসদৃশ বৈষ্ণবগণের নিকট দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞপ্তি জানাইতেছি। পরম করুণাবতারী ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় ব্যক্তিগত ঔদার্য্যপ্রকাশে ভগবদুপাসনা ও ভগবৎপ্রেম-লাভের কথা বলিতে গিয়া সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধের কথা জানাইয়াছেন। আমরা সেই বিবরণ কীর্ত্তন-মুখে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে করিতে পরতত্ত্বের সন্ধান, সেবা ও প্রীতি লাভ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জাগতিক উচ্চাবচজাতিত্ব ও পারমার্থিক-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building.
c/o Messrs Kissen Chand Chelaram
New Queen's Road
Chaupatty, Bombay.

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯
১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৩
১লা বিষ্ণু, ৪৪৭ গৌঃ

অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডিগণের উপর কেহ অত্যাচার করিলে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করেন—যে-কোন জাতাভূত ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র—ধর্ম্মধ্বজি-ব্যক্তির স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা কোন পারমার্থিকেরই সমর্থন বা প্রশ্রয়-যোগ্য নহে—"গৌড়ীয়-সমাজ"-প্রবন্ধ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম,—রায়সাহেব * * * আর ইহজগতে নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার যতই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

শুনিতেছি যে, নামক এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর

কোন ধনী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহ-দেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন জাতিবিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাবচ জাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমার্থিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্তৎ সামাজিক জাতিরমধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিদ্বেষী বা ভক্ত-বিদ্বেষী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দু-জাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চ-জাতি-বিশেষের ন্যায় উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্ম্মধ্বজি ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব,—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহও যদি একযোগে ধর্ম্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোনও দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ "গৌড়ীয়-সমাজ" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাস্থ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরি-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building
c/o Messrs Kissen Chand
Chelaram Roa d
New Queen's Road
Chaupatty Bombay.
১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯
২৮শে মার্চ্চ, ১৯৩৩

কৃষ্ণভক্তি শোকবিনাশিনী—নিত্যানিত্য-বিবেক উদয়ের কাল—মহাগুরু—দুঃসঙ্গ ও উহা ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা—কৃষ্ণভক্তিই কামবিনাশিনী—কামের স্বরূপ—মনোধর্ম্মোত্থ বর্ণবিচারের জন্ম-রহস্য—মাধুর্য্য ভাবের সেবা অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য-বিচারে আগ্রহাতিশয্যের কারণ—'বিধি' কোন্ সময় বিক্রম প্রকাশ করে?—কৃষ্ণেতর বস্তুতে পাল্যজ্ঞান কৃষ্ণসেবাবৃত্তির আবরণ—ধন-পরিশোধ-প্রণালী—ইন্দ্রিয়তোষণ ও অভাব-উপলব্ধি—একায়ন-পদ্ধতি হইতে বিক্ষেপের কারণ—ঘটাকাশ ও মহাকাশ—শ্রীবিগ্রহ অনর্থযুক্ত জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য নহেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার ১৬ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত বিনয়পূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থ প্রচুর যত্নের সহিত পাঠ করিয়া ভাবান্তরিত করিবার কালে অনেক বিষয় সুষ্ঠুভাবে পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন—পত্রোত্তর প্রদান-কালে

ইহাই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত বিষয়সমূহ—শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি-বিশেষ। সুতরাং ভাগবতের অনুকূল জীবন লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়।

চিজ্জগৎ পরম উপাদেয় মূল-বিম্ব-সদৃশ, অচিজ্জগৎ তাহার হেয় প্রতিবিম্ব; প্রভেদ এই যে, চিন্ময় রাজ্যে যে-সকল ইন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাতে কোন অচিৎ পিণ্ডের বাধা নাই। চিন্ময় সদ্‌গুণ-সমূহ এই অচিজ্জগতের সহিত বিচিত্রতায় সাদৃশ্য লাভ করিলেও অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলিত ছায়া মাত্র। ইহাতে চিজ্জগতের সহিত অচিজ্জগতের সাদৃশ্য থাকিলেও বাস্তব-বস্তু ও বস্তু-প্রতিমের বিচার বস্তু ও ছায়ার ন্যায় পরস্পর ভেদধর্ম্মে অবস্থিত। এখানে কালক্ষোভ্য বিষয়, আনন্দ-বোধ ও নানাপ্রকার অভাব প্রভৃতি ধর্ম্ম ছায়ার ন্যায় দেশ, কাল ও পাত্রকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। চিন্ময় জগৎ নিত্য, অচিদ্‌বর্জ্জিত, সর্ব্বশুভ ও সুখময় বিচিত্রতাপূর্ণ এবং সকল সদ্‌গুণ-মণ্ডিত ভাবমালায় প্রদীপ্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ নিত্যানন্দ বিধান করে; আর অচিজ্জগতে নানাপ্রকার হেয়তা, অনুপাদেয়তা, অভাব প্রভৃতি বিষয় আমাদের প্রয়োজনের ব্যাঘাত করে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল কথা অনুভব করি।

অভাব-নামক সমস্যার সমাধানই শোক হইতে পরিত্রাণ পাইবার হেতু। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—আমরা শোকের হস্ত হইতে সে-কাল পর্য্যন্তই মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিতে কালাধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্য্যা ও অসন্তুষ্টি-নাম্নী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্ম্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্ত্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে ধাবিত হই।

অভাব-রাজ্যে পূর্ত্তিকার্য্যই বর্ত্তমান অনুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ব্রতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্য নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সর্ব্বোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ্-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবলচিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটীর উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্যার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্ব্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহান্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্যই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদিগকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-সূত্রে আমাদের নিজত্বে যে অহঙ্কার বর্ত্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের

সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বল-লাভের জন্য শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্যই জগতে যে মহান্তগুরুও তাঁহার উপাদানরূপে বিরাজ করেন,—আমরা এই গূঢ় বিষয়ের সন্ধান পাই।

জগতে যে-সকল বস্তু ভগবৎসেবোপকরণ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেই সকল বস্তুর সঙ্গত্যাগ-পিপাসা আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হইলে আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূল চেষ্টা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাদৃশী চেষ্টার ফলে আমাদের অভাব-জনিত শোকের উৎপত্তি হয় না। বর্ত্তমান কালের এই তাৎকালিক শোক নিত্য-ভগবানের ও ভাগবতের সেবা-প্রভাবেই হ্রাস পায়। হরিসেবোন্মুখতা উদিত হইলে উহা স্বতোষণ ও অপর-তোষণের বাসনা হইতে আমাদিগকে ক্রমশঃ মোচন করিয়া পরতোষণ বা হরিভক্তিতে অবস্থান করায়।

সেইকালেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচুর কৃপা লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের অকপট অনুগামিগণের সেবানুশীলনমুখে মহাজন-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতির শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে বিচার-পরায়ণ হই। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের আত্মধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ঘটে। গৌণ বা আনুষঙ্গিকভাবে জাগতিক-অভাব-জন্য শোক হইতেও আমাদের অবসর লাভ হয়।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতারই অপর নাম—কাম। পূর্ণবস্তুর সেবা করাই অপূর্ণ অংশের একমাত্র কৃত্য। সেবা দুইপ্রকারে বিহিত হয়—অনুকূল সেবায় কৃষ্ণপ্রেমা; আর প্রতিকূল-সেবা-চেষ্টায় সেবা-বিরোধি-নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ। সেবার প্রতিকূলা চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বদা ষড়্‌বিধ ক্লেশে

নিমজ্জিত করে। এই ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নির্ম্মৎসর কৃষ্ণসেবকের সেবাই আমাদের একমাত্র ঔষধ জানিতে হইবে। **ইহজগতে কৃষ্ণসেবকই আমাদের কৃষ্ণপ্রেমবিরোধি কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণকারী। অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবোন্মুখতার অভাবেই আমাদের প্রাকৃত-কাম-প্রবৃত্তি।** কামের আংশিক ব্যাঘাত বা ক্ষুণ্ণতাই ক্রোধোৎপত্তির হেতু। কামকে বর্ত্তমানকালে ব্যাধিগ্রস্ত নিজত্বের ইন্দ্রিয়-তোষণের জনক জানিতে হইবে। অপ্রাকৃত কামদেবের ইন্দ্রিয়তর্পণই ব্যাধিবিমুক্ত নিজত্বের একমাত্র বৃত্তি। কৃষ্ণপ্রপত্তি বা কৃষ্ণসেবাই আমাদের প্রাকৃত কামবীজ-বিনাশক ও একমাত্র প্রতিষেধক।

আমাদের রূপ, রস,গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শলাভেচ্ছায় অন্তর্গামী (Afferent) জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের কার্য্য করে। জড়েন্দ্রিয়-তোষণ-পিপাসার গর্ভে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-জনকের ঔরসে পুরুষ-প্রকৃতিগত নশ্বর ব্যবহারের উদয়। এই নশ্বর ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য বহির্গামী (Efferent) কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক জনক-সূত্রে ক্রিয়ার গর্ভে অল্পকাল স্থায়ী আনন্দ-নামক নশ্বর সন্তানের প্রার্থী হয়। জনক-জননীসূত্রে বাসনা নিযুক্ত হইলে বৎসল-রসের উদয় হয়। সেই বাৎসল্যের বিচারে কৃষ্ণকেই একমাত্র তনয় বলিয়া আবির্ভাবিত করিবার বিমুখতাক্রমে শৌক্রবংশ-পরম্পরা বৃদ্ধি লাভ করে। জনকজাতীয় ও জননীজাতীয়া সন্তান-সন্ততি বাৎসল্যানুষ্ঠানে জড়জগতে বৃদ্ধি লাভ করে।

জীবের কৃষ্ণসেবারহিত পতনের উল্লেখমুখে আমরা মধুর রস-বিকার, বাৎসল্যরস-বিকার ও বিশ্রম্ভসখ্যার্দ্ধরসবিকারে অধঃপতন বর্ণন করিয়া ঐহিক পরোপকারের চিন্তাস্রোতোজাত ধর্ম্ম-বিচারের কথা বলি। বর্ত্তমানকালে আমরা গৌরবসখ্য-বিচারে জনক-জননী, সন্তান-সন্ততি

পাইয়াছি। সুতরাং একের বহুত্ব বা বিশ্লেষণ-বিচারে অবতীর্ণ বহুত্বের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আবশ্যকতা আছে, সেই গৌরব শ্লথ হইলে যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অবরতা, হেয়তা, গুণজড়তা, কালক্ষোভ্যতা প্রভৃতি নানাপ্রকার নিরানন্দ, অজ্ঞান ও তাৎকালিকতার দোষ আহূত হইয়া থাকে।

যাঁহারা জীবের বদ্ধদশায় নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল বিশ্বপ্রতীতির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করেন,তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা-অবলম্বন-পূর্ব্বক বাস্তব-বস্তুতে মর্য্যাদা-বিচারাত্মক দাস্যরস-মূলক মধুর, বৎসল ও গৌরব-বন্ধুত্ব-মাত্র বর্ত্তমান—জানিয়া কৃষ্ণভজনের পারতম্য-নির্দ্দেশে স্বীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। তখনই আমার মত কৃষ্ণবিমুখ-ধৃষ্ট জীব গৌরব-পূজিত চতুর্হস্ত-বিশিষ্ট বিষ্ণুতত্ত্বের আবাহন করেন এবং বিষ্ণুই একমাত্র মর্য্যাদাপথের সেব্য ও সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিচারে প্রবিষ্ট হন।

জড়জগতে বিধি ও রাগের পরস্পর তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইবার ফলেই আমরা বিষ্ণুকে পরম গৌরবান্বিত বন্ধু-জ্ঞান-পূর্ব্বক আপনাকে হীন জ্ঞান করিয়া জড়জগতের প্রতিবাদী (আসামী) মাত্র মনে করি।

বর্ত্তমান কালে আমরা নানাপ্রকার চিন্তাযুক্ত জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে যাই। তাহাতে জাগতিক নীতিসমূহ আমাদের নিকট দার্শনিক তথ্যরূপে বিক্রম প্রকাশ করে। আমরা তখন বলিয়া থাকি যে, নাভিদেশের নিম্নাংশের দ্বারা ভগবৎসেবার ক্রিয়াগুলি উপাদেয়ভাবে চিজ্জগতে নাই। বহির্গামী ইন্দ্রিয়-মল-সমূহের যখন চিজ্জগতে অবকাশ বা অধিষ্ঠান নাই, তখন নাভিদেশের নিম্নাঙ্গে হরিমন্দির স্থাপনের সম্ভাবনা নাই,—বিচার করি। জাগতিক আপেক্ষিক বিচারে ইহার যুক্তিযুক্ততা আছে। চিজ্জগতের পরম নির্ম্মল

অবস্থাকে বিকৃত করিয়া খণ্ডিত কালাধীন-রাজ্যের আদর্শে দর্শন করিলে বা মুখ্যবিচারকে গুণজাত রাজ্যে কলুষিত করিবার অধিকার-লাভের আশায় ব্যস্ত হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষোত্তমকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ কান্তরূপে, পুত্ররূপে, সখারূপে প্রভুরূপে গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে উপদেশাত্মক সেবা-লাভের উদ্দেশে অর্জ্জুনের ন্যায় উপদিষ্টের বিচার গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগবানের দ্বারা আমাদের সেবা করাইয়া ফেলি অর্থাৎ আমরা ভগবানের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভগবানের সেবা গ্রহণ করি। ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দেশ্য ন্যূনাধিক বিপন্ন হইতে আরম্ভ করে

বিষ্ণুকে পরতত্ত্বজ্ঞান-পূর্ব্বক কৃষ্ণকে তাঁহার অবতাররূপে বিচার করিলে আমাদের কৃষ্ণভজনে দরিদ্রতা উপস্থিত করায়। কৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল অনুশীলনের অভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুকে পাল্যজ্ঞান করিলে উহার প্রভুতা আসিয়া আমাদের নিত্যকৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিকে বিপন্ন করে। তখন আমরা বিষ্ণুকে সখারূপে জ্ঞান করিয়া কখনও কখনও তাঁহার দ্বারা আমাদের নানা মনোরথ চালাইবার জন্য নীতি-প্রতিষ্ঠানের ঔজ্জ্বল্য বিধান করি—ক্রমশঃ বিষ্ণুর নিকট হইতে নানা-প্রকার আব্দার করিয়া সেবা প্রার্থনা করি--বিষ্ণুকেই আমাদের প্রয়োজনের একমাত্র সরবরাহকারী বলিয়া মনে করি। এই সরবরাহ-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ আমাদের বাসনাই ভগবত্তায় পিতৃত্ব ও মাতৃত্বারোপণে ব্যস্ত হয়। ইহজগতে আমাদের জন্মের প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই জনক-জননী আমাদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের অতি শৈশবে—যে-কালে মাতা-পিতার সেবায় আমাদের কোন যোগ্যতার অনুভূতি থাকে না, তৎকালে তাঁহারা আমাদের সেবা করেন। তখন আমাদের প্রাক্তনী বাসনার ফলে তাঁহাদের

নিকট হইতে অসমর্থাবস্থায়ও আমরা সেবা আদায় করি। আমাদের প্রতি জনক-জননীর সেবা-বিধানই এই নশ্বর জগতে প্রদত্ত ঋণ-পরিশোধার্থ অপর-তোষণ (Altruism) প্রবৃত্তির ফল অর্থাৎ দাদন-দেওয়া টাকাগুলির ব্যাঙ্ক হইতে পুনরায় প্রাপ্তির কালই পিতা-মাতার নিকট সেবা-লাভের সময়।

এইরূপে আমরাও আবার সন্তানের জনক-জননীসূত্রে আমাদের পুত্র-কন্যার সেবা করিয়া থাকি ; যেহেতু আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেবা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্যই তাহার প্রতিদানের কাল ঐ অবস্থায় উপস্থিত হইয়া থাকে। যে-সময় আমরা অপর-তোষণ-প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া পরতোষণ বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ ভুলিয়া যাইব, সে-কালে অপস্বার্থপরতা আমাদিগকে গ্রাস করিবে। ইহার উদাহরণ আমাদের জীবনে আমরা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। বর্ত্তমানে স্বতোষণের অন্তর্গত আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি, পুত্র-পৌত্রের সেবক-সম্প্রদায়, সমাজ ও অচিজ্জগতের সমগ্র মানবজাতির সমাজের ভৃত্য-সমূহ আমাদিগের সেবা বিধান করে।

সমগ্র চেতন জগৎ অচেতন জগতের ভোক্তা,—এই অভিমান প্রবল হইলেই আমরা প্রভুরসে আমাদের সমাজকে স্থাপিত করিয়া সমাজের বাহিরে চেতন ও অচেতন, প্রাণী ও জড়বস্তুগুলিকে আমাদের নিজেন্দ্রিয়-তোষণে নিযুক্ত করি। যখন সেই সকল চেতন ও অচেতন আমাদের সামাজিক শুভ-বিধানে পরাঙ্মুখ হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী-বিশেষের প্রতি আরক্ত-চক্ষু প্রদর্শন করে, তৎকালে আমরা আমাদের খর্ব্ব-দর্শনে জগতে অশান্তি, অবরতা, বিপ্লব প্রভৃতি অরিষ্টের উপলব্ধি করি। এখানেই শান্তরসাশ্রিত মৌন-নামক তপস্যার উদয় হয়। এই মৌন-ভঙ্গেই পুনরায় অশান্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে।

আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত-না প্রকৃত শান্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিব, তৎকালাবধি আমাদের প্রস্তাবিত শান্তির বিগ্রহ অশান্তি-নামক বিগ্রহের সাফল্য করাইবে। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-স্বরূপের অনুপলব্ধিক্রমেই আমাদের বিগ্রহেতরানুভূতি বা জড়নির্ব্বিশেষ-বিচার। জড়নির্ব্বিশেষের প্রকারভেদরূপ চিন্নির্ব্বিশেষ বা চিন্মাত্র-বিচার কেবলাদ্বৈতবাদীকে (Pantheistকে) বিগ্রহ-রাহিত্য-চিন্তায় নিমগ্ন করায়।

বিগ্রহ—(Entity) কালাতীত ও কালাধীন। বিগ্রহ - (Entity) প্রাকৃত (পার্থিব) ও অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত-বিগ্রহে আস্থা কমিয়া গেলেই প্রাকৃত-বিগ্রহ-সমূহ আমাদের জড়-চিন্তাস্রোতে বিগ্রহ (Confliction) উৎপাদন করায়।

তখনই একায়ন-বিচার বহু শাখায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বেদরূপ (Knowledge—Transcendental & mundane) জড়জগতের গৃহ ও শ্রৌতসূত্রদ্বয়ে ওতপ্রোতভাবে আমাদের বস্ত্র (field) উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং উৎক্রান্ত পদ্ধতি বা আরোহবাদে (Ascending process) এই খণ্ড জাগতিক চিন্তাস্রোতে পূর্ণবস্তুকে অধীন করাইবার যে যত্ন, তাহা আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করে। তজ্জন্য যাঁহারা অনুক্ষণ অনুকূলভাবে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের উপাসনা করেন, অতি সৌভাগ্যক্রমেই তাঁহাদের বাক্যে আমাদের নিত্যশ্রদ্ধা পুনঃ স্থাপিত হয়। কার্ষ্ণের অর্থাৎ বলদেব ও তদনুগত জনগণের শক্তি-সাহায্য ব্যতীত আমাদের কৃত্রিম জ্ঞান-বল (pedantry)—যাহা অহঙ্কার-নামে পরিচিত, তাহার অকর্ম্মণ্যতা অনুভূতির বিষয় হয় না। আধ্যক্ষিক অহঙ্কারের অকর্ম্মণ্যতা অনুভূত হইলে আমরা দুঃসঙ্গ

পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক বিচারের আনন্দ, জাগতিক বিচারের সুষ্ঠু জ্ঞান, জাগতিক বিচারে অধিক-কাল অবস্থান করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সকলই সচ্চিদানন্দের অনুভূতির তুলনায় অপ্রয়োজনীয় বলিয়া জানিতে পারি। কৃষ্ণদীক্ষায় এইরূপ দীক্ষিত হইলেই জীবের পরম-মঙ্গল লাভ হয়। 'দীক্ষা'-শব্দের দ্বারা দিব্যজ্ঞানই লক্ষিত। জাগতিক জ্ঞানের দিকে দিব্যজ্ঞানের কোন প্রগতি নাই। জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহের দিকে ধাবিত হওয়ার বিচার-বিরোধ উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান কালে আমরা, 'আমি কে'?—ইহার চরম বিচার না করিয়া ক্ষণভঙ্গুর স্থূল শরীরকে বা পরিবর্ত্তনশীল মানস-শরীরকে 'আমি' বলিয়া ধরাণা করিয়া 'আমি'কে অবিবেচনার রাজ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি। 'কাম' কি প্রকার বস্তু, কামের চিন্তাকারী কে, এবং কেনই বা কাম আমাদিগকে উন্মত্ত করায়,—এইগুলির প্রকৃত মীমাংসাই শ্রীবিগ্রহের অনুশীলনে সুষ্ঠুভাবে উদাহৃত আছে।

শ্রীবিগ্রহের দর্শন মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। জড়জগতের চিন্তা বা মনন-কার্য্য হইতে রক্ষক-শব্দ-সমূহকে 'মন্ত্র' বলে অর্থাৎ যে-সময়ে আমরা পারমার্থিক বাক্য শ্রবণ করি, তখন সেই শ্রৌতবাক্যই আমাদের চিত্তদর্পণে পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটী বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্ত্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজন্য ব্যাঘাতকারক নহে; কিন্তু ছিদ্রান্বেষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই আশঙ্কায় যে-সকল জড় নিরাকার-বাদের চিন্তাস্রোত হইতে উত্থিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চা-মূর্ত্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন।

যে-মুহূর্ত্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া 'আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীক আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না',—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * * "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। * * * আপনি অভিগমনের পরিবর্ত্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। **আমাদের নিকট Return Journeyর Ticket-holder এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি।** তদ্বিপরীত বিচার-পরায়ণ জনগণেরই দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কর্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

জিজ্ঞাসু ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্ব্বলা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একায়ন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোধর্ম্মীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব

উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে শ্রবণধর্ম্ম চঞ্চলতা-বশে অন্যাকার ধারণ করিয়া থাকে। আপনি পরম বিচক্ষণ কৃতি পুরুষ। আমার এই ভাষার জটিলতা আপনাকে স্পর্শ না করুক; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য গৃহীত হইলে আপনাকে সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষ-শ্রেণীর অন্যতম বলিয়া জানিতে পারিব। আমি নিজে যখন তৃণাপেক্ষা জঘন্য জীব, তখন আপনার আসন আমি সর্ব্বতোভাবে উচ্চ সোপানে স্থাপন করিতে বাধ্য। সকলকে সম্মান-দানই আমার স্বভাব হওয়া কর্ত্তব্য, আবার জাগতিক চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার ধৃষ্টতা হরি-কীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাই আমার স্বভাব এবং জাগতিক নীতি হইতে আমি পৃথক্ আছি বলিয়া জীবমাত্রের নিকটই 'টহলিয়া'-সূত্রে হরিকীর্ত্তন করি,—ইহাতে আমার ব্যক্তিগত ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন।

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পার্থিব উচ্চতম মনীষা ও পরমার্থ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০
১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৩

"শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য" প্রবন্ধ—ডাঃ বারনেট্, ডাঃ থমাস, মিঃ কেনেডি, মিঃ ম্যাকডোনাল, ডাঃ ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাকনিকল, ডাঃ কবি, ডাঃ সিল্‌ভ্যাঁলেভি, ডাঃ উইণ্টারনিৎজ্, চষ্টারের বিশপ ও মিঃ ব্রাউন—য়ুরোপে প্রচার-সম্বন্ধে সদুপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জুলাই তারিখের লিখিত Ordinary mailএপ্রেরিত পত্র আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি এবং Air mailএর পত্র ১৪ই সোমবারে পাইবার পরিবর্ত্তে ১৫ই মঙ্গলবারে পাইয়াছি। সুতরাং সোমবারের Air mailএ আমি স্বয়ং কিছু লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

আপনার Air mailএর পত্রে জানিলাম যে, আপনি ১০ই-২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত Turporleyতে থাকিবেন। সুতরাং গত কল্যের Air mailএর পত্র আপনার নিকট ২১শে তারিখে পৌছিবে, তাহাতে আমার লিখিত কথা থাকিবে না। ১৭ই তারিখে Ordinary mailএ লিখিত পত্র সেপ্টেম্বর মাসে পাইবেন। আমরা এই কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার লিখিত বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারি নাই। আগামী রবিবার বাঙ্গালা ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য'-নামে আমার যে প্রবন্ধ পাঠ হইবে, তাহা ছাপা হইতেছে। ছাপা হইলে বৃহস্পতিবারের ডাকে পাঠাইব। ইংরেজী প্রবন্ধ এখনও লিখি নাই; ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব।

শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ ঢাকা হইতে আসিয়া ১২ই তারিখে বক্তৃতা দিয়া ১৪ই তারিখে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। বাসুদেব প্রভুর শরীর খারাপ বলিয়া লেখালেখি-কার্য্যের অনেক বাধা পড়িতেছে। প্রফেসার বাবু জন্মাষ্টমীর বন্ধে আসিয়াছিলেন এবং ১৩ই তারিখে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কএকটী প্রবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। উহা আপনার নিকট শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেপ্টেম্বর মাসে Sir Atul Chatterjee আপনাকে জেনেভায় যাইবার জন্য বলিতেছেন, জানিলাম। কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মাণীতে যাইবার কথা ; মধ্যে নভেম্বর মাসে নানাস্থানে বক্তৃতা আছে ও লণ্ডনে অনেক কার্য্য রহিয়াছে, দেখিতেছি।

আপনার প্রেরিত Mr. A. * * সাহেবের পত্র পাঠ করিলাম। লোকটী বেশ ভাল,honest impressionএর পক্ষপাতী ও অনুসন্ধানপ্রিয়। সুতরাং তিনি অনেক কথা শুনিতে পারেন।

Dr. Barnett সাহেব বা Dr. Thomas. সাহেব ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতের অধ্যাপক। বিশেষতঃ কেনেডি সাহেবের পুস্তক ও মিঃ ম্যাকডোনালের সাহিত্য পড়িয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকারের হইয়া আছে। তাঁহারা যে সহজে পরমার্থের সূক্ষ্ম কথা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিবেন, এরূপ আশা কখনও করা যায় না। বিশেষতঃ এই দেশের কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া তাঁহাদিগের প্রাকৃত-সহজবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আত্মম্ভরিতাও যথেষ্ট আছে। তবে তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বেশী ঘাটান বা twist করা উচিত নহে ; তাঁহাদের কথায় আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও ভজনে আগ্রহ কম হইতে পারে সত্য, তবে ঐ সকল কথা বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে অবগত করাইয়া ফল নাই।

মানুষ নিজের গর্ব্ব নষ্ট করিতে চায় না। সরলভাবে তাঁহারা আপনাদের প্রচার্য্য বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিবেন কি? করিলে নিজেদের সঞ্চিত ধারণা বজায় রাখিতে পারিবেন না; সুতারং উহা unpleasant task. স্যর ভাণ্ডারকার, ডাঃ ম্যাকনিকল্, ডাঃ কীথ্, ডাঃ সিলভ্যাঁলেভি, ডাঃ উইণ্টারনিৎজ্ বা তাঁহাদের অনুগত ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সকলে পরমার্থের অভিনব সুসিদ্ধান্তসমন্বিত বিচার বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি যখন honest enquirerএর নিকট হইতে বুদ্ধাদি মতবাদি-গণের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের নামীয় মতভেদের কথা প্রচার করিতে গেলে তাহা তাঁহাদের দলভুক্ত কুসংস্কারে অগ্রসর ব্যক্তিগণের সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নাম না করিয়া বিষয়টির আলোচনা করিলে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে পারে। আবার, অপর পক্ষে উহাদের নাম না করিলে তাঁহারা ঐ সকল কথা কিছুই ধরিতে পারিবেন না। গরম ও ঠাণ্ডা—দুইটী বস্তুর সমাগমে পরস্পরের বিনিময়ে কিছু কিছু হৃদয়ের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইবে। আপনারা উহাতে বিচলিত হইবেন না। জগৎ এরূপ শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পরিপূর্ণ। ভারতেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। মানুষ নিজ-নিজ সংস্কার'ত ছাড়িতে চাহে না, বরং নিজ-নিজ কুসংস্কারে অপরকে জড়াইয়া নিজ-মঙ্গল হারায়।

আপনার গ্রন্থের Synopsis দেখিলাম। উহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই; তবে অপরের রুচির খোসামোদ করিতে গেলে তদ্দ্বারা সেই প্রকার নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ,—ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। আমরা দূর হইতে কি জানাইব? তবে যে কথা লইয়া Dr. Thomas আপত্তি উঠাইয়াছেন,

উহার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারেন। কেনেডির পুস্তক প্রকৃতই তাঁহাদিগকে misguide করিয়াছে। কেনেডি কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাজে লোককে বড় ও প্রামাণিক জানিয়া Exoteric বিচার করিয়াছেন। প্রকৃত ভগবদ্‌ভক্তের সহতি একবারও তাঁহার দেখা না হওয়ায় ভগবদ্‌ভক্তের ভাষায় ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতেই তাঁহার ধারণা বৈষ্ণব-নিন্দায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের ভোগিস্তাবকগণ আপনাকে সঙ্কীর্ণ (?), অনুদার (?) ও সাম্প্রদায়িক (?) বলিয়া জানিবেন, তাহাতে বেশী সুফলের উদয় হইবে না।

এ প্রদেশেও পণ্ডিতম্মন্য ইংরেজি-শিক্ষিত-সমাজে ঐ শ্রেণীর অমঙ্গল যথেষ্ট আছে বলিয়া তাঁহাদের রুচি পরমার্থে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—এই সকল লোকের কোন-না-কোন প্রকারে মঙ্গল বিধান করা।

ইংলণ্ডে ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে স্থানে-স্থানে ভ্রমণ করিতে আপনার ট্রেন-ভাড়ার দরুণ অনেকগুলি টাকা খরচ হইবে। Mr. Cranmer Byng এর দেশে আপনার যাওয়া হইবে কি না, জানাইবেন। আজকাল লণ্ডনে লোক কম জানিলাম।

চেষ্টারের বিশপের সহিত আপনার যে-সকল বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা বেশ interesting; তবে তাঁহারা বহুদিনের সামাজিক ও ব্যবহারিক সাহিত্য ব্যতীত আর কোন কথা 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানেন না। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা বাইবেলের কথাই বলিবেন। টাইম্‌সের সহকারী সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

লর্ড সিসিলের লিখিত পত্র স্যর সর্ব্বাধিকারী পাইয়াছেন। তাহাতে

তাঁহার সময়ের অল্পতা জানাইয়াছেন, পড়িলাম। আপনার সহিত তাঁহার কি কি কথা আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাইয়াছেন ?

আজ পর্য্যন্তও "শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্যে"র (বাঙ্গালা প্রবন্ধটীর) ছাপা শেষ হয় নাই। আর তিন দিন পরেই বক্তৃতা, সুতরাং শীঘ্রই অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যেই উহা ছাপা দরকার; তজ্জন্য আমি ব্যস্ত আছি। তাই এই মেলে উহা পাঠাইতে পারিলাম না।

ইংরাজী প্রবন্ধ এখনও লিখিতে আরম্ভ করি নাই। ২০শে আগষ্টের মধ্যে উহার ছাপা শেষ হওয়া চাই। ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব। * * অন্যান্য প্রবন্ধও ক্রমশঃ পাঠাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আনুকরণিক কৃত্রিম ভজনাভিনয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৪১
১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪
১লা পুরুষোত্তম, ৪৪৮ গৌঃ

অনর্থযুক্তাবস্থায় মহাভাগবতের অনুকরণে ভজন-প্রণালী-অবলম্বন পরিণামে অধঃপতনের হেতু।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের আসন "ছই"তে আরোহণ করিবার অধিকার চাহিয়াছেন! আমি নিতান্ত মূঢ়, তাই অনেক সময় ঐরূপ ছইতে বাস করিবার উচ্চাশা করিয়া থাকি। শ্রী * * * আমাকে উচ্চ অধিকার দিবার অনুমতি দেন না বলিয়াই আমি ঐরূপ প্রতিষ্ঠার আশা হইতে বঞ্চিত আছি। আপনি যখন অত্যন্ত উচ্চাধিকারী, তখন আপনাকে ওখানে বসাইতে আমার যোগ্যতা হইতেছে না। আপনি লালকাপড় ছাড়িয়া দিয়া সাদা কাপড়ে কোঁচা কাচা লইয়া আরও কিছুদিন মাধুকরী ভিক্ষা করুন এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া "শ্বপচ গৃহে"র বাঁধা ভাত খাইতে শিখুন। তবে আপনাকে আমি আনুকরণিক হইতে বলিতেছি না। আনুকরণিক হইয়া লোহাগড়ার * * * সাহা একদিন মড়ার খুলিতে জল খাইয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ জানিয়াছিল। কিন্তু পরে সে পতিত হইয়াছে। * * পোদ্দার ও * * পোদ্দার ছইতে বাস করিবার পরে তাহাদের ছয়মাস করিয়া জেল হইয়াছে। "মাধব! হাম পরিণাম নিরাশা"।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিলাতে পতিতপাবন অর্চ্চাবতার, শ্রীনাম ও মহাপ্রসাদ-সেবা-প্রচারে অভিলাষ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুরী

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

২৭শে মে, ১৯৩৪

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র ইংরেজী অনুবাদ—বিলাতের সমুদ্রতীরে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা এবং তদ্দেশবাসীর শুদ্ধসনাতন পরমার্থধর্ম্মে অনুরাগ বর্দ্ধনার্থ শুভ-অভিলাষ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত তীর্থ মহারাজ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র যে ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ দেখিলাম। * * * ঐ অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে পাইতে ইচ্ছা করি।

* * * খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবে। বিলাতের পল্লীগ্রামে শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিলে ও ভারতীয় নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া সেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলে ক্রমশঃ বিলাতের লোকগণ ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎসেবায় আনুকূল্য করিতে থাকিবেন। ম * * * র ন্যায় উপযুক্ত লোক তথায় গমনপূর্ব্বক শুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম রক্ষা করিয়া তাঁহাদের উপকার করিতে পারেন। সে-দিন কবে হইবে,—যে-দিন গৌর-নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের অপ্রাকৃত মহাপ্রসাদ ঐ দেশের সকলে অপ্রাকৃত চিত্ত-বৃত্তির সহিত সম্মান করিয়া প্রকৃত পরমার্থ বুঝিতে ও অনুশীলন করিতে পারিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

রস, তত্ত্ব, ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলালনাথ
১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১
২রা জুলাই, ১৯৩৪
৫ বামন, ৪৪৮গৌঃ

শ্রীগৌরকৃষ্ণ ও তদীয় সেবকগণের রস-বিচার, ভক্তির তারতম্যানুসারে শ্রীগৌর-সুন্দরকে সেবকগণের ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন—জড়জগৎ ও চিজ্জগতের ধারণার পার্থক্য—"ভক্তিরত্নাকর", "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যভাগবতে"র প্রামাণিকতা—শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব ও শ্রীবাদিরাজস্বামীর মতের কোন্ কোন বিচার গ্রহণীয়?—প্রবন্ধ-রচনা-বিষয়ে উপদেশ—শ্রীচরিতামৃতোক্ত বিভিন্ন রসে মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা।

প্রিয় সম্বিদ্,

শ্রীকৃষ্ণ শান্তাদি পাঁচটি রসেরই মূল আশ্রয় এবং রসপঞ্চকের পুষ্টিকারক সাতটি আগন্তুক অস্থায়ী রসের আশ্রয়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতো-ভাবে অভিন্ন বলিয়া এই দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে, কৃষ্ণ—সম্ভোগবিচারময়, গৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভবিচারযুক্ত; কৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি, শ্রীগৌরসুন্দর সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী; সুতরাং সেবকের দ্বাদশ রসোত্থভাব সেব্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা চেষ্টাময়। উজ্জ্বলরসে কৃষ্ণের হৃদ্গতভাব স্বয়ংরূপ আশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে আবৃত।

বাৎসল্যরসে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-বর্ণিত "কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণরে বাপরে" প্রভৃতি আশ্রয়জাতীয় উক্তিও তাঁহাতেই পাওয়া যায়। খোলাবেচা শ্রীধরাদি সখার ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তিনি সখ্যভাব-যুক্ত। ভৃত্য-বিচারে তিনি শিয়ালি ভৈরব, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ভাবে বিরাজিত। তিনি শ্রীজগন্নাথের রথ স্বীয় মস্তক দিয়া ঠেলিতেছেন স্বয়ং জগন্নাথ হইয়া। সেবাবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামাদি দর্শনমাত্র করিয়াই শান্তরত্যুদ্দিষ্ট সেবাভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রারম্ভে শ্রীস্বরূপ-গদাধরাদির বিচার, শ্রীরামানন্দাদির বিচার, বাৎসল্যরসে পীতাম্বরধৃক্, প্রতাপরুদ্র-তনয়কে আলিঙ্গন-দান, সখ্যরসে দামোদর-স্বরূপ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির চিন্তাস্রোতোনুগমন, দাস্যরসে গোবিন্দ, কাশীশ্বরাদির ভাবগ্রহণ, গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি তাঁহাতে সকল রসেরই পূর্ণাভিব্যক্তি আশ্রয়াভিমানিরূপে বিষয় হইয়াও প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মুরারি ও শ্রীবাসের দাস্যরস বা রামচন্দ্রোপাসনা, কিম্বা আলোয়ারনাথের সেবা প্রভৃতি আচরণগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণতম কেবল উজ্জ্বলরসের অন্তর্নিহিত ভাব-বৈচিত্র্যে অন্যচারিপ্রকার রস ও রসাশ্রিত সেব্য-সেবকোচিত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে।

পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে প্রাকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের একঘেয়ে মত বিচার করিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হওয়াতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবল উজ্জ্বলরসের বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া অন্য চারিপ্রকার রসের নিজ-নিজ উপলব্ধি রহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উজ্জ্বলরসের সহিত অপর রসের তারতম্য-বিচারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং উজ্জ্বলরসকেই একমাত্র রস বলিয়া জ্ঞান করায় অন্যান্য সকল রসের সহিত সমপর্য্যায়ে ধারণা করায় অন্যান্য রসের দ্বারা উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনে বিমুখ হইয়াছেন।

জড়জগতের কোন বস্তুতে সর্ব্বরস-সমন্বয় পাওয়া যায় না বলিয়াই শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-রহস্য পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমুরারির রামচন্দ্র-ভজনকে শ্রীমহাপ্রভু, অথবা শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা শ্রীঅনুপমের শ্রীরাম-ভজনকে শ্রীরূপ-সনাতন অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐগুলিকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল রস প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র উত্তরভাগে পঞ্চরসের বিচার আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বিষয়-বিগ্রহ-লীলাতনুতে ঐসকলের সম্ভাবনা আছে। আবার গৌরভক্তগণের পঞ্চরসাশ্রয়ে যে বিচার-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাতেও এইসকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"যার যেই রস, সেই রস সর্ব্বোত্তম।"

সেবকের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশের অভিন্ন-দর্শনে চতুর্ব্বিধ রসের গুরুমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উহা তারতম্য-বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাহার যেরূপ অধিকার নাই, সেইপ্রকার অধিকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে উপদেশক গুরুস্থানীয় বা আশ্রয়-জাতীয় অভিমানকারী জানিয়া যিনি যেরূপ দেখেন, তাঁহার দৃষ্টির পূর্ণতা স্বীকার করা যাইবে না। উজ্জ্বলরসেই পরিপূর্ণতা; অন্যান্য রস হইতে উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিভিন্ন রসের ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরে অন্যান্য রস দেখিতে পান নাই,—ইহা বলা নিতান্ত অন্যায়।

সেব্যের প্রাভব-বৈভব ও বিলাস-বিচারে রূপ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত আছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের ভাষায় যে ভাবগত-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর কোন স্থলে শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিরুদ্ধ-বিচারে ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা

গৌরসুন্দকে আচার্য্যমাত্র, কেহ বা প্রদ্যুম্নবিলাস আলোয়ারনাথ জনার্দ্দন, কেহ বা সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী, কেহ বা কারণোদশায়ী আদিপুরুষাবতার, কেহ বা সঙ্কর্ষণদেব নিত্যানন্দ, আবার কেহ বা স্বয়ং নন্দনন্দন দেখিয়া থাকেন। ভক্তিতে যাঁহার যতটুকু অধিকার, সেই সেবকের প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট তাঁহার সেইরূপ লীলা-রস-বিচিত্রতা প্রকাশিত হয়। শ্রীনৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী তাঁহাকে যেরূপ-ভাবে দেখিয়াছেন, উহা কাহারও নিকট Animistic Immanentএর পরিবর্ত্তে Transcendent বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অর্থাৎ মাটিয়াগণ (materialistics) মাটিয়া বুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিজ-নিজ angular visionএর aspect মাত্র মনে করেন। উহাদের অধিকার ঐ পর্য্যন্ত। পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র বা বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ বিভিন্ন অধিকারীর চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র Indexএ "মল্লানাং অশনিঃ" শ্লোকটি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। জড়জগতে কর্ম্মফলের দ্বারা যে তাৎকালিক শরীর লাভ হয়, সেই সকল শরীরের মূল স্থান চিন্ময়-জগতে, গোলোকে নিত্যভাবে আছে। প্রপঞ্চে জড়বিচাররূপ অজ্ঞান জীবকে বদ্ধাবস্থায় অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা করিয়া ভগবদ্‌বস্তুকে জড় করিয়া ফেলে। ভগবদ্‌ভক্তের ঐ প্রকার ধারণা নহে। 'প্রকাশ' ও 'বিলাস' —এই শব্দদ্বয়ের অর্থবৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই এই সকল কথা পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের সকল ভক্ত কিছু উজ্জ্বল মধুর রসের ভক্ত নহেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক-সম্প্রদায় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরঘুনন্দনের ভজন-প্রণালী পৃথক্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গভক্ত সমরসাশ্রিত নহেন বলিয়া সকল গৌরভক্তকেই উজ্জ্বলরসাশ্রিত বলিয়া

জানিবে না। মহাপ্রভুতে সকল রসাশ্রিত ভক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণ জানিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র বিভিন্ন রস-বিচার আলোচনা করিলে এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইবে। জড়জগতে object সমূহের Stagnant aspect আছে। চিন্ময় জগতে ঐ প্রকার অনুপাদেয়তা Anthropomorphise করিতে হইবে না; যাঁহারা করেন, তাঁহারাই শ্রীগৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যউপদেশক বলিয়া মনে করেন।

Evolution প্রভৃতি জড়জগতের ধারণায় প্রকাশের অভিব্যক্তি। উহার অনুপাদেয়তা ইহজগতে আলোচিত হইবে। মুক্ত অবস্থায় প্রকাশ ও বিলাস-বিচারে পারঙ্গত জনগণ সেব্যের আকারভেদ, নিষ্ঠাভেদ, বৃত্তিভেদ লক্ষ্য করেন।)

তীর্থ মহারাজকে এই সকল কথায় বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিবে। তাহা হইলে তিনিও তোমাকে এই সকল কথার অনেক reference দিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের মূল্য অতি অল্প। উহা হইতে বৃন্দাবনের ও নবদ্বীপের topography গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রুত-বিষয়ের বিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রকৃত ঐতিহ্য ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত হইতে পারে না—ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিচার। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সর্ব্বাংশই গ্রহণ করা যাইবে এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'রও শুদ্ধভক্তির কথা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়-বিচার ও শ্রীরামানুজের প্রপত্তি-বিচার গ্রাহ্য। শ্রীমধ্বের বলদেব-ধৃত তত্ত্ব-বিচার গ্রহণ করা যাইবে। পরন্তু শ্রীবাদিরাজ-স্বামী প্রভৃতির মত সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হইবে না।

অসুস্থতা-হেতু আমি কিছুদিন যাবৎ এই সকল কথার আলোচনা

হইতে বিরত ছিলাম। সুতরাং তোমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে আমার শরীরটা বর্ত্তমানাবস্থা হইতে একটুকু ভাল হইলে তাহা দেখিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। আমার দেখা ও আমার views তোমার বর্ত্তমান কার্য্যে অধিক লাগিবে না,—ইহা আমি জানি। কতিপয় ঐতিহাসিক জড়দার্শনিকের কৌতূহল উৎপাদন করিলেই তোমার বর্ত্তমান কার্য্য শেষ হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের অধিক কথা শুনিবার তোমার দরকার নাই, শুনিয়া লিখিতে গেলেই তোমার subject অতিরিক্ত heavy হইয়া পড়িবে। তুমি যখন এদেশে আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের Doctorate-এর Thesis লিখিবে, তখন এই সকল কথা, যাহা তুমি তোমার বর্ত্তমান বন্ধুদিগের নিকট দেখিতেছ ও পাইতেছ, তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এখন পরিবর্ত্তন করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; কেন না, মাটিয়া-বুদ্ধিবিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ঐগুলিকে frantic speculation বলিয়া তোমাকে আদর করিবে না। এক সময়ে শ্রীযুত অবিনাশ পুরাণতীর্থকে শ্রীভাষ্য-group এর 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি পরীক্ষায় আমি যে-সকল সাহায্য করিয়াছিলাম, তৎফলে তাঁহার জড়পরীক্ষক তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় 'ফেল্' করাইয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষের উপাধি-পরীক্ষাতে পরলোকগত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যও ঐরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমার পরলোকগত ছাত্র হরগৌরীশঙ্করকে 'ফেল্' করিয়া দিয়াছিলেন।

Approximate date assign করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। * * প্রভুর এত সময়ই বা কোথায় যে ঐ প্রকার সকল দিক্ দেখিয়া date assign করিতে পারেন? ১০।২০ জন লোক বেশ ভাল memory-ওয়ালা ২।৪ বৎসর যত্ন করিলে তবে ঐরূপ chronicle হওয়া সম্ভব।

এখন মোটামোটি literature হইতে একটি chronology যে কেহ তৈয়ারী করিলে পরে উহা আলোচনা-প্রভাবে শোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২য় পঃ ৭৮ সংখ্যায় বিভিন্ন রসে বিভিন্ন ভক্তের মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা—

পুরীর বাৎসল্যমুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর-জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রামানন্দ (মুখ্য শৃঙ্গার রস)
এই চারিভাবে প্রভু হন বশ॥

অষ্টসখীর মধুর সেবার সহায়রূপেই বিশ্রম্ভ সখ্যাশ্রিত প্রিয়নর্ম্মসখা ব্রজরাখালগণ, যথা—সুবল, উজ্জ্বল, অর্জ্জুন ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌর ও গদাধর-তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২রা শ্রাবণ, ১৩৪১
১৮ই জুলাই, ১৯৩৪
২১ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তত্ত্ব-বিচার—উৎকলকবি গোবিন্দদাস ও 'গৌরকৃষ্ণোদয়'—বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের 'ভক্তিচিন্তামণি', বিষ্ণুপুরীর 'ভক্তিরত্নাবলী'।

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ প্রভু আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন,—তোমার 'মহাপ্রভু ও গদাধর' প্রশ্নের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উত্তর দিবেন; তাহা আমি লিখিতেছি,—

বিষ্ণুতত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitieদের মধ্যে Personality of

God Headএর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্তায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহরূপে ছয় প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ শক্তি, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক-শিষ্য-বিশেষের শ্রীগুরুদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (Subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহের referenceএ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য-বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entityরূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ--বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definitionএর অন্তর্গত। Decorations বা অস্ত্রভেদ বিলাসের বিচার। Connotationএর referenceএ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকা-কালে উহাদের সামঞ্জস্য বোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোক-প্রতীতিগত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ প্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম্ম

রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের পুস্তকখানি আমি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক উড়িষ্যার নয়াগড়ের Agent রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ মহাশয়ের নিকট পাই এবং আন্দাজ ১৩২০ সালে উহা কালীঘাট সানগর-লেনস্থিত শ্রীভাগবতপ্রেসে মুদ্রাঙ্কিত করি। আমার যতদূর মনে হয়, গোবিন্দদাস শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার জনৈক শিষ্য এবং বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। "গৌরকৃষ্ণোদয়ে"র শেষভাগে "উপাদেশামৃতে"র কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ বল্লভের নির্য্যাণ-বর্ণনের অনুরূপভাবে লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর লীলার ও উপদেশের approximate date এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ১৫০৫-১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব স্থিরীকৃত হইলে নারায়ণীর বয়স ১৫০২-১৫০৩ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হয়।

**অম্বিকা ব্রহ্মচারীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট (?) তৃতীয় অধ্যায়ে কি কথা আছে, তাহা না পড়িলে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে উহা দেখিয়াছিলাম, এখন মনে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের "ভক্তিচিন্তামণি" শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত "ভক্তিরত্নাবলী"র অনুবাদ,—না পৃথক্ গ্রন্থ? তুমি লিখিয়াছ—উহাতে নবধা ভক্তির বিষয় আছে। উহা যদি ভক্তি-রত্নাবলীর অনুবাদ-মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা ভাগবতের পদ্যসমূহেরই

অনুবাদ। তবে অনুবাদে তত্ত্ববিরোধ আছে কি না, তাহা দেখিয়াই গ্রন্থকার শুদ্ধভক্ত বা বিদ্ধভক্ত, বুঝিতে পারিব। শ্রীযুক্ত বন মহারাজের "My first year in England" দেখিলাম। ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

	বিষয়	পত্রাঙ্ক
১।	মঙ্গলময় ভগবান্	১
২।	হরিভজনের সহায়ক কি কি ?	৩
৩।	ভক্ত ও ভগবৎসেবা স্বহস্তে কর্ত্তব্য ...	৫
৪।	মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ...	৭
৫।	বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ	১০
৬।	কৃষ্ণ 'সম্বন্ধে'র সুযোগ, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ...	১২
৭।	শ্রীনাম-ভজন ও তৎফল	১৪
৮।	আধ্যক্ষিকের চণ্ডীদাস ও মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস ...	১৬
৯।	ভোগ-পিপাসায় জড়সংসারে প্রবেশ ...	১৮
১০।	আচার্য্যের কৃপোপদেশ	২০
১১।	জীবের বিমুখতায় দুঃখ	২৩
১২।	জীব-স্বভাবে বদ্ধ-মুক্তাবস্থা	২৬
১৩।	স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য	২৮
১৪।	গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব	৩০
১৫।	শরণাপত্তি ও আনুকূল্য-বিচার	৩২
১৬।	শ্রীমথুরার স্বরূপ	৩৪
১৭।	বিমুখের স্বভাব, মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য ...	৩৬
১৮।	গুরুলঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বনাশকর ...	৩৯

১৯। দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পিতৃশ্রাদ্ধ ৪১
২০। অচঞ্চলতা ও তিতিক্ষা ভক্ত্যনুকূল ... ৪৩
২১। শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে ৪৫
২২। আচার্য্য-চরিত ও দৈব বর্ণাশ্রম ৪৭
২৩। বদ্ধজীবের প্রতীক ৫১
২৪। কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয় ... ৫৩
২৫। প্রকৃত স্বাস্থ্য, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাজ্য ... ৫৫
২৬। গৌর ও কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য ৫৭
২৭। স্বকীয় ও পারকীয় বিচারের মর্ম্ম ... ৬৩
২৮। অর্ব্বাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার ... ৬৫
২৯। শুদ্ধভক্তিমঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ... ৬৮
৩০। হরিসেবকের প্রপঞ্চত্যাগে শিক্ষা ... ৭২
৩১। শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-ভোগ-চেষ্টা ... ৭৪
৩২। শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-ভোগ ৭৬
৩৩। ব্যক্তিগত হরিভজনকারীর শ্রাদ্ধকৃত্য-বিচার .. ৮০
৩৪। বিমুখতার বিবর্ত্ত ৮২
৩৫। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার ... ৮৪
৩৬। গৃহী ও মঠবাসীর অর্থের ব্যবহার ... ৮৭
৩৭। শ্রীরূপানুগের চিত্তবৃত্তি ৮৯
৩৮। অন্যাভিলাষিতায় অমঙ্গল ৯০
৩৯। সকলেই পরপারের যাত্রী ৯১
৪০। দুঃসঙ্গত্যাগ ও সহিষ্ণুতা ৯২

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

তৃতীয় খণ্ড

মঙ্গলময় ভগবান্

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্
কলিকাতা
৫ই আষাঢ়, ১৩৩২
১৯শে জুন, ১৯২৫

জীবের মঙ্গলের জন্যই শ্রীভগবানের সকল প্রকার বিধান—নাস্তিকগণ জগতে প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ ও দৈবশাসনে দণ্ডিত।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ইতঃপূর্ব্বে একখানা এবং অদ্য একখানা পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * *

উঁহারা যতই অত্যাচার করুন না, আপনি নীরবে সহ্য করুন। জগতের লোকেরা কখনই অন্যায় হইতে দিবেন না,—ইহাই আমাদের

বিশ্বাস। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন,—ইহা বিশ্বাস করি। **নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।** দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা। মঠের অন্যান্য কুশল। আমার শরীর ভাল নয়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিভজনের সহায়ক কি কি ?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/o. এ, কে, সরকার
এস্, ডি, ও, এম্, ই, এস্
বেনারস্ ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট
২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩
১০ই মে, ১৯২৬

বৈষ্ণব-বিদ্বেষের পরিণাম—জড়জগৎ দুঃখপরিপূর্ণ ও জীবের পরীক্ষার স্থল—সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা এখানে হরিভজনের অনুকূল।

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ২০শে বৈশাখ তারিখের কৃপা-পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। * * * বাবুর পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পাইলাম। এক্ষণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতিলাভ হউক্, ইহাই প্রার্থনা। **বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফলে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল ঘটে।**

কাশীতে সম্প্রতি বেশ গরম পড়িয়াছে। আমার শরীর সুস্থ নহে। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, পাট্‌না প্রভৃতি স্থানে পরম সুখ্যাতি সহ হরিকথা প্রচার করিয়া সম্প্রতি প্রায়

সপ্তাহকাল বারাণসীতে আগমন-পূর্ব্বক দশাশ্বমেধঘাটে হরিকথা বলিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা সকলেই আগ্রহের সহিত শুনিতেছেন। কাশীতে শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। বিশ্বনাথের ইচ্ছা হইলেই তাহা সম্ভব হইবে।

* * *

শ্রীমান * * কাশীতে মঠ প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে ইচ্ছাবিশিষ্ট থাকিলেও এখন গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ অনুকূল মনে করিতেছেন না। এখানে আমার কতদিন অবস্থান হইবে, তাহা স্থির নাই। * * * ভগবদ্বিমুখ **প্রপঞ্চ—যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।** ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভক্ত ও ভগবৎসেবা স্বহস্তে কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিস
কদমকূয়া
পোঃ বাঁকীপুর, পাটনা
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০
১লা নভেম্বর, ১৯৩৩

কেবল নিজ-ভোগোদ্দেশ্যে জীবনধারণ কৃষ্ণসেবার প্রতি অনাদরের হেতু—অসমর্থ-পক্ষের বিচার সমর্থপক্ষের গ্রহণ আলস্যের পরিচায়ক—কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই কর্ত্তব্য—ভক্তসেবায় বিমুখ হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * পরদ্বারা অর্চ্চন ও রন্ধন শোভনীয় নহে। তবে বিপাকে পড়িলে আতুরাবস্থায় কোন দিন উহা স্বীকার করা যায়। কিন্তু উহা বিধি হইতে পারে না। **আমরা আলস্যবশতঃ যদি কৃষ্ণকে না খাওয়াই এবং নিজেরা খাইয়া থাকাই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভগবানের সেবার প্রতি আদর কমিয়া যাইবেই।** মঠের

সেবকের চিন্তাস্রোতের বিপর্য্যয় সাধন করা উচিত নহে। "দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধ্যতি" বিচার যখন আমরা অসমর্থপক্ষে গ্রহণ করি, তখন সমর্থপক্ষে ঐ দ্রব্য গ্রহণ করা আলস্যেরই পরিচায়ক। * * উহা বোধ করি তাঁহার সেবা-কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাই আমাদের লক্ষ্য হউক, নতুবা ব্যবহারিক জীবন God-less বিচারপূর্ণ হইয়া যাইবে। **God-loving হইলেই কৃষ্ণের জন্য রসুই করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদ দিতে মন যায়, নতুবা নহে। কোন দিন ভক্তসেবায় বিমুখ হইতে হইবে না।** * * * "উৎসাহা-ন্নিশ্চয়াৎ" প্রভৃতি শ্লোক * * বিস্মৃত হইলেন কেন? তোমার নানা কষ্টের মধ্যেও উহা মনে আছে জানিয়া যারপরনাই সুখী হইলাম।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

মঠ যোষিৎসম্পর্করহিত ভক্তসঙ্ঘারাম—দিব্যোন্মাদে বিষয়তন্ময়তায় তাৎপর্য্য—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সম্বন্ধে সাহজিক মত নিরাস—কর্ম্ম ও ভক্তির স্বরূপ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * আমাদের কোন মঠেই স্ত্রীলোকের রাত্রি বাস করিবার ব্যবস্থা নাই; তবে যোগপীঠে পূর্ব্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস্ * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. secy.র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বা ছিদ্র না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের ন্যায় নানা কথা উঠিতে পারে। * * * বিদ্ধ শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane society.

*

দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিরূঢ় মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। **বিরহে 'বিষয়ে'র চিন্তা অনুস্যূত থাকায় তন্ময়তা হৃদ্দেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত স্ত্রী হইবার কল্পনা উদ্দিষ্ট হয় নাই।** কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম সুযোগ প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্য-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে সর্ব্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিদ্‌বোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকথাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্ব্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্যা চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্ব্বক সেইরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃত্তানর্থ ও তত্তদ্‌ভাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীরূপানুগবরের অনুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি,' শ্রীরূপের 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা', শ্রীল কবিরাজের 'চরিতামৃত'-বর্ণিত শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদ্‌গতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদি স্বভাব, মাথুরবিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনুকরণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য

বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার ন্যায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক সুখৈষণা—অন্যাভিলাষিতাযুক্ত, আর ভক্তি—অন্যাভিলাষিতাশূন্য। প্রভুত্বকামীর সৎ ও অসৎকর্ম্মবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ লাভ ঘটে। বদ্ধজীব সুখভোগ করিলেই তাহার পুণ্যার্জ্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। **পাপ-পুণ্যক্ষয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংস হয়; তজ্জন্য ভক্তিকেই নৈষ্কর্ম্ম বলা হয়।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

অন্তিমকালে শ্রীহরিনাম গ্রহণের ফল—বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মফল-প্রাপ্তির হেতু—শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত আত্মাকে ভগবৎপ্রসাদ পিণ্ডরূপে প্রদান বিধেয়—শ্রীনাম-গ্রহণকারীর কর্ম্মফলভোগ নাই—বিদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠান শুদ্ধ ভক্তগণের আদরণীয় নহে।

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

আপনার পত্রে অবগত হইলাম যে, আপনার পিতা মহাশয় ১২ই কার্ত্তিক শ্রীপুরুষোত্তমধাম লাভ করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। **শ্রীহরিনাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে জীব ধাম প্রাপ্ত হন।** লৌকিক বিচারের অবলম্বনে যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা সংসারে পুনর্জন্ম হয়। **বৈদিক ক্রিয়াগুলি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মফল প্রাপ্তির প্রাপ্য বিষয়।** তবে শ্রাদ্ধবাসরে ভগবৎপ্রসাদ

পিণ্ডরূপে পরলোকগত হরিনামপরায়ণ জনগণকেও দেওয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত অন্য পিণ্ড দেওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। কর্ম্মপদ্ধতি ফলভোগের আবাহন করে। যাঁহারা হরিনাম করেন, তাঁহাদের কর্ম্মফলভোগের বিচার নাই। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের কৃত্য এই যে, শ্রাদ্ধ-বাসরে ভগবানের ভোগ দিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রসাদ দ্বারা পরলোকগত আত্মার মঙ্গল-বিধানের সাহায্য করা। ভগবদ্ভক্তগণকে প্রসাদ-দ্বারা তৃপ্তি-বিধান ও হরিনাম-যজ্ঞের আবাহন করা কর্ত্তব্য।

আমাদের এই বিচার শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত। যাঁহারা বিদ্ধা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন,তাঁহাদের শাস্ত্রের ধারণা অন্য প্রকার অধিকার-গত। উহা আমরা আদর করিতে পারি না।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কৃষ্ণ'সম্বন্ধে'র সুযোগ ; চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

কৃষ্ণের স্বেচ্ছায় জীবের অধীনতা স্বীকার—ভগবৎপ্রীতি কৃষ্ণসম্বন্ধ-সুযোগের হেতু —চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কথা বুঝিবার অধিকারী বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * * কৃষ্ণ অতি সুবৃহৎ বস্তু হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত বা অধীন করিতে হইলে সেই বস্তুকে একটুকু সুদূরে সংরক্ষিত করিতে হইবে। পরম মর্য্যাদাবান বস্তুর সহিত ব্যবহার প্রার্থনা করিতে হইলে সেই বস্তুটিকে মর্য্যদা-ভূমির দ্বারা অন্তরিত করিয়া দূরে সংস্থাপ্য। যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোট বস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ **কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব**

প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন। আমরা বদ্ধজীব অবস্থায় বড়-ছোট মাপ লইয়া ব্যস্ত থাকি। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের নিকট সমতা বা ক্ষুদ্রত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ নামক একটি পদার্থের দ্বারা সম্ভবিত হইতেছে। সেইরূপ **ভগবৎপ্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।**

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি-গানের পাঠক যদি মায়িক প্রভুতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসী-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে প্রভু জানিবার অবকাশ হয় এবং তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বুঝিতে পারা যায়। এই সদ্‌জ্ঞান লাভ হইলে বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপতিত্বে স্থাপন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ, এই উপলব্ধি থাকিলে পঞ্চরসের যে রসে স্বরূপের অবস্থান, তদনুরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মী প্রভৃতি নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারযুক্ত কদর্য্য ধারণার বিষয় নহেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীনামভজন ও তৎফল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩

শ্রীনাম-গ্রহণের ফল—শ্রীনামের স্বরূপ—শ্রীনামভজনই জীবের দুর্দ্দৈব-মোচনের একমাত্র উপায়—কৃষ্ণক্রীড়ায় লোভোৎপত্তির স্বরূপ-বিচার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৪।১১।৩৩ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। অতিরিক্ত কার্য্যের ভিড়ে যথাকালে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না। আমি সততই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকি শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্ম-ফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, **স্বয়ংরূপই নাম**। আমাদের **দুর্দ্দৈবের অপনোদনের জন্য**

কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক্ বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠ-রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণগুলির দ্বারা অখিল চিদ্‌গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবদ্‌পরিকরগণ-সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলাসেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে "স্বশব্দো-ন্মানাভ্যাঞ্চ" বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২৩ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই। আশা করি, ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আধ্যক্ষিকের চণ্ডীদাস ও মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

জড়চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল—শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগ-বাদীদের বোধগম্য নহে—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহে আকাশ-পাতাল ভেদ—অপ্রাকৃত চণ্ডীদাস আধ্যক্ষিকগণের জ্ঞানাতীত।

স্নেহবিগ্রহেষু—

প্রিয়—, * * * * চণ্ডীদাস একজন নহেন। অসংখ্য সহজিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাহাদের অসৎবৃত্তি চালাইবার জন্য নানা পদ ও গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যে চণ্ডীদাসের গীত হইত, সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitorএর চিত্তবৃত্তি মাত্র। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। জড়চণ্ডীদাসগণ বামাচারী বাগানের চণ্ডীদাস। কেবল বামাচারী বাগানে নহে, কালে কালে অসংখ্য জড় চণ্ডীদাস নানা স্থানে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যাপার লইয়া

বসিয়া থাকে। বর্ত্তমানেও চণ্ডীদাস ও রামী অবস্থায় বহু জড় কামুক চণ্ডীদাস আছে। এখনকার চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল। মোটের উপর, **শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না।**

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী পুরুষাকৃতি নহে। প্রাকৃত স্ত্রীদেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে ; উহাই শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাসের মত। **আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে।** আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ভোগ-পিপাসায় জড়সংসারে প্রবেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩০শে জুলাই, ১৯৩৪

জড়জগৎ দুঃখের আগার—ভোগ-পিপাসার প্রাবল্যে জীবের বিপত্তি—বদ্ধজীবমাত্রই 'স্বকর্ম্মফলভুক্' হয়।

স্নেহবিগ্রহেষু—

অদ্য শ্রীযুক্ত বিহারী দাস ব্রজবাসী শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের উৎসব-বাবদ ** ও পাথেয় ** টাকা আনুকূল্য লইয়া কলিকাতা গেলেন। তিনি 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' এক কাপি চাহেন। তাঁহাকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য তাঁহার মারফত আপনাকে এক পত্র দিয়াছি।

** এর মানসিক অশান্তির কথা বোধ করি আপনি বুঝিয়া যান নাই। তিনি আজ ২।৩ দিন হইল এইরূপ মনঃকষ্টে আছেন যে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ বা হাস্য পর্য্যন্ত করিতেছেন না। আবার

অন্যদিকে অন্য সংবাদ পাইলাম যে, শ্রীমান্ * * সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছে—সমস্তই ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে। * * তাহার বয়স্যগণের রহস্য এখন কার্য্যে পরিণত হইল।

* * এর **এত কষ্ট দেখিয়াও যাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের সুখৈষণা অতি প্রবল না হইলে এইরূপ বিপন্ন হইবার ইচ্ছা হয় না।** * * অতি নির্ব্বোধ। * * সে বলে, ঐ কথা বেশী অগ্রসর হইয়াছে, সুতরাং বাগ্‌দত্তার পক্ষে উহা আর স্থগিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পতনোন্মুখ জীবকে কি কেহ উদ্ধার করিতে পারিবেন না? শ্রীমান্ * * ত' মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। অপর সকলেই দুঃখিত। * * * "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আচার্য্যের কৃপোপদেশ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩১শে জুলাই, ১৯৩৪

চিরশুভানুধ্যায়ী আচার্য্য—আত্মমঙ্গলোপদেশক অতি দুর্লভ—সদ্বৈদ্যের চিকিৎসায় পরম মঙ্গল লাভ।

পরমহংস * * *,

তোমার ২৯ শে জুলাই তারিখের পত্র যাহা কলিকাতার ঠিকানায় লাল কালিতে লিখিয়াছ, তাহা অদ্য redirected হইয়া পাওয়া গেল। রায়বাহাদুর ই—তোমাকে 'পরমহংস' খেতাব দিয়াছিলেন, আজ তাহার সার্থকতা হইল। তুমি যে ভিতরে ভিতরে তোমার জননীর সেবা করিবার কার্য্যটিকে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা অপেক্ষা বহুমানন করিতে, উহা প্রমাণ করিয়াছ। পুত্রবৎসলা এখন বাৎসল্যরসে তোমাকে সিক্ত করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের মায়া তুমি কাটাইয়া যোগমায়ার সংসারে প্রবেশ করিলে! ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। শ্রীমান্

শ—সংসার-বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইবার পর আমাকে অনুযোগ দিয়াছিল যে, আপনি কেন আমাকে আমার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন নাই?—আপনি কেন রঘুনাথভট্টের কথা আমাকে স্মরণ করান নাই? যাহা হউক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদের একটি কথা মনে পড়িল—

"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥

তোমার কৈতবপূর্ণ ১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রে যে-সকল কথা উল্লেখ করিয়াছ, ঐ সকল ছলবাক্য তুমি নিজে নিজেই আলোচনা করিয়া আমাদের স্নেহ ভুলিয়া যাইতে পার। প্রবল উদ্দাম ইন্দ্রিয়ের চালনায় হরিসেবা ছাড়িয়া দেওয়া বদ্ধজীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু আজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ কথিত—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদদুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যোগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

প্রভৃতিকে কেবলমাত্র শব্দাবরণে আবৃত করিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হওয়া তোমার ন্যায় সরল বুদ্ধিমান্ (বর্ত্তমানে অবুঝ) লোকের কর্ত্তব্য হয় নাই। তোমার সতীর্থগণ একাল পর্য্যন্ত তোমাকে যে-সকল রহস্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তুমি তলাইতে পার নাই, সুতরাং দুর্ব্বলতার ঔষধ-বিচারে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহাতে আমি মাংসভোজীর মুরগী পোষার ন্যায় তোমার বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তিকে অগ্নিতে ঘৃতাহুতিদানবৎ বর্দ্ধন করিতে পারি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার।

প্রত্যেক জন্মেই পিতা-মাতা পাওয়া যায়, কিন্তু সকল জন্মেই মঙ্গলের উপদেশ পাওয়া না যাইতেও পারে। তোমার জন্য যাঁহারা তোমার বর্ত্তমান কথা শুনিতেছেন, তাঁহারাই শোক করিতেছেন। **নিজের চিকিৎসা নিজে না করিলেই ভাল** হইত।

তুমি যে-সকল অনুযোগ লিখিয়াছ ও অভিযোগ করিয়াছ, তাহাতে একচক্ষু আমি আমাকেই সমর্থন করিব—তোমাকে সমর্থন করিব না। তুমি মুরুব্বি সাজিয়া সহসা তোমার স্নেহে আমাকে বঞ্চিত করিতে পার, কিন্তু আমি অতদূর পরমহংসতা লাভ করি নাই, ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবের মধ্যেই আছি। ইতি—

তোমার প্রতিপাল্য

গুরুদ্রুব

জীবের বিমুখতায় দুঃখ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

অনর্থযুক্ত জীবের অধঃপতন-যোগ্যতা—'নদীয়াপ্রকাশ', 'হার্‌মনিষ্ট্', গৌড়ীয়'—লোক-গঞ্জনা কৃষ্ণসেবার অবাধক ও অনুকূল।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* * *

শ্রীমান্ * * অতি সুবৃহৎভাবে ভবিষ্যতে কার্য্য করিবেন এবং করিতেও পারেন ; কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।"

এই বাক্যের যোগ্যতা ও সার্থকতা আমাদের সকলের দ্বারাই হইতে পারে। এমন কি, শ্রীমান্ * *—যিনি বহু বৎসর আমার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিও আজ মায়ার টানে চলিয়া গেলেন। তিনি

কতই না 'কল্যাণকল্পতরু' গান করিয়াছেন ; কিন্তু সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল ! আমি মূঢ় অনাচার, তাই আমার সঙ্গফলে তাঁহার এই অধঃপতন। তাঁহাকে ভক্তি শিখাইতে পারিলাম না ! তিনি পুনরায় সৎকর্ম্মের আবাহন করিলেন ! "গোপীনাথ, ঘুচাও সংসারজ্বালা। অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে, জনম-মরণ-মালা ॥"—গান করিয়াও হৃদয়-আলালনাথে গোপীনাথ প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব হইতেই pre-arranged করিয়া ডুবিলেন। আলালনাথের সেবার পরিবর্ত্তে তিনি সংসারকূপে আবদ্ধ হইলেন ! সুতরাং **আমাদের সকলেরই অধঃপতনে যোগ্যতা আছে।**

একটি সাময়িক পত্রের আয়োজন করিতে গিয়া আমরা এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি ! কার্য্যের কারক অন্যত্র নিযুক্ত হইলেও কেউ না কেউ ভাল ভাবে না পারিলেও মন্দ ভাবে কার্য্যটি সমাধা করিতে পারিবে,—যেমন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এখন প্রাকৃত সহজিয়াগণের মল্লভূমি বা আক্রীড় হইয়া পড়িয়াছে !

সাময়িক পত্রের নাম লইয়া কু—এর সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হইয়াছিল। তিনি 'নদীয়াপ্রকাশ' 'হারমনিষ্ট্' প্রভৃতি নাম পছন্দ করেন না। তিনি আবার কতকগুলি সাধারণ নামের প্রস্তাব করিয়াছেন। কাগজখানি যখন আমাদের কৃষ্ণের হইবে, তখন গৌড়ীয়-সঙ্ঘ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে গৌড়ীয়সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জানিলে বহির্ম্মুখ জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইবে। তজ্জন্য "The Message" নাম আমি প্রস্তাব করিয়াছি। কু—বলেন, "Gaudiya Messenger" নাম দেওয়া যা'ক্। কিন্তু আমার মতে, হয় "The Gaudiya", কিম্বা "The Massenger" নাম alternative suggestion. তিনি এখনই ব্লক দিতে চান। আমি সেই প্রকার ব্লক

দিয়া clumsy করিবার পক্ষপাতী নাই। তবে নামের ব্লক কেবল অক্ষরাত্মক হইতে পারে। "The Gaudiya" অক্ষরাত্মক ব্লক হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষায় 'গৌড়ীয়', ইংরাজী ভাষায় "The Gaudiya" হইতে পারে।

* * * *

গতকল্য বি—এর টেলিগ্রাম বিশেষ promising নহে মনে হইল। * * * যাহা হউক, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম। এখন কৃষ্ণের ইচ্ছা, তিনি যাঁহাকে যখন যেরূপ মতি দেন, আমাদের তাহাই স্বীকার্য্য। **লোক-গঞ্জনার ভয়ে শ্রীবার্ষভানবীদেবী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করেন না।** আমাদের সহিত বিরোধ করিয়া যে অরিষ্ট বৃষ 'উলুইচণ্ডী' সেবা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেও আমাদের নৈরাশ্যের কারণ নাই। শ্রীমান্ * * যদি অভিমন্যুর অনুগমনে অভিযান করে, তাহা হইলে আমরা কেবল দুঃখিত হইব। কুণ্ডতীরে রাস, কুণ্ডতীরে বাস প্রভৃতি ভাল না লাগায় অরিষ্ট-ভীতি-প্রভাবে আরিট্ গ্রামে যাইবার পূর্ব্বেই সে গৃহব্রতধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রয়োজন জ্ঞান করিল। * * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনশ্চ। শ্রীযোগপীঠের নূতন শ্রীমন্দিরের plinth গাঁথা আজ হইলেই শেষ হইবে। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার বাবুর ও অন্যান্য দ্রব্যের আগমন এখনই প্রয়োজন, এ কথা সখী বাবুকে জানাইতে হইবে।

জীব-স্বভাবে বদ্ধ-মুক্তাবস্থা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :
৪১নং থিয়েটার রোড্
কলিকাতা
১১ই ভাদ্র, ১৩৪১
২৮শে আগষ্ট, ১৯৩৪

জীবের স্বভাবে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা—সেবা-শৈথিল্যে ইতর বস্তুর প্রভুতা—সাবধানতায় সেবোন্মুখতা লাভ—জীবে ভোগ ও সেবা উভয় ধর্ম্ম নিত্যকাল বিদ্যমান।

স্নেহবিগ্রহেষু—

বদ্ধজীবের স্বভাবে যেরূপ জাগরণ ও নিদ্রা ভাবদ্বয় আছে, তদ্রূপ জীবের স্বভাবে বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থাদ্বয় আছে। **ভোগী ও ত্যাগী—উভয়ই বদ্ধ।** ভক্ত—নিত্যকৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়। ভগবদ্‌বিস্মৃত হওয়ার ধর্ম্মও তাহাতে নিত্যকাল বর্ত্তমান। ভগবৎসেবা-শৈথিল্যই তাহাকে হরিসেবা ব্যতীত ভোগ্য ইতর বস্তুর—জগতের বা বিশ্বের প্রভু হইবার

প্ররোচনা করায়। সুতরাং সাবধান থাকিলে ইহ ও পরজগতে কৃষ্ণসেবোন্মুখতার ব্যাঘাত নাই। সেবার হানি ও বৃদ্ধিরূপ জীবের ভোগ ও তদ্বিপরীত সেবা, উভয় ধর্ম্মই তাহাতে নিত্যকাল আছে। খৃষ্টান্‌দের ধর্ম্মের ন্যায় কালের অধীনে ঐ ধর্ম্মদ্বয় উদিত হয় নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

স্বতন্ত্রতা ও আনুগত্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :
৪১নং থিয়েটার রোড্
কলিকাতা
২০শে ভাদ্র, ১৩৪১
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

সেবা-বৈমুখ্য ও সেবোন্মুখতার কারণ—শুদ্ধভক্ত-কৃপায় আত্মধর্ম্মে স্বাস্থ্যলাভ—জড়তা ও চেতনতা পৃথক্ বস্তু।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার স্বর্গদ্বার, "শিবনিবাস" হইতে ১লা তারিখের পত্র অদ্য হস্তগত হইল।

জীবের অণুত্ব-নিবন্ধন দুষ্পারা মায়া ও ব্রহ্ম—এই দুইটী আরাধ্য বস্তুর অধীনতা স্বীকার করিবার যোগ্যতা আছে। অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফল-ভোগ ও অভেদজ্ঞানরূপ মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির পরিচয়দ্বয়ের দ্বারা চালিত হইবার যোগ্যতা জীবের আছে। জীব—অণুচিৎ; বৃহৎশক্তি মায়া তাহাকে আবরণ করিতে পারে। তদ্দ্বারা

তাহার সেবা-বৈমুখ্য বা সেবা-শৈথিল্য লাভ ঘটে। জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-বিশিষ্ট অণুচিৎ। স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে সে অভক্ত ও ভক্ত—এই দুই প্রকারে অবস্থান করে। অভক্ত অবস্থাই তাহার বদ্ধাবস্থা বা সেবা-বৈমুখ্য। তৎকালে তাহার ব্রহ্ম হইবার বাসনা ও মায়ার প্রভু হইবার দুর্দ্দমনীয়া চেষ্টা লক্ষিত হয়। চৈতন্যের আশ্রয়-গ্রহণে পরাঙ্মুখতা হইলেই শ্রীচৈতন্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা থাকে না। তখনই সে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইয়া পড়ে। শুদ্ধভক্তের কৃপায়ই সেবাধর্ম্মে জাগরণ বা আত্মধর্ম্মে তাহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটে; তখন আর তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয় না। **জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাশ করিবার প্রয়াস পাইলে উহা প্রাকৃত-গুণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।** জড়তা ও চেতনতা—এক নহে। জড় ভোগেচ্ছা চেতনাবরণী ও বিক্ষেপিনী। ভক্তের কৃপা হইলে স্বতন্ত্র-ইচ্ছা-রহিত বদ্ধাবস্থা অনায়াসে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

পুনঃ। এই বিষয়ে 'Harmonist'এ একটী ইংরাজী প্রবন্ধ দিতেছি, পাঠ করিবেন।

গুরুতত্ত্ব ও রাধাতত্ত্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Camp :
৪১ নং থিয়েটার রোড্
কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৪১
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪

বহিরঙ্গা শক্তি, চিচ্ছক্তি ও তটস্থা শক্তি—গুরুতত্ত্ব—শ্রীরাধা, অনঙ্গ মঞ্জরী ও সখী।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩ই তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি গুরুতত্ত্বে আপাত বিরোধময় বিচার-বিবর্ত্ত আবাহন করিয়াছেন।

নশ্বর বিশ্ব ভগবানের বহিরঙ্গশক্তি-প্রকটিত; উহাতে গুণত্রয় ক্রিয়াবিশিষ্ট। আর নিত্য জগৎ চিচ্ছক্তি-প্রকটিত; তথায় হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—এই শক্তিত্রয় সর্ব্বক্ষণ কার্য্য করেন। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগৎ অচিচ্ছক্তিসৃষ্ট জগৎ হইতে ভেদধর্ম্ম-বিশিষ্ট। জীবের স্বরূপ—ভেদাভেদ-প্রকাশ এবং ভগবানের তটস্থা শক্তি হইতে উদ্ভূত।

ভগবানের এই তিনটী শক্তিই নিত্যা। যখন তটস্থা শক্তি-প্রকটিত জীব অনিত্য সংসারে ভোগী হয়, তখন সে গুরুপাদপদ্মে ভেদ দর্শন করে। **গুরুদেব চিচ্ছক্তিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া তটস্থ শক্তিতে বদ্ধ জীবের নিকট পরিদৃষ্ট হন।** ভজন-পরিপক্কতায় অনঙ্গ মঞ্জরীকে তাঁহার সেব্যা শ্রীবার্ষভানবীর সহিত অভেদতত্ত্ব বলিয়া জানা যায়। তজ্জন্য **শ্রীবার্ষভানবী স্বয়ংরূপ আশ্রয়বিগ্রহ এবং স্বয়ং প্রকাশ আশ্রয়ানুগ বিগ্রহ অনঙ্গমঞ্জরী মুক্তজীবের স্বরূপোদ্বোধনের জন্য প্রকাশিত।** কোন সৌভাগ্যক্রমে মুক্তজীব কুণ্ডতীরে গমন করিলে মধুর রতিতে অপর রতিসমুদয়কে অঙ্গীভূত করিয়া লয়। **ভেদাভেদ-প্রকাশ শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে মধুর রতিতে স্বয়ং প্রকাশ বলিবার পরিবর্ত্তে স্বয়ংরূপা ও স্বয়ং প্রকাশার বিচার পর পর দর্শন করেন।** ঠাকুর মহাশয়ের "গুরুরূপা সখী বামে" প্রভৃতি বাক্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, **সখী বার্ষভানবীরই কায়ব্যূহ এবং তাঁহা হইতে অভিন্না।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শরণাপত্তি ও আনুকূল্য-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
২২শে আশ্বিন, ১৩৪১
৯ই অক্টোবর, ১৯৩৪

কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-প্রাপ্তি জীবের শিরোধার্য্য—কৃষ্ণভজনোদ্দেশ্যে শারীরিক নিরাময়তা লাভেচ্ছা ভক্ত্যনুকূল ব্যাপার।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই তারিখের পত্র পাইয়া আপনার শারীরিক অসুস্থতার সংবাদ জানিলাম। কৃষ্ণ-কৃপায় শারীরিক সুস্থতা অনুভব করিয়া কৃষ্ণের ভজন করুন—ইহাই কৃষ্ণের স্থানে প্রার্থনা। **শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।** কেবল কৃষ্ণভজনার্থী হইয়া শারীরিক মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছাও ভক্তির অনুকূল ব্যাপার। অনর্থযুক্তভাব লাভ করিবার জন্য নিরাময় হইবার আকাঙ্ক্ষামূলে ভগবানের নিকট

হইতে অভক্তের সেবা আদায়ের যে চেষ্টা, তাহা বরণীয় নহে। পরন্তু বিঘ্নবিনাশন গণেশের ও বিঘ্নবিনাশক শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে নিরাময়তা লাভের প্রার্থনা নিশ্চয়ই আদরণীয়।

আপনার নাম—'শ্রীদয়াময় ভগবদ্দাস অধিকারী' জানিবেন। আমরা উর্জ্জাব্রত পালন করিবার জন্য মথুরায় আগামী পরশ্ব যাইতেছি। আশা করি, আপনার ভজন-কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমথুরার স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গাভবন
পোঃ মথুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১
২৯ অক্টোবর, ১৯৩৪

অসুস্থাবস্থায়ও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য যুক্তিযুক্ত নহে—শ্রীমথুরাধাম।

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনার ৭ই কার্ত্তিকের লিখিত কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি আমাদের অনেকের প্রতি স্নেহবিশিষ্ট, তাহা আপনার প্রতি পত্রেই জানিতে পাই।

সম্প্রতি আমি শ্রীমথুরাধামে নিয়ম-সেবা-পালনে নিযুক্ত। আমার দৈহিক অবস্থা ভাল না থাকিলেও কৃষ্ণভজনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া কৃষ্ণভজন হইতে বিরত হইব না, মনে করিতেছি। তবে একেবারে অসমর্থ হইলে ভজন কেবল স্মরণমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে।

শ্রীমথুরা—ভগবজ্জন্মভূমি। শুধু তাহাই নহে, এ স্থান নিয়মমাত্র-

গ্রাহী স্মার্ত্তের পতনভূমি। এই পুরী—সাধারণী গণিকাভাবযুক্তা কুব্জার চিন্তাস্রোতো-দমনী, লৌকিক জ্ঞান-দৃপ্ত জনসঙ্ঘের প্রতাপবান্ পথদ্বয়রূপ চাণূর-মুষ্টিকাদি মল্লের মায়াবাদ-অপসারণী, আর কর্ম্ম-জ্ঞানাবৃত প্রতিকূল-কৃষ্ণানুশীলনকারীর সমাধিক্ষেত্র; সর্ব্বোপরি বিপ্রলম্ভ-বিধায়িনী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীরূপের মাসাবধিকাল যাবৎ অধিষ্ঠান-ভূমিকা।

আপনি পণ্ডিত। আপনাকে এই সকল কথা লেখাই বাহুল্য। অন্যত্র কুশল জানিবেন। ইতি—

শ্রীকাঞ্চকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিমুখের স্বভাব, মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গঙ্গাভবন
ড্যাম্পিয়ার পার্ক,
মথুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪১
২৯ অক্টোবর ১৯৩৪

ভগবৎসেবা-বিমুখ জীবগণের স্বভাব—অসৎসঙ্গ অধঃপতনের মূল—সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র জীবনপথের সম্বল—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের বিজয়োৎকর্ষই গৌড়ীয়মঠের একমাত্র উপাস্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৫শে তারিখের লিখিত বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। আমরা সম্প্রতি শ্রীমথুরায় কার্ত্তিকসেবা-নিয়ম-পালনে নিযুক্ত আছি।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কৃষ্ণবিমুখ জীবের সহিত সেবোন্মুখ জীবের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অসৎসঙ্গজনিত অভদ্রনাশিনী কথা-সমূহ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অঘ-বকাদি অসুরগণের বধসাধনে কৃষ্ণের সহায়তা করে যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল-জ্ঞানে

আমরা অস্ফুটবাক্ বালকের চাপল্যের হস্তে নির্য্যাতিত হই, উহা আমাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির 'জের'। কাহাকে কৃষ্ণ বলে?—কৃষ্ণভক্ত কে ও কিরূপ?—জীবের নিত্য প্রয়োজন কোথায় অবস্থিত?—এই সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনগণ আবোল-তাবোল কথায় স্বীয় সেবা-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়া 'ঢঙ্গ' সাজিতে ইচ্ছা করেন। এই অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিত্তদর্পণ অমার্জ্জিত হওয়ায় তাঁহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করেন এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তর্পণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামড় কামড়ায়। বহির্ম্মুখতা ও বিষয়ীর পোষাকে ক্ষুদ্র ধনমদ, বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ ও নির্ব্বুদ্ধিতারূপ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে বড় করিয়া তুলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হয়। তাহাদের কৃপণস্বভাব হরিসেবায় বিমুখ হইয়া "অসুরে যে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", সেই আসুরবৃত্তিকে কৃষ্ণভক্তি মনে করে! "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ভোগিকুল ভোগের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া জ্ঞান করে এবং মিছা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা সাধন করে। ভক্তের স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে অভক্তকে ভক্ত সাজাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিবার চক্ষু তাহাদের কোথায়? তবে একটা বিষয়ে তাহারা বড়ই ভাল করে অর্থাৎ আমার ন্যায় হরিসেবা-বিমুখের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমার উপকার করে। কিন্তু আমার আরাধ্য বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া পিতৃপুরুষসহ নরকগামী হয়। ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয়। সামান্য বুদ্ধিকে বিচারকের পদে স্থাপন করিয়া নিজের পায়েই কুঠারাঘাতকারী ভোগী ও ত্যাগি-

নামধারী বদ্ধজীব অহঙ্কার পোষণ করে; উহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। ভাগ্যহীন দ্বিপদ পশু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে পথ গ্রহণ করে, উহা তাহাদেরই নিজ কদর্য্য স্বরূপের প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উহাই তাহাদের গন্তব্য পথ। আপনি ঐ সকল বিপথগামীর সহিত সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

দুর্লভ মনুষ্য জীবন পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করুন। অধঃপতিত দুঃসঙ্গরূপ মিছাভক্তকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দিবেন না। "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"। **মর্কটগণের সঙ্গক্রমে তাহাদের শিষ্য হওয়ায় কৃষ্ণবৈমুখ্য ও কাষ্ণ সেবা-বৈমুখ্যই তাহাদের অপরিহার্য্য স্বভাব হয়।** জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ কায়মনোবাক্যে পরিহার করিবেন। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করে, তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। উহারা যমদণ্ড্য মিছাভক্ত মাত্র। খলস্বভাব-প্রযুক্ত জড়ভোগী জড়রসানন্দী—অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত। অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন; পাষণ্ডী অঘ-বকাদি সূর্য্যোদয়ে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-লিখিত **"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন"ই গৌড়ীয়-মঠের একমাত্র উপাস্য।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গুরুলঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠাশা সর্ব্বনাশকর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর
১৩ই পৌষ, ১৩৪১
১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫

অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে—ভক্তের পক্ষে প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইলাম। পত্র পাইয়া আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিতই হইলাম। আপনার হস্তে অনেকগুলি কার্য্য সেদিন নিষ্পাদ্য ছিল। সেইজন্যই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, সেইগুলি না করিয়া বৃথা আমার সহিত কষ্ট করিয়া আসিবার আবশ্যকতা নাই,—ইহাতে অনাত্মীয়তার কি আছে? * * *

যাহা বুঝিতে পারিতেছেন, উহা লিখিয়া Co-ordinate authority হইবার কেন যত্ন করিলেন, বুঝিলাম না। Co-ordinate authority

ব্যতীত কি কেহ ঐরূপ ভাষায় বলিতে পারে? **অতিরিক্ত অর্থ ও বাহাদুরীর গরম ভগবদ্ভক্তের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে।** তাহা হইলেই লঙ্ঘনজনিত অসুবিধাই হইতে পারে। আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমার চিত্ত কোন দিন "হামবড়া বাহাদুর" হইবার দিকে ধাবিত না হয়। * * * আমি অনেক সময় যাঁহাদিগকে আত্মীয়জ্ঞানে কর্কশ ও রূঢ়বাক্য বলিয়া থাকি, তাঁহারা মাপ করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বলি। যাহা হউক, এই ক্ষেত্রে আপনি বা আপনার আলোচনাকারিগণ সে উদ্দেশ্য হইতে আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন।

আমরা কোনদিন আমাদের গুরুবর্গের নিকট আমার নিজের বক্তব্য বিষয় অন্যের দ্বারা বলিয়া পাঠাই নাই, তাহাতে মর্য্যাদার হানি হইবে, জানিতাম। * * অর্থকে অনর্থ বলিয়াই শঙ্করাচার্য্য জানাইয়াছেন। কিন্তু আমরা জড় স্বার্থকেই 'অর্থ' মনে করিতেছি!

একদিন শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট "তিনি স্বামী মানেন না এবং ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে খুব মজবুত" বলিয়াছিলেন। এইরূপ মনোভাব পোষণ করিতে বল্লভাচার্য্যকে শ্রীমহাপ্রভু উৎসাহ দেন নাই। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী আমাদের ন্যায় মূঢ় ব্যক্তিকে "প্রতিষ্ঠাশা ধ্বস্তা-শ্বপচরমণী" ইত্যাদি শ্লোক শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার ভক্তবৃন্দকে এই সকল কথা বুঝাইয়া দিবেন এবং আপনি মর্ম্মাহত হইবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পিতৃশ্রাদ্ধ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, পুরী
৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তমতে-শ্রাদ্ধ-বিচার-প্রণালী—শ্রীনামাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। * * মহাশয়ের পিতৃদেবের স্বধাম-প্রাপ্তি হইয়াছে, জানিলাম। তাঁহার যে পুত্র দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহার দশাহের পরে একাদশ দিবসে মহাপ্রসাদ দ্বারা পিণ্ড দিতে এবং শুদ্ধভক্ত বিপ্রগণকে সেবা করাইতে হইবে। উহা শ্রীগৌড়ীয়-মঠে করিলে বৃথা ও অবিবেচক স্মার্ত্তের হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে না। আর যে-সকল পুত্র হরিনাম করেন না ও সমাজের বাক্যবাণ সহ্য করিতে পারিবেন না, তাঁহারা স্মার্ত্তমতে পিণ্ড দান করিবেন, উহাতে * * মহাশয়ের আপত্তি থাকিবে না। শ্রীহরিনাম করিয়া পিতৃপুরুষগণকে প্রেত-জ্ঞান শাস্ত্রানুমোদিত নহে। তবে স্মার্ত্তমতে যে-সকল ব্যবস্থা

আছে, উহা অধিকার-বিচারে ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ **স্মার্ত্তমতে শ্রাদ্ধ করিলে পুনরায় মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয়।** ভগবদ্-ভক্তগণ তাহা কখনও স্বীকার করেন না।

শ্রীমানের জননী হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের বিচার গ্রহণ করিবেন। তিনি স্মার্ত্তের পললান্ন শ্রাদ্ধের বিষয়ে মৌন থাকিবেন। স্মার্ত্তের বিচার যখন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ভগবানের নিজ-জনগণ জানাইয়াছেন, তখন অবিচারক স্মার্ত্ত-পদ্ধতি ভক্তগণ স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। আর **মুক্তগণের শাস্ত্র ও বিচার-প্রণালীও স্মার্ত্তের বোধগম্য নহে।** আপনি এই সকল কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন; সুতরাং আমার উক্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

শ্রীমান্ * * শূদ্র-বিচারে শোকের চিহ্ন ধারণ করিবেন না; কারণ, ভক্তের প্রাপ্তিতে ভক্তগণের শোক হয় না। কিন্তু তাঁহার অন্য শোকতপ্ত ভ্রাতৃগণ শূদ্র-বিচারে ত্রিংশৎ দিবস শোকচিহ্ন ধারণ ও কাচা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন।

শ্রীমান্ * * ও অন্যান্য নামাশ্রিত ভক্তগণ প্রত্যহ শ্রীমহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের স্মার্ত্ত-বিধির জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। পরলোকে গমন করিয়া বৈষ্ণব প্রেত হন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধ অনিবেদিত বস্তুতে হইবে বলিয়া যে কুমত চলিত আছে, সে-সকল কথা হইতে আপনি দূরে থাকিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অচঞ্চলতা ও তিতিক্ষা ভক্ত্যনুকূল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, পুরী
৮ই ফাল্গুন, ১৩৪১
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

ভগবৎসেবাবিমুখ ও ভগবৎসেবোন্মুখগণের পরিণাম—হরিসেবার বাধক কর্ম্মসমূহ—আত্মমঙ্গলোপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পেন্সিলে লেখা একখানি চিঠি পাইলাম। ভগবানে ভক্তি থাকিলে জীবের অসন্তোষের কোন কারণ থাকে না। এই পৃথিবীতে আমরা সেবাবিমুখ হইয়াই কর্ম্মফলাধীন হই। কর্ম্মফলে কখনও সুখভোগ বা প্রণয়, আবার কখনও দুঃখভোগ বা বিদ্বেষভাবাপন্ন হই। ভগবৎসেবার প্রয়োজন বোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও সুখৈষণা আমাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। তুমি সর্ব্বদা ভগবানের সেবায় মন দিবে। কেহই তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। **চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব প্রদর্শন করিয়া যদি**

তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না। বাক্‌যুদ্ধ, দেহযুদ্ধ ও মানসিক অসন্তোষরূপ যুদ্ধ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না। সুতরাং তরুর ন্যায় সহগুণসম্পন্ন হইয়া ভগবদিচ্ছাক্রমে স্বমস্তপঞ্চকে থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। যেদিন শ্রীগৌরহরি তোমাকে অন্যত্র পাঠাইবেন, সেই দিনের জন্য তুমি অপেক্ষা কর।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তি ও মিছাভক্তি এক নহে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪১
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য—সেবোন্মুখগণের কর্ত্তব্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২৬।২।৩৫ তারিখের পত্র ও কুঞ্জবাবুর নামীয় কার্ড দেখিলাম। অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবব্রুব' বলে, অভক্ত সজ্জায় ভগবদ্‌বিশ্বাস রহিত হয়, অর্চ্চন করে, পরিক্রমা করে, কপট ভেকধারীর বেষে বেড়ায়; ভক্তগণ শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের ন্যায় অনুকরণ করেন না—মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। **ভক্তের ক্রিয়া ও মিছাভক্তের দৌরাত্ম্য বাহিরে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দুধ ও চূণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে "আশমান্-জমিন্ ফারক্"।**

* * প্রভু এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐ সকল পাপী আর অরিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অভক্ত ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা বে-আদবি করিলে "ন্যূনং নানা-মদোন্নদ্ধং শাস্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি"॥— এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং রজস্তমো-গুণ-তাড়িত দ্বিপাদ মানব-মূর্ত্তিধারী মানবেতর ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট যাত্রিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাঁহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎ চিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের 'বৈষ্ণব' হইবার বাসনা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায়।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আচার্য্য-চরিত ও দৈব-বর্ণাশ্রম

(ইংরাজী পত্র হইতে অনূদিত)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা
২৩শে চৈত্র, ১৩৪১
৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

আচার্য্য-জীবন-চরিতের প্রথমাংশ—সমাজ-সংগঠন-বিষয়ে আচার্য্যের অভিমত—দৈব-বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য।

প্রিয়—,

তোমার ২৯শে মার্চ্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের জন্য অদ্য আমরা প্রায় বিশমূর্ত্তি ঢাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অর্চ্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * * * * * মে মাসের পূর্ব্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা

করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদি সহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি রাণাঘাট উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অরিয়েণ্টেল্ সেমিনারিতে ভর্ত্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনীর বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনে ভর্ত্তি হই। * * *

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্ব্বেই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কর্ম্ম গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্‌সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি। ইহার কএকমাস পূর্ব্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব (দীক্ষিত শিষ্য) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ-সংগঠন আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। **অভক্ত বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই।** সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু **ভগবদ্ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন,** তদুপায়-প্রবর্ত্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্তগণের অসুবিধা দূরীকরণরূপ আমার এই কার্য্যে স্মার্ত্ত ও অন্যাভিলাষিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, **দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম।** প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবদ্য বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতগ্রস্ত হইয়াছে। **বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ,সংস্কার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক।** অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দ্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্ত্তনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্য্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়াছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিষ্কপট ও সৎসাহসী হন, তবে ভ্রান্ত-সমাজের নিগড় হইতে আপনাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত-বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। সুতরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। **ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈববর্ণাশ্রমের মর্ম্ম, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাব-ধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।**

যদি তুমি **যত্নপূর্ব্বক "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচার ধারা বুঝিতে পারিবে।** বিশেষতাকে সামান্যশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ-সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু **অপর পক্ষের অস্থির দর্শনে আপাত বিরোধী বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বদ্ধজীবের প্রতীক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা
২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২
১৬ই মে ১৯৩৫

প্রতিষ্ঠাশা শৌকরীবিষ্ঠাতুল্য—জীবদ্দশায় সাধকের প্রতীক পূজা অধঃপতনের হেতু—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃপথ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই তারিখে বালিয়াটি হইতে এবং ১৫ই তারিখে ঢাকা হইতে লিখিত কার্ড পাওয়া গেল। * * * ঢাকার মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শীঘ্র শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তজ্জন্য তথায় আপনার থাকার প্রয়োজন নাই। আমি সম্প্রতি কলিকাতায় আছি।

ভক্তগণের বাড়ীতে বাড়ীতে আমাদের ওয়েলপেন্টিং না থাকাই বা না রাখাই ভাল। **প্রতিষ্ঠাশারূপিণী শৌকরীবিষ্ঠার কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।** * * * মৃত্যুর পর ঐগুলি

আবশ্যক হইতে পারে। **জীবদ্দশায় প্রতীক পূজার সৃষ্টি হইলে আমাদের অধঃপতন হয়।** শ্রীচরিতামৃতের আদি ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রসঙ্গে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষা আমাদের সর্ব্বদা আলোচ্য। পথ দুইটি—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। ভক্তিপথের পথিকগণ—শ্রেয়ঃপন্থী; **বিষয়ীসঙ্গ আমাদের পক্ষে অমঙ্গলকর।**

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

কৃষ্ণলীলা ও ভক্তির অনুকূল বিষয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২
১৬ই জুন, ১৯৩৫

প্রাপঞ্চিক বিষয়সমূহ কৃষ্ণলীলার অনুকূল—এ জগতে দুঃখ-প্রাপ্তি শ্রীভগবানের দয়ার নিদর্শন—"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোকের তাৎপর্য্য।

বিহিত-বৈষ্ণব-সম্মান- পুরঃসর নিবেদন,—

আপনার ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত পত্র আমি এখানে দার্জ্জিলিংএ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি এবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপার ব্রত অভ্যাস করিবার জন্য হংসক্ষেত্র বা কলিকাতায় গ্রীষ্ম ভোগ করিব। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় কএকজনের প্রচেষ্টায় এই শৈলে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।

জড়জগতে অবস্থানকালীন নানা বিপত্তির বিচার আপনার পত্রে লিখিত হইয়াছে। ঐগুলি আমাদের কর্ম্মফলের অন্তর্গত। প্রাপঞ্চিক

বিষয়সমূহ—সকলই কৃষ্ণলীলার অনুকূল। আপনি (ব্রজবিলাসস্তবে) অবশ্যই পড়িয়াছেন যে—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
শাস্ত্রৈরেবং মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাক্রয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥

আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবানকে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ-নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাঁহার এই দয়ার পরিচয়। স্থূল আধ্যক্ষিকভাবে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানের ব্যাঘাত হইলে আপনি ভক্তজনাবাস গৌড়ীয়-মঠে নিরন্তর মানসে বাস করুন। "অলব্ধে বা বিনষ্টে বা" শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রজ-যাত্রায় আমাদের নিজেচ্ছাই কৃষ্ণের প্রতিকূল অনুশীলন ও বাধকস্বরূপ। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রকৃত স্বাস্থ্য, মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ পরিত্যাজ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"Armadale"
দার্জ্জিলিং
১লা আষাঢ়, ১৩৪২
১৬ই জুন, ১৯৩৫

কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধ চেষ্টা অমঙ্গলদায়ক—হরিভজনের দ্বারাই শরীর, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য-লাভ—মায়াবাদীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

* *! তোমার ৬ই জুন তারিখের এক কার্ড কিছুদিন হইল পাইয়াছি। শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরে চৈত্র-বৈশাখ মাসে মথুরা-মণ্ডলে যাইবার প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও কৃষ্ণ-বাঞ্ছা প্রবল হওয়ায় আমাদের অবৈধী ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এজন্য চৈত্রমাসে তথায় যাইতে পারি নাই। আগামী দুর্গোৎসবের পরে বিজয়া-দশমী-দিবস বা তাহার পূর্ব্ব হইতে মথুরামণ্ডলে থাকিব, ইচ্ছা করিয়াছি। তবে কৃষ্ণের ইচ্ছা যদি অন্যরূপ হয়, তাহাতে আমার কোন হাত নাই, বরং তাঁহার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে চেষ্টা করায় আমি দোষী সাব্যস্ত হইব। যাঁহারা আমার চৈত্রমাসে তথায় যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট বলিব যে, আমার ভজনের ত্রুটী থাকায় শ্রীধাম আমাকে আকর্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ করিয়াছেন। **হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটীই ভাল থাকিবে। আমার মত ভজন-বিমুখ হইলে তিনটীই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।**

ভজন করিতে পারিলে আমাদের আর * * এর গীতা সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইবে না। ঐ দুঃসঙ্গ কৃষ্ণের ইচ্ছায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই দুঃসঙ্গ করিবার ইচ্ছাকে সংরক্ষণ করার কি প্রয়োজন? যেরূপ সংসারসুখ-প্রমত্ত সাংসারিক ব্যক্তি সুখের আধার হইতে বঞ্চিত হইলে পুনঃ তাহার অন্বেষণ করে, সেরূপ তোমার ন্যায় **ভক্ত আবার মায়াবাদীর গীতা পড়িবার জন্য এত আগ্রহ করিবে কেন? মায়াবাদীর সহিত ভক্তের কোলাকুলি করা উচিত নহে।** ইতি।—

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৌর ও কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale
দার্জ্জিলিং
৪ আষাঢ়, ১৩৪২
১৯শে জুন, ১৯৩৫

গৌর-কৃষ্ণের স্বরূপ—গৌরভক্তগণের রস-বিচার—গৌরনাগরী মতবাদ—জড়ভোক্তৃবর্গ-রচিত পদাবলী ভক্তগণের অস্পৃশ্য—অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্রিয়—,

তোমার ৭ই জুন তারিখের ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র পড়িলাম। তাহার ৫ম পৃষ্ঠায় তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ-ব্যবহার কিছু আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূলে নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ

বা রাধিকারূপ অভিন্ন। **গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ-রসোৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক।** এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরস-বিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ—মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ। **গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্য-গৌররূপ আস্বাদন করেন।** কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব কোন দিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণ-বিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি গৌরভক্তগণের চিরবিরোধিনী বৃত্তি। গৌরভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্য-রস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের শুদ্ধদাস্য রস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুর রস-প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দ-জ্ঞাপক। ইহাঁরা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ-রসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়-বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ ভোগের সহায়। **বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী. তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য।** কৃষ্ণভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌরভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণোভক্তা, আপনাকে আশ্রয়-বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। **ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয়-রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌর-কৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ।** সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রসবিপর্য্যয় করিতে

হইবে না। তের প্রকার আউল-বাউলাদির অনুগত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সর্ব্বক্ষণই এই বিষয়ে ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ-গণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকগণ কখনও বিবর্ত্তগ্রস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দকে শুদ্ধ-সখ্যরসানন্দ-বিচারে—শ্রীদাস গোস্বামীর—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যস্ তে মম রসোঽস্তু সত্যম্ ॥
(বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১৬)

এই শ্লোকটী বিচার করিয়া সখীপর্য্যায়-স্থাপিত রামানন্দ রায়কে যূথেশ্বরীজ্ঞানে বার্ষভানবীর শুদ্ধ সখ্যরসাশ্রিত জানেন। সুবলাদি সখার ন্যায় তাঁহাদের বিচার নহে। পুরীর বালগোপাল-উপাসনা, রামানন্দের ললিতা-বিশাখোচিত শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দের চিত্রক-পত্রকাদির ন্যায় শুদ্ধ দাস্য, গদাধরের বার্ষভানবীর অংশ-বিশেষ-বিচারে বার্ষভানবী-দাস্য, জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভাসমিশ্র মাধুর্য্য, দামোদর-স্বরূপের ললিতোচিত যূথেশ্বরী-সখ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি বিচার-চতুষ্টয়ের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় কৃষ্ণাস্বাদন সাফল্য করিয়াছিলেন ও মিত্রবর্গের বাধ্য ছিলেন। ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখার তৎপর্য্য।

সজ্জনতোষণী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২শ, ২৩শ, খণ্ডে ও 'গৌড়ীয়ে' এই বিষয়টী কএকটী ভজন-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও তুমি গৌরনাগরী নামক অপসম্প্রদায়ের এ সম্বন্ধে যে সকল views পাঠ করিয়াছ, তাহা বহির্ম্মুখ বিচার পর হওয়ায় উহাদের ঐরূপ ভ্রান্তি তোমাকেও ভ্রান্ত করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহের ভোগ আশ্রয়াবলম্বনে বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণলীলায় আশ্রয়জাতীয় ভোগ রসানুকূল, তদ্বিপরীত রসাভাস। এই জন্যই গৌরনাগরীবাদ—দুষ্টমত বা শাক্তেয় মতবাদ। অপ্রাকৃতের সন্ধান উহাদের না থাকায় জড়াভিমানবশে গৌরনাগরীগণ দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে। **মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসীমাত্র।** তাহাতে মুখ্যরসানন্দ-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরকে পতি বলায় ঐশ্বর্য্য-বিচারে অর্থাৎ dignified attitudeএ সেবকের ভাবোচ্ছ্বাস মধুর রতিতে হয় না। যেখানে মধুর রতিতে গৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। নতুবা রসোৎকর্ষ স্বীকার করা যাইবে না। বাসুদেবের, গোবিন্দদাসের, নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে তত্ত্ববিদ্বেষ, জড়কামচেষ্টা প্রভৃতি ঢুকাইবার ইচ্ছা করায় অনেক স্থানে চরিত্রহীন অতাত্ত্বিক কামুকগণের দ্বারা জাল কবিতাসমূহ রচিত হইয়া interpolation হইয়াছে, জানিতে হইবে এবং জাল পদগুলি ঐ প্রকার হীনচরিত্র অতাত্ত্বিকের দ্বারা backed up হইয়া চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন তাঁহার গ্রন্থে গৌরনাগরীদিগের গর্হণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিকাল হইতে এই প্রকার কুযোগীর চিন্তাস্রোত অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তব্রুব-পর্য্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রমুখ শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। যদি কেহ ঐতিহাসিক-বিচারে ঐ অতাত্ত্বিক লোকগুলির সত্য সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী সময়ের জাল নহে বলেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তের অপসম্প্রদায় নানা কুযোগি-বৈভব দেখাইয়াছে। তাহাদের সহিত

রূপানুগ বৈষ্ণবগণের আকাশ-পাতাল ভেদ জানিবে। ঐ কবিতাগুলি spurious তাহাতে আর সন্দেহ কি? Anthropologyর নায়কগণ যদি অতাত্ত্বিক চৈতন্যবিমুখ হন, তাহা হইলে ঐ অভক্তগণের কবিতা-গুলিকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে উহাদের চিত্তবৃত্তি হইতে শতসহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিব। ঐ সকল তত্ত্ববিরোধী ব্যক্তিদিগের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণের সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি করাইব না। মাননীয় * * বাবু, * * বাবু, * * বাবু প্রভৃতি এই সকল কথা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া সাহিত্যিক-সজ্জায় তাঁহারাও শুদ্ধভক্তিবিরোধী। তুমি আমার উপরি লিখিত কথাগুলি শত শতবার পাঠ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার যত প্রশ্ন আছে, নির্ভীকভাবে নির্ব্বিবাদে তাহা সমস্ত জানাইতে পার। আমিও তাহা আমার জ্ঞানানুরূপ জানাইয়া দিব। তবে দূরস্থিত ব্যক্তিকে বুঝান কষ্টকর। তুমি এই সকল কথা ভারতে আসিয়া কএক বৎসর আলোচনা করিবার পর শুদ্ধভাবে বুঝিতে ও প্রচার করিতে পারিবে। নতুবা আমাদের ভারতীয় জড়ভোক্তৃবর্গের সম্পাদিত পদাবলী স্পর্শ করিলেও তোমার অমঙ্গল হইবে। জড়ভাব প্রবল থাকা-কালে হরিলীলাকথা বুঝা যায় না।

বৈষ্ণব-সম্পুটের সহস্রাংশের কার্য্যও এই মাসের মধ্যে হইল না। সুতরাং ভাবিকালে হইবে—এই আশা পোষণ করিয়া বসিয়া আছি।

তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ জীবাত্মা, তুমি কেন মায়াবাদীর কথা, প্রাকৃত-সহজিয়ার কথা বা নিজের কষ্টানুভূতির মধ্যে থাকিবে, বুঝিতে পারিলাম না। কৃষ্ণভক্তের অস্মিতা-বিচারে কোন ত্রিবিধ তাপ নাই। কেন না, দিব্যজ্ঞানলাভে অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা হইতে তুমি কেন বিচ্যুত হইবে, বুঝিলাম না। পাশ্চাত্যদেশে ভোগপরতার

বিচারটা শতকরা একশত। সুতরাং তাঁহাদের ঈশ্বর-বিশ্বাস অত্যন্ত তরল, ফিকে মাত্র।

বর্ত্তমানে আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফল-লাভ—নিজ-নিজ ভাগ্য-সাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান হইব। তুমি তোমাকে জড় ঘৃণ্য অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ পাতিত রাখিয়া আধ্যক্ষিকরূপে স্থাপন করিও না। সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না। আমরা আমাদের মানস-চেষ্টায় সকল প্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তির উন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

আমি দার্জ্জিলিংএ ১৯ দিবস বাস করিতেছি। আমার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু chestএ চাপধরামত ক্লেশ অনেক সময় অনুভূত হইতেছে। এই ব্যাধিটা আমাকে ৫।৭ বৎসর হইতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। জানি না, এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে হরিবিমুখ শরীরটা শীঘ্রই রাখিয়া যাইতে হইবে কি না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

স্বকীয় ও পারকীয় বিচারের মর্ম্ম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale, দার্জ্জিলিং
৭ই আষাঢ়, ১৩৪২
২২শে জুন, ১৯৩৫

সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণে পার্থিব দুর্নৈতিকতার একান্ত অভাব—স্বকীয় ও পারকীয় বিচার—কৃষ্ণানুশীলনপর চিন্তা সর্ব্বদুঃখ বিনাশক—কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ ও গান্ধর্ব্বাচরণে গান্ধর্ব্বিকা-লাভের অভেদত্ব।

প্রিয় **,

সর্ব্বকারণ-কারণ কৃষ্ণ আকরবস্তু হওয়ায় পার্থিব দুর্নীতি-সমূহ তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। প্রপঞ্চে বহু নায়ক বিরাজমান থাকায় একের প্রাধান্যে অপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কৃষ্ণের বেলা সেরূপ নহে। কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অবৈধ লাভের সুখনিদ্রা তাহাদের ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মাত্র। ইহজগতে স্বকীয়ের মহিমা নয়কোবিদগণ গান করেন। এখানে পারকীয় বিষয়ে পক্ষবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভগবদ্ধামে পক্ষান্তর না থাকায় ক্ষতির কথার অবকাশ নাই।

ইহজগতে অভিজ্ঞতাবাদীর নিকট অপস্বার্থপরতার ফল নিজেন্দ্রিয়-সুখ-লাভের মহিমা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেই সুযোগটুকু অর্থাৎ অপরের স্কন্ধে হস্ত প্রদান করিয়া নিজে লাভবান্ হওয়ার যে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা ইহজগতে লক্ষিত হয়, উহা কৃষ্ণেরই প্রাপ্য বিচার করিলে কথাটা ভাল বুঝা যায়। আবার অন্যদিকে স্বকীয় বিচার ধরিতে গেলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে মালিক। bait or trapএ পড়িবার যোগ্যতা লইয়া যে-সকল অভিমন্যু দুঃখিত হয়, তাহাদের বিচারের দুর্ব্বলতা-মাত্র জানিবে।

পাশ্চাত্য জগৎ জড়ভোগে রত ; তুমি এখন তাঁহাদের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ। তবে আমাদের মত কৃষ্ণানুশীলনপর চিন্তায় তোমার জাগতিক ক্লেশসকল দূরীভূত হইবে। **কৃষ্ণের স্বকীয় বিচারে উদ্বাহ এবং গান্ধর্ব্বাচরণে গান্ধর্ব্বিকা-লাভ একই জিনিষ।** কিন্তু গান্ধর্ব্ব-বিবাহের চমৎকারিতায় তামসপক্ষ অধিক আনন্দ বোধ করেন; মিশ্রসত্ত্বে উহার হেয়তা উপলব্ধি হইলেও শুদ্ধসত্ত্বে হেয়তা নাই।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অর্ব্বাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ॥

গৌড়ীয়মঠ
প্রক্টর রোড্, বোম্বে ৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবৎকৃপোপলব্ধি—বহির্ম্মুখ কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের আচরণ—অসৎপ্রবৃত্তির প্রশ্রয় প্রদান অবিধেয়—জীবের পরম-মঙ্গল-চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী হওয়া আবশ্যক—ভক্তিপ্রতিকূল আচরণ ভগবৎলীলা-সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার পত্রের দুর্লভতা-হেতু আমি চিন্তিত ছিলাম। পত্র পাইলাম বটে, আমি স্নেহাস্পদ * * বাবুর নিরাময়-সংবাদে নিশ্চিন্ত হইব, আশা করিয়াছিল, কিন্তু এখনও তিনি প্রাক্তন ক্লেশ ভোগ করিতেছেন জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। ভগবৎকৃপা কি জিনিষ, আমাদের অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়। * *

বৃষগণ—ডেঁপোরা যে-সকল কুৎসিত নৃত্যে আত্মগ্লানি আনয়ন করে, উহা devil's dance বলিয়া মনে করি। শিক্ষিতের চক্ষু যে-কালে devil's dance দেখিবার শক্তি লাভ করে, তখনই উহা ভাল। নতুবা "নৈতৎ সমাচরেৎ" শ্লোকের বক্তা, শ্রোতা ও পাঠক—সকলকেই তমো-

গুণে লিপ্ত করায়। বিষ্ঠাভোজী মক্ষিকা যেরূপ সৌগন্ধে বীতরাগী, ভোগি-সম্প্রদায় তদ্রূপ কৃষ্ণভোগের কথায় ছট্‌ফট্ করিয়া অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করে। সাধুপ্রসঙ্গক্রমে হৃৎকর্ণরসায়নী হরিকথার উদয়কে যাহারা torture মনে করে, সেই সকল "ঠাকুর মা-নাত্‌নীর গল্প" বাজ নির্ব্বোধ পড়ুয়াগণের ডেঁপোমি, দম্ভ বা ডম্ফ মৃত ডাঃ * * মিত্রের পাগলামীর মত হইয়া যায়। যাহাদের বিচারে Sacred text শব্দ ভোগীর কপটতা ভেদ করিবার তীব্র ঔষধ বলিয়া জ্ঞান হয়, সেই তমোগুণতাড়িত, রজোগুণ-প্রতিপালিত অবিবেচকগণ running deer হইয়া পড়ে। তাহাদের তখনও oural reception to the Transcendental Message এর eligibility হয় নাই। **কপট সহজিয়ারা শ্রীচৈতন্য-দেবকে তাহাদের হাতগড়া পুতুল মনে করিয়া পল্লা-নীতির বশীভূত হয়।** সেই অর্ব্বাচীনগণের অবিবেচনা-প্রসূত অস্ফুট কপ চানগুলি—

"তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা"

নীতির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচ্য। উক্ত উদ্ধত ছোঁড়াটা বুড়ো হইয়া গেলেও বালচাপল্য সে ভুলিতে পারে নাই; সুতরাং bencath notice. ঠাকুর মা-নাত্‌নীর গল্পপ্রিয়জনগণ উহাদের নির্ব্বোধিতা অপনোদন করিবার যে 'দাওয়াই' আসে, তাহার তীব্রতা সহ্য করিতে পারে না। আমরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিত্যকৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধান করিবার উপদেশ পাইয়াছি। তবে নিজোপকার, পরোপকার ও বন্ধুগণের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে আপনাদের যে কার্য্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিমুখ জীবগণকে নির্ব্বেদজ্ঞান ও ভোগের হস্ত হইতে চিরতরে আপনাদের মুক্তি দিবার চেষ্টা দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তাই বলিয়া আমি এরূপ বলিতেছি না যে, ঐরূপ কুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন জনগণের প্রমত্ততা

নিবারণের জন্য আপনারা সতী চেষ্টা ছাড়িয়া দিবেন। তাহাদিগকে 'আস্কারা' দেওয়া কোন মতেই উচিত নয়। এই শ্রেণীর লোকদিগকে কোন হরিকথা শুনান যাইবে না—এরূপ নয়। কিন্তু তাহারা **মূঢ়—অন্যমনস্ক—বালচাপল্যযুক্ত থাকিলে তাহাদের নিকট উচ্চ হরিকথা বলিবেন না। "পশূনাং লগুড়ো যথা" যেখানে ঔষধ, সেখানে বাক্যকষাঘাত করাই শ্রেয়ঃ,** তবে উহাদিগকে 'শিক্ষিত'-জ্ঞানে পরিগণিত না করিয়া "বর্ব্বর সাংখ্যবাদী" অভিধানে ভূষিত করাই আবশ্যক। Etherial vibration এর একটা particular range এর মধ্যে শব্দ শুনিবার যোগ্যতা বর্ত্তমানে আমাদের আছে। Rangeএ বেশী-কম হইলে উহা আমাদের নিকট বিষদৃশ বোধ হয়, তজ্জন্য আমরা জানি যে, **advice gratis এর বদলে তাঁহার নিকট হইতে fee দাখিল করিবার ক্রিয়াটিই তাহার পক্ষে eligibilityর prominent mark বা criterion.**

জয়শ্রীর materials এর কার্য্য অধিক অগ্রসর হয় নাই। লেখক পাইলেই এবং ingridients বা materials আমার accessible হইলেই সুস্থ শরীরে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম, কিন্তু বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। রাবণ বা কংস না থাকিলে—জটিলা-কুটিলা না থাকিলে লীলা-সৌন্দর্য্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ থাকার সময়ে চমৎকারিতা প্রসব করে না। কিন্তু নিত্যধামে ঐ undesirable elementsএর প্রবেশ না থাকায় অবাধ সেব্য-সেবক-ধর্ম্ম সবিশেষ চিদ্‌বৈচিত্র্য সহ নিত্য বিরাজমান। সুতরাং উহা দূষ্য নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শুদ্ধভক্তিমঠসেবার উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
প্রস্টর রোড্, বোম্বে ৭
৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২২শে জুলাই, ১৯৩৫

মহাপ্রভুর বিরোধি-সম্প্রদায়ের রাধাগোবিন্দ-ভজনে অপ্রাকৃতবুদ্ধি অসম্ভব—শুদ্ধভক্তি-প্রচারই আচার্য্যের মঠস্থাপনের উদ্দেশ্য—দুষ্পারা মায়া অতিক্রম সুকৃতি-সাপেক্ষ—ভোগ-প্রাধান্য সত্যোপলব্ধির প্রতিবন্ধক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ১৮ই তারিখের একখানা বিস্তৃত পত্র পাইলাম। ঐ তারিখে * * * এর কার্ড পাইয়াছি। আপাততঃ * * * কে আবশ্যক হইতেছে না। সে পাটনায় যেরূপ কার্য্য করিতেছে, সেরূপ করিতে থাকুক। মধ্যে মধ্যে গয়ায় আসিয়া সে তোমাদের সাহায্য করুক।

তোমার লিখিত বিবরণ পড়িলাম। রু—বাবু অ—র অনুগত ব্যক্তি। অ—বাবু আ—দাসের ভাগিনেয়ের জেঠ্তুত ভাই। রা—দলের মতানুবর্ত্তী অর্থাৎ কর্ম্মী ও ভোগি-সম্প্রদায়ভুক্ত। স—ভোগী ও মায়াবাদী

এবং প্রাকৃতবিচারবিশিষ্ট। স—শ্রীহট্টের হবীগঞ্জ নিবাসী ও শৌক্রজাত্যভিমানে বিমূঢ় ব্যক্তিগণের প্রিয়; বিশেষতঃ হেনোথিষ্ট বা পাঁচমিশালি-দলের সহিত স—এর সম্বন্ধ। মায়াবাদী বলিয়া সে বহু বিমুখদল সংগ্রহে পটু। মহাপ্রভুর বিদ্বেষী বলিয়া গৌড়ীয়গণ তাহার মুখ দর্শন করেন না। যাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে **মহাপ্রভুর বিরোধীর শিষ্য** হয়, তাহারা **রাধাগোবিন্দের ভজনে বা গৌরসেবায় অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয় না।** কপট ব্যক্তিগণ রাধাগোবিন্দের ভজন মুখে যে স্বীকার করে, তাহা লোকপ্রতারণা মাত্র। ঐ সকলকে সুপথে আনাইতে না পারিলে তাহারা সত্যের আদর করিবে না। রা—এর দল জড়-**সম্বন্ধবাদী এবং লৌকিক পরার্থিতার আবরণে আবৃত বলিয়া আমরা উহাদের সঙ্গ করি না।** উহারাও গৌর-বিরোধী। এই সকল লোকের অনুগ্রহের উপর কিছু গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুদ্ধভক্তগণের ভজনোন্নতির জন্যই গয়ামঠ প্রতিষ্ঠিত। যে-কালে স—, রা—প্রভৃতি লৌকিক তাৎকালিক নায়কগণের পূজা সংসারে বিলুপ্ত হইবে, তৎকালেও অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সেবা নিত্যকাল প্রকটিত থাকিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের গৌর-লীলার আদর্শ জীবের একমাত্র মঙ্গলের পথ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ঐ উভয় দলই প্রাকৃত বিচারবিশিষ্ট বলিয়া চরমে হলাহল মায়াবাদে নিমগ্ন। প্রপঞ্চে উহাদের তামসিক প্রবৃত্তি প্রবলা। সুতরাং * * * ও * * * প্রভুর অপ্রাকৃত বাণী জড়বিচারপর রু—বাবুর ভোগের ইন্ধন যোগাইতে পারে নাই। রু—বাবুর আত্মীয়ের মনিব মহাশয় অর্থাৎ গয়ার রায় ষ্টেটের—বাবু স—দাসীয়া হওয়ায় মহা-প্রভুর বিদ্বেষী এবং গৌড়ীয় বা বাঙ্গালীর বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন। রু—এর সরলতার সুবিধা লইয়া স—দাসীয়া দল তাহাকেও বিপথগামী করিয়াছে।

রায়বাহাদুর কা—পরলোকগত ম—মহারাজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি। এজন্য তাঁহার সরলতার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। তিনি জনমত-প্রিয়; শুদ্ধভক্তির কথা তাঁহার রোচমানা প্রবৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। গৌরসুন্দরের প্রতি তাঁহার একটু ভক্তি থাকিলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত—পদ্ধতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেন।—পত্রিকার সংবাদ-দাতা উকিলটিও শুদ্ধভক্তির অনুরাগী নহেন। কিন্তু আমরা গয়ামঠ কিজন্য স্থাপন করিয়াছি, তাহা লোকে ক্রমশঃ জানিতে পারিবে। **ভোগীর ইন্ধনের যোগান ও জ্ঞানীর বিষয়-বিদগ্ধ-বিচারের অনুগমনের জন্য আমাদের গয়ামঠ স্থাপিত হয় নাই,** পরন্তু শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্যই ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছে। **মঠস্থাপনরূপ হরিসেবার দ্বারা আমাদের মঙ্গল হইবে।** কৃ—এর অনুগ্রহ বা তা—এর বিচার রা—এর দলের লোলজিহ্বা ও অশ্রুসিক্ত ভোগিগণের ঝরণা থামাইবার চেষ্টা আমাদের করিতে হইবে। **কেবল দুই একটি টাকা দিয়া গয়ামঠের উপকার পাওয়াই আমাদের একমাত্র সম্বল নহে, জানিবে।**

কর্ম্মীর কর্ম্মকাণ্ড ও জড়াভিমানীর আভিজাত্যের মূল্য অন্ধকপর্দ্দক-মাত্র। **মায়াবাদীর ডেঁপোমি ও ভোগীর ভোগা দেওয়া কথার যে কপট সাহায্য আছে, তাহা লইবার জন্য তোমাদের আগ্রহ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু যদি কাহারও উপকার করিতে পার, তবেই সে কৃষ্ণসেবাময় মঠের সেবা করিবে,** নতুবা—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥

শ্লোকের বিচার বুঝিতে না পারিয়া অসুবিধায় পড়িবে, অথবা ইহজগতে ভোগী থাকিয়া পরজগতে গুণমায়ায় মিশ্রিত হইয়া যাইবে।

* * * *

রায় বাহাদুর কা—শঙ্করমতাবলম্বী পাঁচমিশালিদলের চিন্তাগ্রস্ত হইয়া আছেন। তবে লোকটা **সদসৎ বিচারহীন সরল বলিয়া ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা।** * * * ভোগিদল চিরদিনই আমাদের বিরুদ্ধ। গয়ায় সেই দল প্রবল হইতেছে। অসার মু—ও ইন্দ্রিয়তাড়নায় গয়ায় মঠ করিতে গিয়াছিল, উহার দল নানাভাবে তোমাদের সহিত কপটতা খেলিবে। ঐগুলিকে ভগবানের পরীক্ষা জানিবে। জীবের সৌভাগ্য না থাকিলে দুস্পারা মায়াকে অতিক্রম করা কঠিন। মায়াবাদী ও ভোগী উভয়ই মায়াবদ্ধজীব। হরিপ্রপন্ন জনগণই কৃষ্ণভক্তের কৃপায় হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট, নতুবা আমাদের বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকেই ভোগ-প্রাধান্যে চালিত হইয়া সত্যের উপলব্ধি হইতে বিরত হয়।

যদি সুযোগ করিয়া পাটনা ও গয়ামঠে আগমন করেন এবং ভূমি প্রস্তুত করেন, তাহা হইলে সি— ও অ—প্রভুর কথা বুঝিয়া ঐসকল ব্যক্তি মঙ্গল-পথে আসিতেও পারে, অথবা জাহন্নমেও যাইতে পারে। গয়ায় কার্য্য করিবার জন্য ভা—কে লিখিতেছি। আমিও শীঘ্র ঐ প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করি। গৌড়ীয়মঠের উৎসবান্তে গয়ায় প্রবল-ভাবে প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে; কৃষ্ণেচ্ছা হইলে উহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

হরিসেবকের প্রপঞ্চত্যাগে শিক্ষা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১২ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৮শে জুলাই, ১৯৩৫

ভগবদ্ভক্তগণের প্রপঞ্চ-ত্যাগ-তাৎপর্য্য—ভক্তের সেবাদর্শ জীবের গন্তব্যধামের পথ-প্রদর্শক।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৬শে তারিখের পত্র বোম্বাই হইতে গতকল্য প্রাতে এখানে পৌছিয়া পড়িলাম। স * * মহাশয় প্রপঞ্চ ত্যাগ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন জানিয়া আমাদের যারপর নাই দুঃখ ও ক্লেশ হইয়াছে। সমস্তই ভগবানের ইচ্ছা। ভগবান্ তাঁহার নিজ-জনগণকে অগ্রেই তুলিয়া লন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অযোগ্যতা প্রকাশ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ কষ্ট হইতেছে।

তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তি স্মরণ করিয়া আমরা আমাদের গন্তব্যধামে ক্রমশঃ যাইতে পারি। 'গৌড়ীয়া'দি সাময়িক পত্রে তাঁহার কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক এবং ব্লক প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। * * তাঁহার একটি fitting memorial থাকা আবশ্যক—কোন সেবার আকারে। আপনার প্রবন্ধ পাঠ শেষ করিয়া এখনও প্রণবানন্দ প্রভুকে দিতে পারি নাই। অতি শীঘ্রই একটি "বর্ষ প্রারম্ভ" প্রবন্ধ লিখিয়া দিব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-সেবা ও শ্রীধাম-ভোগ-চেষ্টা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

ভগবান্ ও ভক্তসেবা সংসারাসক্তিনাশক—শ্রীধামবাসিগণের প্রতি উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে বোম্বাই হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছি। মঠের লোকের বিচারে ও গৃহস্থ নামধারী 'অধিক' ভক্তগণের বিচারে পার্থক্য হইতেছে, দেখিতেছি। * * মহারাজ দিল্লী হইতে যে বিচার দেখাইয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, সেব্যতত্ত্ব একমাত্র ভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণ। **ভগবান্ ও ভক্তের সেবা করিলেই আমাদের গৃহব্রতধর্ম্ম কম পড়ে।** কিন্তু শ্রীধামবাসিগণ যদি কুলিয়ার সহজিয়াগণের বিচারানুসারে 'বেশী ভক্ত' (?) হইয়া পড়িয়া মঠসেবকগণকে সেবকতত্ত্বে পরিণত করেন, তবে সেই সেব্যতত্ত্বগণ শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে বৈকুণ্ঠের সেব্যতত্ত্ব হইয়া পড়িবেন। **ভক্তসেবার জন্যই**

শ্রীধামে বাস ; সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের সেবা ব্যতীত তাঁহাদের নিকট 'অধিক' সহানুভূতি চাহিলে এবং তাঁহাদের কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে শ্রীধামসেবার পরিবর্ত্তে "শ্রীধাম-ভোগ" নামক অপরাধ হইয়া পড়ে। শ্রীধাম ভোগ করা অপেক্ষা ভোগ্য ভূমিকায় বাস করিয়া দূর হইতে শ্রীধামের ভক্তগণেরই সেবা করা আবশ্যক। শ্রীধাম-ভোগী "ভক্তগণে"র (?) দেনা পরিশোধ করিবার অর্থ-সামর্থ্য মঠবাসিগণের বর্ত্তমানে না থাকিলে উঁহারা ঐ অর্থ তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া শ্রীধাম-ভোগিগণকে ভোগ্য আরামে বাস করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন। শ্রীধামভোগকার্য্যে কে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা হওয়া আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীধাম-বাস ও শ্রীধাম-ভোগ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪২
২৯শে জুলাই, ১৯৩৫

হরিভজনোন্নতিই বিদ্যার ফল—সেবাবিমুখ জীবগণ আত্মঘাতী—শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবা—সাধকের পক্ষে বিষয়ীর সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমরা গতকল্য প্রাতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার জননী ঠাকুরাণী শ্রীমায়াপুরে শ্রীমন্দিরে বাস করিতেছেন। তোমার ভজনোন্নতি শ্রবণ করিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ হইয়াছে—উহাই বিদ্যার সাফল্য। **হরিভজনকারী ব্যতীত আর সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী,**—তুমি যে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে আমাদের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীধামে বাস করিয়া আমাদের ভজনোন্নতি হয়। **শ্রীধাম-**

ভোগিগণও শ্রীধামে বাস করিবার অভিনয় করেন। তাঁহারা জড় পুত্র, কলত্র, কন্যা ও নপ্তৃ প্রভৃতির সঙ্গসুখ পাইবার ইচ্ছায় এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ বংশে যাহাতে সুখভোগ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবান্ ও ভক্তগণের বিচারে দোষ দর্শন করেন। অবশ্য তুমি পণ্ডিত ব্যক্তি—"শ্রীধামভোগ" ও "শ্রীধামবাস'—এই শব্দদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পার। * * প্রভু, * * প্রভু প্রমুখ শ্রীধামবাসী শ্রীমঠবাসী ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীধাম-ভোগ ও শ্রীধাম-সেবার পার্থক্য শ্রীযুক্ত * * বাবু প্রভৃতি ভক্ত্যন্মুখ ব্যক্তিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন। আমি যত শীঘ্র পারি, তথায় গিয়া শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীধামভোগ ও শ্রীধামসেবার কথা আলোচনা করিব। ঐ সভায় শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * *, শ্রীযুত * * মহাশয়গণ উপস্থিত থাকিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীধামভোগি-সম্প্রদায় অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধামবাসিগণের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ সাধারণ কর্ম্মকাণ্ডীর চিত্তবৃত্তির সহিত সমান নহে। **পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর (শ্রীধামবাসী) চিত্তবৃত্তিতে পরমার্থই জীবনের প্রয়োজন** এবং **ভোগ্য বা আশ্রিত জনগণের পরমার্থ-লাভের ব্যবস্থা করাই শ্রীধামবাসীর কর্ত্তব্য।** তাহা ভুলিয়া গিয়া পূর্ব্ব অভক্তপর চিত্তগত বিচার আনয়ন করিয়া **মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ ও নিন্দাবাদে নিযুক্ত থাকিলে শ্রীভক্তিদেবীর শ্রীচরণে অপরাধপুঞ্জ সংঘটিত হয়।**

আমরা যখন শ্রীধামে বাস করিতে আসি, তখন আশ্বস্ত হই যে, শ্রীধামে থাকিয়া আমরা নিজেরা ও আমাদের পরিজনবর্গ পরমার্থ-পথের পথিক হইবে; অভক্তগণোচিত অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মে বিলীন হইবার বাসনা খর্ব্ব হইবে এবং ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিব। কিন্তু এমন স্থানে **আসিবার অভিনয়ে মায়ার সংস্কারে পড়িয়া**

আবার পূর্ব্ব-চিত্তবৃত্তি প্রবল করাইলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর লাভ হইবে।

ভক্ত গৃহস্থের হৃদয়ভাব ও অভক্তের চিত্তবৃত্তি এক নহে। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণ যদি দিব্যজ্ঞান-লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞতা পোষণ করিয়া **শ্রীধামাপরাধে ব্রতী হন, তাহা হইলে শ্রীবাসের শ্বাশুড়ী, পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর দাস্যই বাড়িয়া যাইবে।** ভক্তিলতা শুকাইয়া গিয়া বা কুঞ্জর-শুণ্ডের দ্বারা বিশীর্ণ হইয়া ভোগ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার আশায় পরিণত হইবে। সুতরাং শ্রীধাম-বাসের অভিনেতৃগণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারিগণের পাদপদ্মে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা পূর্ব্বচিত্তবৃত্তির অমঙ্গল লইয়া শ্রীধামে বাস না করেন; কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের কুলিয়ার বৈষ্ণব-নিন্দকের সঙ্গই প্রার্থনীয় হইবে।

শ্রীধাম-ভোগের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া বাহিরে শ্রীধামবাসের ছলনা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রয়াসী অভক্তগণেই শোভা পায়। শ্রীধাম-বাসের অভিনেতার এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী তাদৃশ বিষয়ীর সঙ্গ হইতে শতসহস্র যোজন দূরে থাকিবে। কেন না, গৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।" আমরা এই শিক্ষা হইতে বিপথগামী হইতে পারিব না।

গৃহব্রতধর্ম্মের উৎস উত্তরোত্তর প্রবল করিবার যাহাদের প্রয়াস এবং **বিষয়-বিষে যাঁহারা জর্জ্জরিত হইয়া 'হজ্‌মিগুলি' সাজিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গ শ্রীধাম-বাসিগণ কোন দিনই প্রার্থনা করেন না।** কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি **হরিভজনে অনুরাগী ও কৃষ্ণগৃহধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহাদের চরণরেণুপ্রার্থী হইয়া তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য প্রত্যেক মঠবাসীর বাঞ্ছা প্রবল হওয়াই আবশ্যক।**

শ্রীধাম-মায়াপুরের মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের একমাত্র সেব্য গৌরসুন্দর ও গৌরসুন্দরের নিজ-জনগণ। তাঁহাদের প্রতি যাহারা বীতশ্রদ্ধ, তাহাদের ভোগ্য অবিবেচনারূপ আগ্নেয়গিরির শিখার একটা মাপ হওয়া আবশ্যক। সেই তালিকা সংগৃহীত হইলে ভক্তজনসাধারণ তাহাদিগকে তাহাদেয় প্রাপ্য বুঝাইয়া দিয়া সুভোগ্য ভূমিকায় পাঠাইয়া দিতে পারেন। মঠবাসিগণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া লইয়া শ্রীধাম-বাসের অভিনেতা ভোগিগণের ব্যয়িত অর্থ পুনঃ প্রদান-কল্পে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন এবং তাহাদিগকে অমরাবতীর নন্দনকাননে পৌঁছাইয়া দিবার গাড়ীভাড়াও দিবেন, সঙ্কল্প করিতেছেন। এই প্রবৃত্তির জঘন্য আদর্শের সম্ভাবনাশঙ্কা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তির অভিজ্ঞচিত্তে কএক বৎসর পূর্ব্বেই আসিয়াছিল। তখন আমরা পরলোকগত ম—নাথ ও সী—নাথ এবং বর্ত্তমানে শ—নাথ প্রভৃতি নাথগণের সংসর্গে কিছু কিছু অবগতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু ঐ নাথগণ হইতে আমরা চিরদিনই শতসহস্র যোজন দূরে বাস করিবার অভিলাষ রাখি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ব্যক্তিগত হরিভজনকারীর শ্রাদ্ধ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪২
৩০শে জুলাই, ১৯৩৫

স্বধাম-লব্ধ বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ-বিষয়ে উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

একাদশ দিবসে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক ভগবন্নৈবেদ্য স্বধামলব্ধ শ্রীযুক্ত সু—প্রভুকে দিবেন এবং পাঁচ জন বৈষ্ণবের সেবা করাইবেন। লৌকিক শ্রাদ্ধ পুত্র বা Proxyর দ্বারা করাইতে আপনারা কোন আপত্তি করিবেন না। সু—প্রভুর পুত্র এখন নাবালক, তারপর লৌকিক সমাজও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া শুদ্ধ হয় নাই। তিনি নিজে **শুদ্ধভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনারাই মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক প্রদান করিবেন।** স্মার্ত্তমতে তাঁহার শ্রাদ্ধে আপনারা বাধাও দিবেন না।

আপনার বক্তৃতার দিনের কথা ঠিক হইলে জানাইব। নব বর্ষের প্রবন্ধের বিষয় অতি শীঘ্রই ঠিক হইয়া লিখিত হইবে ও ছাপা হইবে। সুযোগ মত "জয়শ্রী"র কার্য্যে কিছু অগ্রসর হইতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

বিমুখতার বিবর্ত্ত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীএকায়ন মঠ,
হংসক্ষেত্র
১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪২
৪ঠা আগষ্ঠ, ১৯৩৫

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুর আশ্রয় গ্রহণ—সাধকের প্রতি উপদেশ—কলির প্রভাব।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২।৩ খানা পত্র পাইয়া অত্যন্ত অশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। * * * এরূপ নির্বোধ আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, তোমার পত্রগুলি সময়মত ভালরূপে পাঠ করিয়া উহার ব্যবস্থা করিব।

তুমি আপাততঃ উহার সহিত বাক্যলাপ করিবে না। শাস্ত্র বলেন, —দুঃসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অসাধু বৃত্তিকে সাধুবৃত্তি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় অসুবিধার মধ্যেই পড়িবে। অন্য লোকের আলোচনার দরকার নাই। তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা

করিতে গেলে অঘ-বক-রাবণাদির কথা আসিয়া পড়ে। যাহা হউক, সমস্তই ভগবানের পরীক্ষা। কুসুমসরোবরের * * দাসের শিষ্যক্রুবের নিকট হইতে এইরূপ অবৈষ্ণবতা আশা করি নাই। যাহা হউক, কাল কলি, সমস্তই সম্ভব !

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

'চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজস্থানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড
২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২
১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৫

চিত্রভাব. চিত্রগুণ, চিত্রব্যবহার—গৌরভক্তভাব—জড়বিলাসী ও গোপবিলাসী

প্রিয় * * ,

তোমাকে আজকার এখানকার air-mailএ পত্র দিয়াছি। আর এই পত্র কলিকাতা হইতে যে air-mail যাইবে, তাহাতে দিবার জন্য Professor বাবুর হস্তে কলিকাতা পাঠাইতেছি। তাঁহার কলেজ ১৯শে তারিখে খুলিতেছে, সুতরাং ইহাই এখান হইতে যাইবার শেষ দিন।

তুমি "অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্যবিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার"—এই পদ্যের অর্থ জানিতে চাহিয়াছ। বিস্তৃতভাবে 'গৌড়ীয়ে' ইহার আলোচনা যথাকালে দেখিতে পাইবে। প্রভুতত্ত্ব—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত। ইঁহারা যুগপৎ ভক্তভাব-অঙ্গীকার-লীলায় একজন চারি প্রকার ভক্তভাব, অপর জন তিন প্রকার ভক্তভাব অপর জন দুই প্রকার ভক্তভাব, গ্রহণ করিয়া ব্রজলীলার পরিবর্ত্তে গৌড়ে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব যদিও চারি প্রকার ভক্তভাবে স্বীয় ঔদার্য্য-লীলা দেখাইয়াছেন, তথাপি তিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ সেব্য—ভক্তমাত্র নহেন। ভক্তশক্তি গদাধর মধুর রতির ভাবযুক্ত ও মধুর-রসাশ্রিত। তিনি শ্রীচৈতন্যের অনুগ। শ্রীনিত্যানন্দের অনুগ গৌরীদাসাদি সখাগণ সখ্যরসাশ্রিত শ্রীচৈতন্যের সেবক—শুদ্ধভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত। অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রসিদ্ধি নাই। শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর প্রভৃতি গৌরবমিশ্র অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যূনাধিক অনুগামী। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি মধুর-রসের কৃষ্ণ-লীলায় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ব্রজবাসীর ভাবানুগত্যে লীলা-প্রচারকারী, শ্রীচৈতন্যের প্রিয় সেবকসূত্রে প্রেমময়ী সেবাময়ী শ্রীরাধিকার সেবাপর অন্তরঙ্গ ভক্ত। শ্রীগৌর-লীলার সেই সকল গোপী বিষয়-বিগ্রহের পরিচর্য্যায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া পুরুষ-শরীর দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তভাব অর্থাৎ শ্রীরাধিকার ভাব হইতে কান্তি পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করায় **শ্যাম-স্বভাবের ও শ্যামাকৃতির সকলগুলি আবৃত করিয়াছিলেন।** এই আবরণটী অচিৎশক্তির আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নহে। পরা চিচ্ছক্তির ভাবাতিশয্যে চিচ্ছক্তিমান্ সম্বিদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণকে আবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য ৩০৪ সংখ্যায় সেই গৌর, সেই ভক্ত বিপ্রলম্ভ-বিচার বিস্তার করিয়া কৃষ্ণ ও গোপী হইতে আপাতদর্শনে পরম বিরোধ স্থাপন করিয়াছে। সুতরাং ইহা জড়চিন্তার অতীত অচিন্ত্যলীলা—জড়বুদ্ধির সুদুর্গম। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ হওয়ায় সকল শক্তি সকলের চিন্তার অন্তর্গত নহেন বলিয়া তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান্। তিনি সকল শক্তির পরিণতি প্রকাশ করেন না বলিয়া অদ্ভুত। যখন প্রকাশ করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিহারে সেই অচিন্ত্যত্ব ও অদ্ভুতত্ব অর্থাৎ আশ্চর্য্যতা প্রকাশিত হয়

তজ্জন্যই পুরুষ-দেহ প্রকাশে আশ্রয়ের ভাব অঙ্গীকার আশ্চর্য্যের বিষয়। জড়গুণের বিচার আশ্রয় না করিয়া ভক্তি ও প্রেমার চিদ্‌গুণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তিনি চিত্রগুণ। জাগতিক ন্যায়-অন্যায়-ব্যবহারে উদাসীন হইয়া ব্রজের নির্ম্মল প্রেম আপামর সাধারণে বিতরণ করায় নামপ্রেম-প্রচার-মুখে তাঁহার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্যজনক **নামভজনকারিগণেরই উৎক্রান্ত দশায় পরমচমৎকারময়ী বিচিত্রতা লভ্য হয়।** 'তর্কে ইহা জানে যেই সেই দুরাচার' অর্থাৎ জড় (mundane logic) আশ্রয় করিয়া ইহাকে জড় factএর inferenceএ logical fallacyর মধ্যে আবদ্ধ করিলে তাহার কুম্ভীপাক-নরক অবশ্যম্ভাবী।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে উদাসীন ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যলীলা এবং শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণলীলা বুঝিতে অসমর্থ হওয়ায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উক্ত ভাব-শব্দটীর দ্বারা তর্ক নিরাস করিয়াছেন। "শ্যামের" পরিবর্ত্তে গৌর, "বংশীমুখ"এর পরিবর্ত্তে সংস্কারযুক্ত দ্বিজ, "গোপবিলাসী"র পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসী। জড়বিলাসী ও গোপবিলাসীর মধ্যে ভেদ আছে। জড় সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মপথের বা জ্ঞানপথের সন্ন্যাসী জড়ত্যাগে অসমর্থ গোপগণ যে বিলাসীর সেবা করেন, সেই বিলাস আধ্যক্ষিক জড়েন্দ্রিয়বিলাস নহেন। এই সকল বিরোধ বাস্তবিকই সুদুর্ব্বোধ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গৃহী ও মঠবাসীর অর্থের ব্যবহার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪২
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৫

অর্থ-ব্যয়-সম্বন্ধে গৃহস্থ ভক্তগণের প্রতি উপদেশ—সহ্যগুণসম্পন্ন হওয়া মঠবাসিগণের প্রধান কৃত্য—মঠসেবকগণের বৈশিষ্ট্য—গৃহস্থগণের কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনার কারণ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার পত্র পাইলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রী মহোপদেশক মহাশয়ের পত্রও পাইয়াছি। তোমার শরীরের যথোপযোগী বল লাভ কর নাই, জানিলাম। আরও কিছুদিন কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখ।

আমি গতকল্য গয়া হইতে কলিকাতা ফিরিয়াছি। দিল্লী ও গয়া-মঠের উৎসব ও প্রতিষ্ঠা মঙ্গলমত সমাপন হইয়াছে। তোমার সেবোন্মুখতা পাটনার ভক্তগণ শতমুখে গান করিয়াছেন। ম * * এর ভক্তগণ সেরূপ আদর করেন নাই, জানিলাম। * * ও * * উভয় স্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ হরিসেবার উদ্দেশ্যে মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায়

উপার্জ্জনের অংশের শতকরা শতাংশ হরিসেবায় দিতে পারেন না, ইহা তাঁহারা জানেন ; তজ্জন্য যদি তাঁহারা অধিকাংশ বিত্ত মঠসেবার পরিবর্ত্তে গৃহসেবায় ব্যয় করেন. তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মচারী বা বা সন্ন্যাসিগণের দুঃখিত হইবার বিষয় নহে। উহারাও যখন মঠবাসী বা সন্ন্যাসী হইয়া স্ব স্ব উপার্জ্জনের সমস্ত দিতে থাকিবেন, তখন উহাদিগকেও সেকালে গৃহস্থগণ নিন্দা করিবেন, জানিবে। অনেক গৃহস্থের মঠের উদ্দেশ্যে অর্থ দিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা অকিঞ্চনগণের দোষ দেখিয়া থাকেন। তাঁহারাও মঠবাসী হইলে নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাইবেন। **মঠবাসী না হওয়া পর্য্যন্ত মঠবাসীর দোষ দেখা স্বাভাবিক। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটা প্রধান কার্য্য।** গৃহস্থগণ উপার্জ্জন করেন। **ত্যক্তগৃহস্থগণের উপার্জ্জিত বিত্তের সর্ব্বাংশ হরিসেবাময়।** তাহাই গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের বৈশিষ্ট্য। গৃহস্থগণ ভগবৎসেবায় আংশিক দিয়া অধিকাংশ নিজ-সেবায় ও মঠবিরোধীর সেবায় ব্যয় করিতে ভালবাসেন। সুতরাং গৃহপাল্যগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদানমুখে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত-বঞ্চনা স্বাভাবিক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীরূপানুগের চিত্তবৃত্তি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,
কলিকাতা
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪২
২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৫

কৃষ্ণ-প্রদত্ত শক্তি ব্যতীত সকলেরই অসামর্থ্য—শুদ্ধভক্তিপথ-পরিত্যাগকারীর অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব লাভ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৬ই নভেম্বরের পত্র পাইলাম। কেনোপনিষদে লিপিবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের নির্দ্দিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া আধিকারিক দেবগণ নিজ-নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। আবার সেই শক্তি পুনর্গৃহীত হইলে তাঁহাদের নিজ-নিজ শক্তি থাকে না। **শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর-স্থানে সকল মহিমার অরোপ করেন। আমরাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীরূপ, শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের উদ্দেশ্যেই সকল কার্য্য করি।** ভক্তিপথ ছাড়িয়া দিলে অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মত্ব আমাদিগকে গ্রাস করে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

অন্যাভিলাষিতায় অমঙ্গল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ,
এলাহাবাদ,
২৩শে পৌষ, ১৩৪২
৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৬

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ইতর অভিলাষ মন্দভাগ্যের নিদর্শন—জীবের মঙ্গল-চেষ্টা-বিষয়ে উপদেশ।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১১ই পৌষ তারিখের পত্র পাইয়া তথাকার সকল সমাচার জানিলাম। ওখানকার মঠের কিছু দেনা হইয়াছে, শুনিয়াছি। একটুকু চেষ্টা করিলেই শোধ হইবে। আপনার নানাবিধ ক্লেশের কথা জানিয়া চিন্তিত রহিলাম। করুণালয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আপনাকে অচিরেই ঐ সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন।

প্রয়াগের পারমার্থিক-প্রদর্শনী গতকল্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আমি অদ্য সন্ধ্যায় কলিকাতায় যাত্রা করিব, স্থির করিয়াছি। যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে অন্য ইতর বস্তু অভিলাষ করে, তাহাদিগকে প্রশংসা করা যায় না; উহা তাহাদের মন্দ ভাগ্যের বিষময় ফলস্বরূপ। **যাহাদের মঙ্গল বিলম্বে আসিবে, তাহাদের অকালপক্কাবস্থার ফল লাভবানরূপে গ্রহণ করা যায় না।** আপনি উহাদের সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সকলেই পরপারের যাত্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
১৮ই মাঘ ১৩৪২
১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬

দুঃখই এই অনিত্য সংসারের পরিণাম—নিত্যধামে গমনকারিগণের কোন ক্লেশ নাই।

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জানুয়ারী তারিখের কার্ডে আপনার অগ্রজ আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ * * * মহাশয়ের অকস্মাৎ দেহরক্ষার কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বিশেষতঃ জননী ঠাকুরাণী এখন এই বৃদ্ধা বয়সে শোকে অভিভূত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। তিনি চিরদিনই ভগবানকে ডাকিয়া থাকেন। **সকলেই একে একে সেই ভগবদ্‌রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।** যাঁহাকে ভগবান্ অগ্রে ডাকেন, তিনি অগ্রে যাইয়া পথ প্রদর্শন করেন।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ * * * প্রভুর পত্রেও এই দুঃখের কথা ও স্বধামগত মহাত্মার সদ্গতির কথা জানিতে পারিলাম। আপনারা সকলেই সম্প্রতি বিশেষ দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, ইহাই বুঝিলাম। এই অনিত্য সংসারের এই পরিণাম। আপনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, যাঁহারা নিত্যধামে গমন করেন, তাঁহাদের জন্য শোকের কিছুই নাই, তাঁহারা অনিত্য জগতের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। আপনাদের ক্লেশ আর তাঁহাকে স্পর্শ করে না, জানিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

দুঃসঙ্গত্যাগ ও সহিষ্ণুতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

১৮ই মাঘ, ১৩৪২

গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করাই ভক্তিবিদ্বেষিগণের স্বভাব—পাপ-হৃদয় ব্যক্তিগণের মঙ্গল-প্রার্থনা বিহিত—ভক্তদ্রোহাচরণের ফল পাপপঙ্কে নিমজ্জন।

স্নেহবিগ্রহেষু—

তোমার ২১।১।৩৬ তারিখের কার্ড পাইয়াছিলাম। অদ্যও ডাঃ * * * মহাশয়ের নামে কার্ড দেখিলাম। এখন হইতে নন্দগ্রামের ঠিকানায় * * * * 'নদীয়াপ্রকাশ' প্রেরিত হইবে। কলিকাতার গৌড়ীয়মঠের ঠিকানায়ও উহা জানান হইয়াছে। * * * *

শ্রীযুক্ত * * ব বাজী মহাশয়ের পত্রে জানা যায় যে, স্থানীয় * * কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার তথায় আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তি বিদ্বেষী বিষয়িগণ সর্ব্বদাই তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে দৌরাত্ম্য করিবে। আমরা তাহা সহ্য করিয়া পৃথক্ থাকিব।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী ব্রজমণ্ডলে প্রচারিত হইলে পাপ-হৃদয় ব্যক্তিগণ নিজ-নিজ অমঙ্গল হইতে সাবধান হইবে। উহাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তাহারাও অশান্ত না হইয়া শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর জগতের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভক্তদ্রোহাচরণ করে, তাহারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ।
গৌড়ীয় মিশন :-
বাগবাজার - কলিঃ :-
শাখামঠ সমূহ -

"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত-দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়।"

—শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী